প্রকাশক—শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
মডার্ন প্রিন্টার্স
৯১বি. সিমলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

নিবেদন

সুজনৈকবন্ধু সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' শ্লেষময়তার জন্য অধুনা পঠনপাঠন হইতে বঞ্চিত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। ইদানীং বর্দ্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার অংশবিশেষ (স্নাতকোত্তরশ্রেণীর) পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। একথা সত্য এবং অগৌণে স্বীকার্য্য যে বাসবদত্তা টীকার সাহায্য ব্যতীত পাঠ করা সংস্কৃত ভাষায় নিষ্ণাত ব্যক্তির পক্ষেও একান্ত অসম্ভব, এবং ইহার যে-কোন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ মূলের চমৎকারিতা নষ্ট করিতে বাধ্য, কিন্তু তথাপি খণ্ড অনুবাদের সাহায্যে ইহার প্রাথমিক পাঠের পর যদি টীকার সাহায্যে বা তদ্ব্যতিরেকে ইহা পড়া চলে তাহা হইলে অনুবাদ ও অনুবাদমুখে ব্যাখ্যার বহুতর সার্থকতা হইবে। এই গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, কিন্তু লিপিকার-প্রমাদবশতঃ অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে, সেই বিভিন্ন পাঠান্তরগুলি Appendix I-এ দেওয়া হইয়াছে।

বাসবদত্তা পাঠের পক্ষে এইগুলি যুক্তি :—

(১) ইহা আপাততঃ সংস্কৃতভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্যসাহিত্য; অন্যান্য গদ্যকাব্যের নাম পাওয়া গেলেও কাব্যগুলি পাওয়া যায় না;

(২) বাণভট্টের 'কাদম্বরী' এই 'বাসবদত্তা'র আদর্শে লিখিত, ইহা বাণভট্ট স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং গদ্যসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য এই কাব্য পাঠ করা উচিত;

(৩) বাণের গদ্যকাব্যে কল্পরাজ্যের ও সমাজের চিত্র পাওয়া যায়. 'বাসবদত্তা'তেও তেমনি পাওয়া যায়; ইহা সত্য; কিন্তু মাঝে মাঝে বাস্তব-চিত্রও দুই চারিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিকমূল্য সেগুলির কিছু কম নয়।

(৪) বাসবদত্তার কবি সুবন্ধু বনে, পর্বতে, নদীনির্ঝরে মনে হয় দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছেন; তাহার সাক্ষ্য এই বাসবদত্তা গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়।

অতীতের আরণ্যপ্রকৃতির পরিচয় বহুলাংশে 'বাসবদত্তা' হইতে পাওয়া যায়। এই প্রকৃতির বর্ণনায় কবি কেবল সুন্দরের উপাসনাই করেন নাই, তিনি দন্তুর ও নখরে রক্তাক্ত প্রকৃতিকেও সমভাবে উপাসনা করিয়াছেন।

(৫) সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্য্য যে কত, কতভাবে যে তাহাকে বাঁকানো যায় তাহা বাসবদত্তা ও কাদম্বরী না পড়িলে যেন অজ্ঞাতই থাকে; শব্দভাণ্ডার ও ভাষার উপর স্বাম্য যদি কাম্য হয় তাহা হইলে বাসবদত্তা পাঠ্য।

এই গ্রন্থটী বঙ্গভাষী ছাত্রবৃন্দের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; তাহাদের প্রয়োজন-সিদ্ধি হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭

লেকটাউন

কলিকাতা

গুরুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

গদ্য সাহিত্যের পরিচয়

গদ্য রচনার ইতিহাস ভারতীয় সাহিত্যে অতি প্রাচীন কালেও সমৃদ্ধ ছিল। বেদের ব্রাহ্মণাংশে অর্থবাদ ভাগে সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন দেখা যায়। ভাষা সেখানে আখ্যান বর্ণনায় নিযুক্ত। শুধু তাই নয়, ভাষা সেখানে জনগণের কথ্য ভাষার প্রতিনিধি। অর্থবাদে যাজ্ঞিক বিধিনিষেধের প্রশংসা ও নিন্দা করা হয়েছে। সেগুলি বহু ক্ষেত্রে আখ্যানের সাহায্যে বর্ণিত। প্রতি সমাজেই যেমন থাকে তেমনি বৈদিক সমাজেও নিশ্চয় কিছু কিছু লোক ছিল যাঁরা প্রচলিত রীতি নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার যেন পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা যজ্ঞাদির বিরুদ্ধে মাথা তুলে বলতেন 'কেন এই পরিশ্রমসাধ্য যজ্ঞ করব। কেনই বা কষ্টার্জ্জিত সম্পদ যে যজ্ঞের ফল ইহলোকে লাভ করা যায় না সেইরকম যজ্ঞ করতে যাব?"—এই সব লোকদের বৈদিক-ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃত্ত করার জন্য সাধারণের উপযোগী ভাষায় বর্ণিত হত নানা উপাখ্যান। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের সেইত' আদি শ্রেষ্ঠ উপক্রম: উদাহরণ দেওয়া যাক 'আগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্বপন্তি দীক্ষণীয়মেকাদশকপালং সর্বাভ্য এবৈনং তদ্দেবতাভ্যোঽনন্তরায়ং নির্বপন্তি।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

'ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ। স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎপ্রাজনয়ৎ। তদেকমভবৎ তল্ললামমভবৎ, তন্মহদভবৎ, তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ, তদ্ব্রহ্মাভবৎ তত্তপোঽভবৎ, তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ত।

(অথর্ব ১৫ কা। ১সূ)

এই ভাষা যেমন উপদেশদান কালে তেমনি কঠোর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা কালেও প্রযুক্ত হ'ত। সংস্কৃত ভাষাকে synthetic language বা সংশ্লেষাত্মক ভাষা বলা হয়, কারণ এখানে বহু বক্তব্য বিশেষণের সাহায্যে ব্যক্ত করা যায়। ক্রিয়াপদের প্রতি বক্তব্যে উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে অনেক ক্ষেত্রে মনেই হয় না, দার্শনিক বা শাস্ত্রীয় ভাষা থেকে অর্থবাদাংশ-গত

ভাষার তফাৎ বা বৈলক্ষণ্য বোধ হয়, প্রধানতঃ এইটুকুই যে অর্থবাদে ক্রিয়াপদের সাক্ষাৎ মেলে প্রায় প্রতিবাক্যে অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সংযোজক হিসাবে ক্রিয়াপদ নিত্য উপস্থিত ; আর কাব্যের গদ্যে ক্রিয়াপদ দীন দরিদ্রের মত দূরে বাক্যের একাংশে অতীব করুণ অবস্থায় পড়ে থাকে। সহৃদয় পাঠক সক্রিয় মনোযোগের সঙ্গে তাকে উদ্ধার করেন ! অবশ্য আমি এখানে তিঙন্ত সমাপিকাক্রিয়ার কথাই বলছি।

কিন্তু ক্রিয়াপদের এই অভাব সংস্কৃত ভাষার দৈন্যের পরিচায়ক ত' নয়ই, বরঞ্চ তার সমৃদ্ধির সঙ্কেত। ভাষা কত পরিশীলিত, অনুশীলিত, যথাযথ এবং বাহুল্য বর্জ্জিত হ'তে পারে তারই পরিচায়ক। অন্য ভাষায় যে ভাব ব্যক্ত করতে তিনটী বা চারটি বাক্যের প্রয়োজন হয়, সংস্কৃতে সেখানে একটি বাক্যের মধ্যে দুইটী বা তিনটি বিশেষণ সন্নিবেশ করেই সে ফল অনায়াসে পাওয়া যায়।

আমরা এখানে ক্রমে উপনিষদ, মহাভাষ্য, ন্যায়বার্ত্তিক, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হতে একটী করিয়া উদাহরণ সংক্ষেপে তুলছি। প্রতিক্ষেত্রেই ভাষার এই মিততা, অথচ প্রসাদ গুণ লক্ষণীয়।

"সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চিত্য নিশময্য কৃপণবচো রাজা বহুগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ" (শ্রীমদ্‌ভাগবত ৫ম স্কন্দ ১০ম অধ্যায় ৫)।

পৌরাণিকসাহিত্যে গদ্য মন্থরগতি হ'য়ে পড়েছে। ক্রিয়াপদ ও কর্তৃপদের মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘতর, বিশেষণের বাহুল্যে বক্তব্যের বহুলতা প্রকাশের চেষ্টা এখানে পরিস্ফুট।

"ঘটেন কার্য্যং করিষ্যন্‌ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ—'কুরু ঘটং, কর্য্যমনেন করিষ্যামি। ন তদ্বচ্ছব্দান্‌ প্রয়ুযুক্ষমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ—'কুরু শব্দান্‌ প্রযোক্ষ্য' ইতি—(মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিকম্‌) গদ্য এখানে আবার লৌকিক বাগ্‌ব্যবহারের মত লঘুগতি, ক্রিয়াপদের বাহুল্যে অর্থপ্রকাশনিপুণ।

উপনিষদের গদ্যের উদাহরণেও তেমনি শব্দসন্নিবেশচারুতা ও পরিমিতি-বোধ দেখা যায় "যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি তদ্‌ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্‌বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। (ছান্দোগ্যম্ ৭।২৪)

উপযুক্ত উদাহরণে literary effect এর জন্য কোন প্রচেষ্টা যে নাই সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জয়ন্তভট্ট কিন্তু তাঁর ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থে রচনার সৌকর্য্যের জন্য অবহিত ছিলেন বলেই স্থানে স্থানে আমাদের মনে হয়ঃ

"ন চ সর্বাত্মনঃ বৈফল্যম। হেয়ে হি কণ্টক-বৃক-মকর-বিষধরাদৌ বিষয়ে পুনঃ পুনরুপলভ্যমানে মনঃসন্তাপাৎ সত্বরং তদপহানায় প্রবৃত্তিঃ; উপাদেয়েঽপি চন্দন-ঘনসাব-হাব-মহিলাদৌ পরিদৃশ্যমানে প্রীতাতিশয়ঃ স্বসংবেদ্য এব ভবতি।"

বা

"অথ সহসৈব কার্য্যজননমতিশয়ঃ, সোঽপি কস্যাংচিদবস্থায়াং করণস্যেব কর্মণোঽপি শক্যতে বক্তুম্, অবিরল-জলধর-ধারা-প্রবন্ধ বদ্ধান্ধকার-নিবহে বহুলনিশীথে সহসৈব স্ফুরতা বিদ্যুল্লতালোকেন কামিনীজ্ঞানমাদধানেন তজ্জন্মনি সাতিশয়ত্বমবাপ্যতে।"

প্রথম উদাহরণে 'কণ্টকবৃকমকরবিষধরাদৌ' এর সঙ্গে 'চন্দন-ঘনসার-হার-মহিলাদৌ' পদের তৌল লক্ষণীয়। কেবলমাত্র যে উভয়ত্র চারটী পদ আছে তাই নয় উভয় ক্ষেত্রেই তেরোটী অক্ষর বা syllabale ও আছে। দ্বিতীয়োদাহরণে অবিরল বারিধারার অনুকরণে হ্রস্বস্বরের যেন অবিরল বর্ষণ হয়েছে। ইহা যদি চেষ্টার ফল না হয়, তাহলে আর কি হবে। অবশ্য জয়ন্তভট্টের যুগে দণ্ডি-সুবন্ধু-বাণাদি গদ্যকাব্যের মহারথদের আগমন হয়ে গেছে। তিনি তাদের কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে কাব্যঘটনানুকূল শব্দসন্নিবেশ সত্ত্বেও মিতত্তা, যাথার্থ্য, পরিচ্ছন্নতা কোন জায়গাতেও ব্যাহত হয় নাই, ভারবির মতই বলতে হয় 'স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গদ্যরচনা পদ্যরচনার পাশাপাশি অবিরতধারায় চলে আসছে। অথচ এটাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যসাহিত্যের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। শুধু তাই নয় এগুলির অনেকগুলিই অধুনা পাঠযোগ্য নয়। পাঠযোগ্য নয় একথা বলার তাৎপর্য্য এই নয় যে সেগুলি বুঝবার মত সংস্কৃতজ্ঞান আছে এমন লোকের অভাব, বস্তুতঃ সংস্কৃত অনুরাগীর সংখ্যা আজও ভারতে কিছু কম নাই ; কিন্তু গদ্য কাব্যগুলি অধিকাংশ পড়ে আনন্দ পান এমন লোকেরই অভাব বিশেষ দেখা যায়।

এই জন্য প্রথমে অনুসন্ধান করতে হয় এই গদ্যসাহিত্যের স্বল্পতার জন্য দায়ী কি ?

প্রসাদ, অর্থব্যক্তি, সমতা, বক্তব্যের ঋজুতা মিতভাষিতা এইসব আলঙ্কারিকপ্রসিদ্ধ গুণগুলি উপরে উদ্ধৃত গদ্যরচনায় আছে। কিন্তু গদ্যকাব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ কাব্যগুলির মধ্যে প্রসাদ অনুপস্থিত, বাক্যের সমতা অপরিচিতা, বক্তব্যের ঋজুতা দোষ, মিতভাষিতা উপহসিতা। আছে কেবল শ্লেষনিপুণতা অল্পকথায় যাহা বলা যায়, যাহা কত বিলম্বিত লয়ে, কত বেশি কথায় বলা যায় তার চেষ্টা ; আছে সমাসবহুলতা এবং সুদীর্ঘসমাসএর ব্যবহার। বেশ কতকগুলি inscription বা লেখফলক আছে, যেগুলির ভাষাও গদ্যসাহিত্যের ভাষার অনুকরণকারী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় আধুনিককালেও কোন আধুনিকভাষায় মানপত্র লিখিত হলেও তাতে কিঞ্চিদধিক সমাসবাহুল্য থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেও অল্পকথায় বলা চলে এমন কথা বেশি কথায় বলা হয়।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের এই ধারা কেন স্পষ্টতা ও পরিমিততার পথ ছেড়ে কাব্য নাম গ্রহণ করা মাত্রই এমন বিচিত্র তথা অলঙ্কৃত রূপ নিল তার কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ বলা শক্ত। তবে বহুকাল থেকে প্রচলিত একটী প্রবাদে এর বোধহয় একটী কারণ পাওয়া যায় : 'পদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি'। এই প্রবাদটী বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে পাওয়া যায়। এর প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা বলা শক্ত। M. M. Kane এর অর্থ করেছেন, ছন্দের মাধুর্য্য

যেমন মনকে সহজে বশ করতে পারে তেমন নিশ্ছন্দ রচনা পারে না : তা' সত্ত্বেও যে গদ্যকাব্যের রচয়িতা পাঠকের মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তারই কবিহিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য।

এই মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই Dr S. N. Dasgupta বলেছেন যে Ornate কাব্য বা অলঙ্কারিকসম্মত যে মহাকাব্য জনমানসকে পেয়ে বসেছিলো, তারই পরিপ্রেক্ষিতে গদ্যকাব্যের রচয়িতারা কেবল ছন্দঃটুকু বাদ দিয়ে অলঙ্কারবহুলতায় সেই ছাঁচ এনে দিতে চেয়েছিলেন। তাই এত অলঙ্কারাঢ্যতা, তাই এত বিলম্বিত এবং বিড়ম্বিত বর্ণনার উচ্ছ্বাস। কথাটা হয়ত কিছু অংশে ঠিক, কিন্তু গদ্যকাব্যের লেখকগণ এ কথা নিশ্চয়ই জানতেন যে প্রয়োজনানুসারে ছন্দোবদ্ধ বাণী তাঁদের ইঙ্গিতাপেক্ষা-মাত্র। ইচ্ছা করলেই তাঁরা ছন্দোবদ্ধবাণী অবিরলধারায় লিখে যেতে পারেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁদের নিকট বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যধিক বর্ণনাপ্রবণতা। কোন একটী বিষয়কে গদ্যে বিভিন্ন দিক থেকে যত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা চলে, তেমনটী ঠিক ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্যে সম্ভব ছিল না। গদ্যকাব্যে সেইজন্য মহাকাব্যের অন্যান্য সকল লক্ষণগুলি অনুবৃত্ত, কেবল ছিল না ছন্দোবদ্ধতা ও সর্গবদ্ধতার নির্দেশ। দণ্ডীত' পরিষ্কার বলেছেন 'অপাদপদসন্তানঃ গদ্যম' আর পদচতুষ্টয়যুক্ত হয়ে শ্লোকাকারে হয় পদ্য। এবং গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্যের মধ্যে এইটুকু প্রভেদই তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর পরবর্তী অন্য কোন আলঙ্কারিক গদ্যকাব্যের এর চেয়ে বেশি কোন লক্ষণ করেন নাই।

কথা কাব্যের বৈশিষ্ট্য

দণ্ডীর পূর্ববর্ত্তিগণ গদ্যকাব্যকে 'কথা' এবং 'আখ্যায়িকা'তে ভেদ করেছেন ; কিন্তু ভেদক লক্ষণ নিরূপণে সচেষ্ট হননি। দণ্ডীর ঈষৎ পূর্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক আলঙ্কারিক ভামহ এই দুই গদ্যকাব্যের কিছু প্রভেদ করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। দণ্ডী অবশ্য এই প্রভেদ মানেন নি এবং

এককথায় বলে দিয়েছেন যে কথা এবং আখ্যায়িকা একই গদ্যসাহিত্যের দুই নাম, যার যেমন খুশী নাম দিয়ে থাকেন – "তৎকথাঽখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে দণ্ডীর পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ ও সাহিত্যিকগণ যথারীতি এই দুই ভেদ স্বীকার করে চলেছেন। বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠাধ্যায়ে বলেছেন

"কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্।
ক্বচিদত্র ভবেদার্য্যা ক্বচিদ্ বক্ত্রাপরবক্ত্রকে
আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদের্বৃত্তকীর্ত্তনম্॥"

ভামহ যেখানে বলেছেন আর্য্যানির্মিতছন্দে কথা নামক গদ্যকাব্যে এখানে সেখানে পদ্য থাকবে বিশ্বনাথ তার জায়গায় বক্ত্র, অপরবক্ত্র ও আর্য্যা ছন্দে নির্ম্মিত পদ্যের স্থান দিয়েছেন। ভামহ দেখেছিলেন যে কথাতে আর্য্যাছন্দেরই প্রাধান্য, এবং আখ্যায়িকাতে বক্ত্র ও অপরবক্ত্র সেইজন্য তিনি কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে প্রভেদ দেখাবার সময় এই ছন্দোব্যবহারকে এক একটি লক্ষণ বলেছেন। হয় দণ্ডীর সমালোচনার জন্য, নয় পরবর্তী কথাকাব্যে আর্য্যা, বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দঃ কে নির্বিচারে ব্যবহার করার জন্য বিশ্বনাথ বলেছেন আর্য্যা, বক্ত্র ও অপরবক্ত্র এইসবই কথাকাব্যে দেখা যায় এমন কথা বলেছেন। কন্যাহরণসংগ্রাম প্রভৃতি কথাতে যেমন আছে তেমনই মহাকাব্যেও আছে এ কথা দণ্ডীই বলেছেন। সুতরাং কথাতে কন্যাহরণ, হর্ত্তা, প্রেম, ক্রোধ, মিলন ইত্যাদি বিভাব অনুভাব সঞ্চারিভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত যে কোন একটী রস যে পুষ্টিলাভ করবেই তাহা ভামহের উক্তি হইতেই পাওয়া যায়, সেই কথাই সংক্ষেপে 'সরসং বস্তু' এইরূপে বিশ্বনাথও বলেছেন। যেটুকু বাড়তি কথা বলেছেন বিশ্বনাথ, সেটী 'আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদের্বৃত্তকীর্ত্তনম্' অর্থাৎ গ্রন্থারম্ভে পদ্যে ইষ্টদেবতার স্মরণ ও খলনিন্দা, সাধুপ্রশংসা থাকবে। সেইরূপ 'আখ্যায়িকার ক্ষেত্রেও 'কবের্বংশানুকীর্তনম্' এবং অন্যাপদেশেনাশ্বাস-মুখে ভাব্যর্থসূচনম্' অর্থাৎ কবি তাঁর বংশাবলীর বিবরণ দিবেন এবং

পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে অন্য কিছুকে লক্ষ্য করে আর্য্যা, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে নির্মিত পদ্যে ভাবী বৃত্তান্তের সূচনা করবেন। এই অধিক অংশটুকু ভামহও দিতে পারতেন যদি তিনি কাদম্বরী ও হর্ষচরিত নামক কথা ও আখ্যায়িক দেখে যেতেন। ঠিক এইরকম কথা অন্যান্য আলঙ্কারিকগণও বলেছেন। বস্তুতঃ অমরসিংহ তাঁর কোষগ্রন্থে যে কথা বলেছেন তাই আসলে কথা এবং আখ্যায়িকার মধ্যে প্রভেদ। অমরসিংহ বলেছেন 'আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা প্রবন্ধকল্পনা কথা'। বিষয়বস্তু নির্বাচন অনুসারে পার্থক্য নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন অমরসিংহ। তার মধ্যে যে গদ্যকাব্যের মূলবস্তু উপলব্ধ অর্থাৎ সংঘটিত তাকে অবলম্বন ক'রে গদ্যকাব্য লেখা হ'লে হয় আখ্যায়িকা। যে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ কবিকল্পিত তাকে নিয়ে গদ্যকাব্য লেখা হ'লে হয় কথা। এই বিভাজনপদ্ধতি অনুসারে অবশ্যই বাসবদত্তা এবং কাদম্বরী কথা কাব্য। কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ কবিকল্পিত অথচ অন্য কোন বিষয়ে কথাকাব্যের লক্ষণগুলির কোন সঙ্গতি নেই, অথচ, আখ্যায়িকার লক্ষণগুলির (বিশ্বনাথ কর্তৃক ধৃত) সহিত সঙ্গতি আছে এমন একটি গদ্যকাব্য হচ্ছে দণ্ডি-বিরচিত দশকুমার-চরিতম্। তবে দশকুমারচরিতের গল্পবলার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পঞ্চতন্ত্রের বা Arabian Nights-এর গল্পবলার পদ্ধতি অথবা Chinese Box-এর মত পদ্ধতি। আর একটী বিষয়ও দর্শনীয়। দশকুমারচরিতে যেমন উদ্দাম কল্পনা বা fancy দেখা যায় ততটা ভাষার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নাই। দ্বিতীয়তঃ দশকুমারচরিতে যে সমাজটী বিধৃত হ'য়ে আছে, তার সাহায্যেই দশকুমারচরিতের আখ্যানভাগ উৎরেছে ; তা না হলে 'দশকুমারচরিতম্' লুপ্ত হ'য়ে যেত। সুতরাং সমাজটী ঐতিহাসিক, বিষয়বস্তু কল্পিত, বাচনভঙ্গি শিক্ষিত নিবন্ধকারীর, এই বিভিন্ন সংমিশ্রণ থাকায় আমাদের মনে হয় যে দশকুমারচরিতম্ কথা ও আখ্যায়িকার সীমান্তবর্তী। চম্পূকাব্যগুলিকে গদ্য-কাব্য ঠিক বলা চলে না ; তেমনই পদ্যকাব্যও বলা চলে না ; তাহলেও চম্পূ-কাব্যগুলি গদ্য কথা বা আখ্যায়িকার গদ্যেই তুল্য। অপরপক্ষে, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ যেগুলি ঐতিহাসিকগণ fable or didactic literature বলেছেন

সেগুলির মত গদ্যসাহিত্য ও শৈলী Ornate গদ্যসাহিত্যে একান্ত অভাব। সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণের কাদম্বরী এবং দণ্ডীর দশকুমারচরিত এই কথাত্রয়ী-যেগুলিকে কথা জাতীয় গদ্যসাহিত্যের বস্তুল্য বলা হয়, তার মধ্যে দশকুমার-চরিতকে কথাকাব্য আখ্যা দেওয়ার যৌক্তিকতা চিন্তনীয়, বাকী দুইটি প্রকৃত কথাকাব্য।

বাসবদত্তার প্রসিদ্ধি

হর্ষচরিতে বাণভট্ট সুবন্ধুর বাসবদত্তার প্রশংসা করে বলেছেন :

"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণ-গোচরম্ ॥"

বাক্‌পতি তাঁর প্রাকৃতে লেখা 'গৌড়বহ' নামক ইতিহাসাশ্রিত কাব্যে নিজের বর্ণনা দিয়েছেন

> 'ভাসম্মি জলণমিত্তে কন্তীদেবে অজস্স রহুআরে
> সোবন্ধবে অবন্ধম্মি হারিয়ন্দে অ আণন্দো।'

অর্থাৎ ভাসে, অগ্নিতে, রঘুবংশমএর রচয়িতায়, সৌন্দর্য্যের দেবে, সুবন্ধুর কাব্যে এবং হরিচন্দনে তাঁর (বাক্‌পতির) ছিল আনন্দ।

কবিরাজের রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যে :-

> "সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
> বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা ॥"

বক্রোক্তিমার্গে নিপুণ মাত্র তিনজন কবিই আছেন, তাঁরা হচ্ছেন সুবন্ধু, বাণভট্ট ও কবিরাজ। চতুর্থ আর কোন কবি নাই। এখানে অবশ্য বক্রোক্তি অর্থে শ্লেষালঙ্কারকে বোঝান হইতেছে।

সদুক্তিকর্ণামৃতে রাজশেখর বলেছেন

> 'সুবন্ধৌ ভক্তির্নঃ ক ইহ রঘুকারে ন রমতে

সুবন্ধুর প্রতি আমাদের ভক্তি, আর রঘুবংশের রচয়িতায় কেই বা আনন্দ না করে।

তাছাড়া আরো অনেক সংস্কৃত কবিই সুবন্ধুর বাসবদত্তার গুণকীর্ত্তন করেছেন। দণ্ডীর দশকুমারচরিতে "অনুরূপভর্ত্তৃগামিনীনাং চ বাসবদত্তাদীনাং বর্ণনেন গ্রাহয়াঽনুশয়ম্" এই অংশে যে বাসবদত্তার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটা স্বপ্নবাসবদত্তম্ নামক নাটকের বাসবদত্তাকেই বোঝান হয়েছে।

Rice-এর Mysore Inscriptions, (p. 111, Bangalore 1879) দেখা যায় 'In sabda a Panini, pandita, in niti Bhūsanacharya, in natya and other bharata Śāstrās Bharatamuni, in Kavya Subandhu .. thus is Vāma Śaktiyati truly described.' এই সব উদ্ধৃতি হতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা' প্রথম থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

সুবন্ধুর ব্যক্তিজীবনের কোন ইতিহাসই জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাব-কালও তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে। কেহ কেহ বলেন যে তিনি নাকি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন বররুচির ভাগিনেয়। অবশ্য এই সম্পর্কে বিশেষ কোন যুক্তি দেখা যায় না। কেবলমাত্র অনুক্রমণিকা শ্লোকগুলির মধ্যে 'বিক্রমাদিত্যো' কথাটীর উল্লেখটীকে কেন্দ্র ক'রে তাঁকে রাজা যশোবর্মণএর সমসাময়িক ও তৎসভাকবি বলা চলে না। তবে এইটুকু বোধহয় বলা চলে যে তিনি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অঞ্চলে কেবলমাত্র প্রকৃতির অন্তরঙ্গ হয়ে বহুকাল কাটিয়েছেন,' তিনি যেভাবে মাছ, তরু, লতা প্রভৃতির নাম অন্তরঙ্গতার সুরে বলেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি ছিলেন প্রকৃতিবিলাসী। তিনি রাজার, রাজকুমারের রাজান্তঃপুরিকাদের বর্ণনা করেছেন, তবে সেসবের মধ্যে শ্লেষানুবিদ্ধ সাধারণ মধ্যবিত্তগৃহেরই মহিমান্বিত (glorified) চিত্র দেখতে পাই। সে বিষয়ে তাঁর অন্তঃপুরচারিণীদের জ্ঞান বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলা চলে না। কিন্তু বিন্ধ্যাটবী বা কচ্ছোপান্তবনের বর্ণনায় শ্লেষপ্রবণতা থাকলেও বৃক্ষলতাদির নাম জানার জন্য তত্ত্বলিপ্সায় আগ্রহ থাকা চাই অথবা সেখানকার অধিবাসী হওয়া চাই।

বাসবদত্তার গল্প

'বাসবদত্তা' নামক কথার গল্প অতি অল্প। কুসুমপুরের রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু একদিন ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখলেন এক অদৃষ্ট-পূর্বা সুন্দরীকে। স্বপ্নে দৃষ্টা সেই কন্যাকে দেখে তিনি দ্বার রোধ করে বসে থাকলেন। কেউ আর তাঁকে দরজা খোলাতে পারেন না। শেষে তাঁর এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এসে বহু অনুরোধে দরজা খোলালেন। তার আগে অবশ্য কন্দর্পকেতুর মত দরজা দিয়ে বসে থাকলে দুষ্টজনেরা কি কথা বলতে পারে এবং দুষ্টব্যক্তির স্বভাব কিরূপ সে সম্পর্কে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হ'ল। (সম্ভবতঃ 'ক্বচিৎ খলাদের্বৃত্তকীর্ত্তনম্' এই আলঙ্কারিকোক্তির মূল এইটাই) পরে সেই বন্ধু মকরন্দ ও কন্দর্পকেতু স্বপ্নদেখা মেয়ের সন্ধানে ভ্রমণে বের হলেন। পরিশেষে বিন্ধ্যারণ্যে একটি গাছের তলায় নিশাযাপন করছেন এমন সময় এক শুকদম্পতীর কলহ ও শুকের সারিকার ক্রোধ-নিবারণ প্রসঙ্গে বাসবদত্তার বৃত্তান্ত শুনতে পেলেন। কন্দর্পকেতু জানতে পারলেন যে বাসবদত্তাও তাঁর মতই স্বপ্নে কন্দর্পকেতুর নামধাম জানতে পেরে বিরহে সংস্মরণীয়শোভা হ'তে চলেছেন। তাই দেখে তাঁর সখীরা তমালিকা নামক সারিকাকে কন্দর্পকেতুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছেন। সেই তমালিকা নিম্নের শাখায় এবং তরুমূলে কন্দর্পকেতু অবস্থান করছেন।

এই কথা জানামাত্র কন্দর্পকেতু মকরন্দ ও তমালিকা বাসবদত্তার ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁর সখীরা জানালেন অতিশীঘ্র সেখান থেকে চলে না যান তা'হলে বাসবদত্তার পিতা কন্যার বয়সাতিক্রম দোষের ভয়ে পরদিন সকালেই এক বিদ্যাধরের পুত্রের সহিত জোর ক'রে বিবাহ দেবেন।

এই কথা শুনে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে তিনি তৎক্ষণাৎ বাসবদত্তাকে নিয়ে পলায়ন করলেন। মকরন্দ পুরীর অবস্থা নিরূপণ করার জন্য থেকে গেলেন। কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তা দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে নিশাযাপন করার জন্য এক অরণ্যকুঞ্জে নেমে বসলেন এবং অতিশ্রান্ত থাকার জন্য ক্ষণকালেই উভয়ে নিদ্রিত হ'য়ে পড়লেন। সুপ্তোত্থিত কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে পাশে দেখতে পেলেন

না এবং সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যান্ত সমুদ্রতীরে উপস্থিত হ'য়ে জলে প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হ'তে আকাশবাণী শোনা গেল এই মর্মে যে তিনি যেন প্রাণত্যাগ না করেন ; অচিরেই বাসবদত্তার সঙ্গে তাঁর মিলন হবে।

এই কথা শুনে, তিনি পুনর্বার বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটী পাথরের প্রতিমা দেখিতে পেলেন এবং বাসবদত্তার সহিত অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকায় তিনি মমতা ভরে সে প্রস্তরপুত্তলিকা স্পর্শ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেটী মানুষী মূর্ত্তিতে বাসবদত্তারূপে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

পরে বাসবদত্তা জানাইলেন যে তাঁর আগেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আর্য্যপুত্রের জন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করার জন্য বনে কিছু দূর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই দল ব্যাধ তাঁকে ধরার জন্য মারামারি করে সকলে মরে গেল। যেখানে এত মারামারি হ'লো সেই স্থানটী আসলে ছিল একটী আশ্রম, এবং আশ্রমের মুনি ছিলেন তখন অনুপস্থিত। তিনি সেই মুহূর্ত্তে সেখানে এসে যোগদৃষ্টিতে সকল প্রত্যক্ষ ক'রে বাসবদত্তাকে এই মারামারির কারণ স্থির করে—অভিশাপ দিলেন যে সে যেন 'শিলাময়ী পুত্রিকাতে পরিণত হয়'। বাসবদত্তা অনেক অনুনয় করায় শেষে তিনি বলেন যে আর্য্য কন্দর্পকেতু, যদি কোনদিন সেই প্রস্তরমূর্ত্তি স্পর্শ করে তাহলে সেই মূর্ত্তি পুনরায় প্রাণবতী হবে।' এই হল বৃত্তান্ত। ইতিমধ্যে মকরন্দ এলে তাঁরা নিজপুরে গিয়ে দীর্ঘকাল সুখে কাটালেন।

বাসবদত্তার বিষয়বস্তু স্থাপন প্রণালী

নিরাভরণ এই কাহিনীকে নানা অলঙ্কারে মণ্ডিত করে সুবন্ধু বাসবদত্তাকে কালের নিষ্ঠুর কবল থেকে রক্ষা করেছেন, নিজেও রক্ষা পেয়েছেন। 'বাসবদত্তা' নামটী সংস্কৃত-সাহিত্যে অতিপরিচিত। তার নামের সঙ্গে স্বপ্নের যোগও প্রসিদ্ধ। নাট্যকার ভাস তাঁর নাটক লিখেছেন 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' যা নাকি আগুনও পোড়াতে পারে নাই। কিন্তু এই কথাতে স্বপ্ন একটী নয়, দুইটী আছে, যুগপৎ নায়ক-নায়িকা দেখেছেন। বাসবদত্তা নামে এক রাজকুমারীও আছেন, কিন্তু

'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের সঙ্গে আর কোন মিল নাই। 'বৃহৎকথা' যদি সত্যিই বৃহৎ হয়ে থাকে তাহলে বাসবদত্তাকে অবলম্বন করে গ্রন্থের দুই অংশে দু'টী আখ্যান অবশ্যই থাকাতে এবং যেটি বেশি চিত্তাকর্ষক সেইটীই মাত্র ভাসপ্রমুখ কবিরা গ্রহণ করেছেন। তৎকালে সম্ভবতঃ অখ্যাতনামা সুবন্ধু দ্বিতীয় বাসবদত্তার উপাখ্যানটী অবলম্বন করেছিলেন; হয়ত' বা পদ্য বা নাটকের বাঁধা সড়কে সেইজন্যই না চলে, তিনি চলেছেন গদ্যের অবৈধেয় পথে।

সেইজন্যই বোধহয় সুবন্ধু এক অতিসাধারণ গল্পকে অছন্দোবদ্ধ মহাকাব্য করে তুলবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুবিধাও পেয়েছেন অবারিত। ছন্দের গণমাত্রার প্রহরার হাত এড়াতে পেরেছেন। বস্তুস্থাপন পদ্ধতি তাঁর অতাব সরল। প্রথমে রাজা তারপর রাজকুমার। রাজা বড় গুণবান্ না রাজকুমার বড় গুণবান্ তার নির্ধারণ দুঃসাধ্য। দরকারও নেই। তারপর স্বপ্নে নায়িকার বর্ণনা। সে বর্ণনা ছন্দোবদ্ধ কাব্যে থাকলে সুবন্ধুকে নিন্দিত হ'তে হ'ত। এখানে শ্লেষ যেন নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের বিপণীপথ খুলে দিতে লাগল। এই রকমে প্রতিটী নূতন বিষয় উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলির একটী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্লেষ তার বাহন। কিন্তু এই বাহনের উপর কখনও উপমা, কখনও পরিসংখ্যা, কখনও বিরোধাভাস, কখনও অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক, এইসব অলঙ্কার চাপিয়েছেন। সম্ভবতঃ সেইজন্যই দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন

শ্লেষ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্

সুবন্ধু প্রথমে শ্লেষের সাহায্যে উপমা, ঠিক তার পরেই শ্লিষ্টোপমার সহিত শ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য—"কৃষ্ণ ইব কৃতবসুদেবতর্পণো, নারায়ণ ইব সৌকর্য্যসমাসাদিত-ধরণিমণ্ডলঃ" ইত্যাদিতে কেবল সামান্যধর্ম শ্লিষ্ট; তাহার পর "জলনিধিরিব বাহিনীশতনায়কঃ সমকরপ্রচারশ্চ" এখানে শ্লিষ্টোপমা আবার অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যটীও শ্লিষ্ট। তারপরে বর্ণনা চলে কিছুক্ষণ শ্লেষমুখে বিরোধাভাস যেমন "বিদ্যাধরোঽপি সুমনা, ধৃতরাষ্ট্রোঽপি গুণপ্রিয়ঃ" ইত্যাদি এইভাবে প্রথম বাক্যটী শেষ হ'লে, বাক্যের কর্ত্তা যদি কোন মানুষ হয়,

তাহলে, 'যস্মিন্ চ শাসতি' ইত্যাদি সতিসপ্তমীর সাহায্যে বাক্যারম্ভ ক'রে শ্লেষান্বিত পরিসংখ্যা অলঙ্কারের দ্বারা বর্ণনা, তারপর আবার বিরোধাভাস। আবার শব্দত্রয় ঘটিত শ্লেষালঙ্কার ও অধিকাররূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার। তারপর আবার শ্লিষ্টোপমা। ইহার পর 'যস্য' দিয়া বাক্যারম্ভ ক'রে প্রায় আগের মতই শ্লেষান্বিত অলঙ্কারাবলীর পুনঃপুনঃ উদয় হতে থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনা 'যম্', 'যেন', 'যস্য', 'যস্মৈ', 'যস্মিন্' প্রভৃতি দিয়ে বাক্য আরম্ভ ক'রে, শ্লিষ্টোপমা, পরিসংখ্যা, বিরোধাভাস ও শব্দদ্বয়ঘটিত শ্লেষ, শব্দত্রয়ঘটিত শ্লেষের দ্বারা উপমা বা রূপকের আধিক্য বর্ণিত হয়েছে।

'যস্য' 'যস্মিন্' ইত্যাদির বর্ণনা যদি কোথাও না থাকে তাহলেও শ্লেষানুপ্রাণিত উপযুক্ত অলঙ্কারের উপর্য্যুপরি উপস্থিত থাকিবেই। বিষয়বস্তু স্থাপন এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার রীতি সুবন্ধু গ্রহণ করেন নাই। বিষয়বস্তু যেমন তির্য্যকগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, ঠিক তেমনই ভাষাও উপর্য্যুক্ত অলঙ্কার মণ্ডিত হয়ে উপস্থাপিত হ'তে থাকে।

বাসবদত্তার ভাষা

বাসবদত্তার ভাষা শ্লেষান্বিত হওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর সহজ ও সরল। বাসবদত্তার প্রলাপ, মকরন্দের আশ্বাস, সন্ধ্যায় দূতীজনের ব্যাজোক্তি, পুরাঙ্গনাদের পারস্পরিক আলাপ, অপরাহ্ণে নানাজনের নানাধরণের আলাপ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে গল্প বলার ক্ষমতা যে সুবন্ধুর ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না। এমনকি শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।

অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধায়ঃ॥ এই পরিগণিত দশগুণেরই সন্ধান এই কাব্যে পাওয়া যাবে। আবার তেমনই 'ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্‌গদ্যস্য জীবিতম্' এই গুণও পাওয়া যাবে বিন্ধ্যাটবীর বর্ণনায়, শরদ্বর্ণনায়, বাসবদত্তাকৃতযুদ্ধবর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া। এইজন্য মনে হয় এই বাসবদত্তা নামক কাব্যের রীতি বা রচনা পদ্ধতিকে গৌড়ী না বলে বৈদর্ভীই বলা উচিত। যদিও বহু সাহিত্যশাস্ত্রী বাসবদত্তাকে গৌড়ীপদ্ধতিতে লিখিত হ'য়েছে

ব'লে মতপোষণ করেন। অসুবিধার কথা হচ্ছে এই যে 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি' এই ন্যায়ের অনুসারে নাম হওয়া উচিত অথচ যে দশগুণের নাম করা হ'ল্লো সেগুলির কোনটীরই প্রাধান্য নাই, থাকা সম্ভবও নয়, কারণ উদারতা ও কান্তি, শ্লেষ এবং গাঢ়বন্ধসমত্ব এবং সুকুমারতা একত্র থাকা সম্ভব নয়, সমাধিও অর্থব্যক্তির মধ্যেও কিঞ্চিদধিক পরস্পর বিরোধিতা আছে, অন্ততঃ যেমনভাবে দণ্ডী গুণগুলির বিচার করেছেন।

এখানে এক একটী গুণের উদাহরণ দেওয়া যাক্ :

শ্লেষ—জনিতযশোদানন্দসমৃদ্ধিরানকদুন্দুভিরিব

এখানে বর্গীয় প্রথম তৃতীয় বর্ণের পদাপতনবশতঃ শৈথিল্য আসছিল, কিন্তু 'ন্দ' 'দ্ধি' এই সংযুক্ত বর্ণদ্বয় শৈথিল্যকে নিবারণ ক'রে অস্পৃষ্টশৈথিল্য ক'রে দিল।

প্রসাদ-ইত্থং নাস্তি বাগবসবঃ পূর্বতনরাজসু। স পুনরন্য এব দেবো ন্যক্কৃতসর্বোর্বীপতিচরিতঃ। এখানে এমন একটী শব্দও নাই যার জন্য প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ধারণ ক'রে বাক্যার্থবোধ করতে হবে।

সমতা—কামদারুণ-মদারুণনেত্রা স্মরময়ম্ রময়ন্তং ভবন্তং

মদয়ন্তী পরমকমি তারং পরমকতিরাং বাঞ্ছতি।

এখানে 'সমং বন্ধেষ্ববিষমম্' এই লক্ষণ মৃদুবন্ধে আরম্ভ মৃদুবন্ধে শেষ, বিকটবন্ধে আরম্ভ ও বিকটবন্ধান্ত, এবং মিশ্রবন্ধারম্ভ ও সেই বন্ধেই শেষ হয়েছে কিনা অনায়াসেই যে কেউ পরীক্ষা করতে পারেন।

মাধুর্য্যম্—শ্রুত্যনুপ্রাস ও অগ্রাম্যতা এই দুটীতে পাওয়া যায় নিশাশেষ বর্ণনা বা চন্দ্রোদয় বর্ণনায় এই দুইটী বাহুল্য দেখা যায়।

সুকুমারতা। দণ্ডীর মতে বিকটাক্ষর বা দুঃশ্রবসংযুক্তাক্ষরের অভাবই সুকুমারতা—'যস্য চ বিপুবর্গঃ সদা পার্থোঽপি ন মহাভারতরণযোগ্যঃ,

ভীষ্মোঽপ্যশান্তনবে হিতঃ, সানুচরোঽপি ন গোত্রভূষিতঃ।'

এখানে কোন বিকটাক্ষর বা দুঃশ্রবসংযুক্ত বর্ণাঢ্যতা আছে এমন কথা বলা চলে না। সুতরাং সৌকুমার্য্য আছে। বস্তুতঃ সৌকুমার্য্য যদি একেই বলা চলে তাহলে সৌকুমার্য্যের জন্য বাসবদত্তা প্রখ্যাত।

অর্থব্যক্তি। দণ্ডী মতে 'অনেয়ত্বমর্থস্য' অর্থাৎ অনুল্লিখিত শব্দের অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করতে হবে না যেখানে সেখানে অর্থের ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্ততা আছে।

"স চন্দ্র ইব ক্ষণদানন্দকরঃ কুমুদবনবন্ধুঃ সকল কলাকুলগৃহং নতারাতিবলঃ। এই বাক্যে অর্থব্যক্তি স্পষ্ট।

উদারতা—বাসবদত্তা ভবনের বর্ণনায় দণ্ডিউল্লিখিত উদারতার অভাব নাই।

ওজঃ—সমাসভূয়স্ত্ব। তার অভাব নাই যুদ্ধবর্ণনায়, বিন্ধ্যাটবীবর্ণনায় বা নিশাশেষাদিবর্ণনায়।

কান্তি—বার্তা ও অভিধান উভয়ই মনোজ্ঞভাবে দেখা যায় শুকসারিকার কথোপকথনে, পুরাঙ্গনাদের বাকচারিত্রে।

সমাধি—একের ধর্ম অন্যের উপর আরোপ করার ব্যাপারে সুবন্ধু সিদ্ধহস্ত। "কজ্জলব্যাজাদুদ্বমৎসু, কামিমিথুননিধুবনলীলাদর্শনার্থমিবোদ্গ্রীবিকাশতদানখিন্নেষু"—এইসব ক্ষেত্রে উদ্বমৎসু, উদ্গ্রীবিকাশতদানখিন্নেষু ইত্যাদি পদের অর্থ যে ধর্মকে বোঝায় তাকে না বুঝিয়ে অন্য ধর্মকে বোঝাচ্ছে।

উপর্যুক্ত সকল উদাহরণই সুবন্ধুর বাসবদত্তার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সুতরাং এই মতে সুবন্ধুর রচনারীতি নিশ্চয় বৈদর্ভী।

সমাসা, অসমাসা, দীর্ঘসমাসা এই নীতি অনুসারে সুবন্ধুকে প্রধানতঃ সমাসান্বিত পদপ্রয়োগের পক্ষপাতী বলতেই হয়। দুয়েক জায়গায় তিনি দীর্ঘতর সমাস প্রয়োগ করেছেন সত্য, কিন্তু সেসব স্থল অপেক্ষাকৃত কমই বলা চলে। অল্প সমাসযুক্ত পদব্যবহার জন্য যদি তাঁকে বৈদর্ভীরীতির অনুবর্তী বলতে হয়, তাহলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

তবে প্রধানতঃ বলা হয় সুবন্ধু রসানুগ বাগ্ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। নিশাশেষ বর্ণনায় তিনি তাঁর কবিত্বের সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর

রচনার প্রতিপদে চলেছে শৃঙ্গাররসের অনুষঙ্গ, নিশাশেষ 'ত' নয় রতিবিলাপ। আবার অপরাহ্নের বৃদ্ধগণের শিশুভোলান' কথায় তেমনই বর্গপ্রথম-বর্ণবাহুল্য, গ্রাম্যতরুণদের পরিচারিকাদের সঙ্গে রহস্যালাপের ঝাঁঝ ও তেমনই সমাসচ্ছটায় অনুভূত হয়, অটবীর ভয়ঙ্করতা স্যাঁতস্যাঁতে কচ্ছোপাস্তের বর্ণনা; যুদ্ধের বর্ণনাতেও তেমন সমাসের দাঢ্য বর্ণকাঠিন্য অনুভূত হয়। সোজা কথায়, সমাস চলেছে বর্ণনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। বিষয়বস্তুর সংস্থাপন ও বর্ণনায় উচ্চারণ-সঙ্গতিই 'বাসবদত্তা' গ্রন্থকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সুবন্ধুর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতির প্রত্যাশী ছিলেন না। ভাষার উপর কতখানি দখল থাকলে এমন শ্লেষময় গদ্যকাব্য রচনা করা যায়, যে তাহা ভেবে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

শেষ কথা। সুবন্ধু প্রত্যক্ষর শ্লেষময়তার জন্য কেন গর্ববোধ করেছেন। গল্প তাঁর ছোট। কিন্তু বলার কথা তাঁর অনেক। কেমন করে তিনি ধরে রাখবেন পাঠকের মানসিকতাকে। সুবন্ধু তাঁর পাঠকদের চিনতেন। জানতেন যে তারা শ্লোকের অন্যতম অর্থটুকু নিষ্কাশন পর্য্যন্ত না করে শ্লোকান্তরে যান না; পাছে তাকে কেউ অসহৃদয় বলে। সুতরাং তিনি নির্ভয়ে প্রত্যক্ষরশ্লেষ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। শ্লেষের অনুষঙ্গপ্রায়শঃই গভীর কোন পৌরাণিক, বৈয়াকরণ বা কাম শাস্ত্রের তত্ত্ব। যে রতিভাবকে তিনি শ্লোকে আনতে পারলেন না; তিনি তাকেই আনলেন "পুনঃপুনঃ অনুসন্ধানাত্মা" যার কারণ সেই "অনুভবসাক্ষিকজাতিবিশেষ" যা নাকি "অলৌকিকাহ্লাদজনক-চমৎকার" বা রস।

কাদম্বরী ও বাসবদত্তার রচনাশৈলীর তুলনা

কাদম্বরীর কবির বিষয়বস্তুসংস্থাপনপ্রণালী বাসবদত্তার রচয়িতা অপেক্ষা উন্নততর। কিন্তু একথাও স্বীকার্য্য যে বর্ণনীয় বিষয়কে দ্রৌপদীশাড়ীর মত করাতে আর যাই যাক পাশ্চাত্ত্যপাঠকের 'Suspense নামক চাহিদাটী মেটাতে পারে না। বাণ ও সুবন্ধু উভয়েই গদ্যাকারে কাব্য লিখেছেন, ক্ষীণসূত্রাকারে

আছে গল্পটী। বাণ এক গল্পের টানে আরেক গল্প, একজন্ম হইতে অন্যজন্মের ঘটনার জাল বুনে গেছেন ; কাব্যান্তে পৌঁছানোর কোন দায়িত্বই যেন নাই। কিন্তু সুবন্ধু গল্পবলতে বসেছেন এবং যথাসাধ্য অলঙ্কারে সাজিয়ে গল্পটী শেষ করেছেন। এই দিক থেকে পরিমিতিবোধ এবং তির্য্যগ্‌গামিতা তাঁর কথার একটী গুণ। Sense of suspense কে তিনি একেবারে নষ্ট করে দেন নাই।

এক একটী বিষয় বর্ণনার বেলাতেও সুবন্ধুর নিকট বাণের ঋণ অস্বীকার করার উপায় নাই। সেই শ্লেষ, সেই শ্লেষান্বিত পরিসংখ্যা, বিরোধাভাস, উপমা, পর্য্যায়ক্রমে আসতে থাকে। সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই একই বর্ণনার ধারা। কোন নূতন লোক, কোন নগর কোন অরণ্য, কোন জীর্ণ সন্ন্যাসী, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, যাই হোক না কেন, নূতন কিছু উপস্থিত হলেই পাঠকের বুক কাঁপতে থাকে এই বুঝি সেই বুদ্ধির কসরৎ সুরু হবে।

সুবন্ধু মানুষকে যেমন কাছে থেকে দেখেছেন তেমন কাছে থেকে যেন বাণ দেখেন নি। সেইজন্য পাশাপাশি এই দুটী কথা পড়তে গেলে মনে হয় সুবন্ধু যেন গাঁয়ের ছেলে, বাণ যেন অজ্ঞাতবংশায়। উভয়েই জগৎ দেখেছেন, দেখার চোখ গেছে ভিন্ন হয়ে।

তবে বাণের মধ্যে যে পরিমিতিবোধ আছে, সুবন্ধুর তা' নেই। সুবন্ধু শ্লেষ ছাড়তে জানেন না ; বাণ জানেন। চন্দ্রাপাড়ের বিদ্যা বা বিদ্যায়তনের বর্ণনায় তিনি শ্লেষ যথাসম্ভব পরিহার ক'রে আদর্শ বিদ্যায়তনের যে ছায়া তাঁর মনে-ছিল তারই বিবরণ দিয়েছেন।

সুবন্ধু সর্বশুদ্ধ তিনটী চরিত্র প্রধানভাবে গঠন ক'রেছেন। কিন্তু কেউই তারা জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। হয়ত' এই সব মানুষকে তিনি কাছে থেকে দেখেনই নি। বাণ রাজসভায় ছিলেন, কিন্তু সত্যিকার মানুষ তিনি একটীও আঁকেন নাই। কল্পলোকের মানুষ নিয়ে তার কারবার। একমাত্র মহাশ্বেতার মধ্যে বোধ হয় তাঁর বহুদেখা বৈধব্যের পবিত্রতার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, যার জন্য এখানে শব্দ ও অর্থ অহমহমিক ভাবে মহাশ্বেতার স্বরূপটী বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল।

সুবন্ধু ও বাণের রচনাশৈলীর বিষয় বলতে গেলে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই আলোচনা। বাণ সুবন্ধুর রচনাপদ্ধতি অনুকরণ করেছেন, এমনকি বেশ কিছু শ্লেষও অপহরণ করেছেন, যেমন, "দশরথ ইব সুমিত্রোপেতঃ," জরাসন্ধ ইব ঘটিতসন্ধিবিগ্রহঃ', 'মহাভারত এব দুঃশাসনরক্তাক্ত' ইত্যাদি। তথাপি আমাদের বলতেই হয় যে শব্দের মন্দমধুর গাম্ভীর্যের ও মাধুর্যের মধ্যে যে কাব্যাস্বাদ লুকিয়ে আছে তার সন্ধান বাণই পেয়েছিলেন, সুবন্ধুর কর্ণ লোচনাস্বাদ্য হলেও লোচনদৃষ্ট পদার্থসৌন্দর্য কর্ণ-গ্রাহ্য সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করতে পারে নি। বাসবদত্তা ও কাদম্বরীর প্রথম পঙ্‌ক্তিটিই ধরা যাক ঃ

বাসবদত্তা ঃ অভূদভূতপূর্বঃসর্বোর্বীপতিচক্রচারুচূড়ামণিশাণ-কোণকষণ নির্মলীকৃতচরণনখমণিনৃসিংহ ইব = 52 mora ;

কাদম্বরী ঃ আসীদশেষনরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপর চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা = 62

দুটী উদ্ধৃতাংশ হতে বোঝা যায় যে কে ওস্তাদ গায়ক। হ্রস্বদীর্ঘমাত্রার লহরা সুরু হয়ে যাচ্ছে বাসবদত্তাতে কিন্তু কাদম্বরীতে যেন মন্থরমধুর দীর্ঘস্বরের বৈঠকী আমেজ আছে। বক্তব্য এক কিন্তু বাচনভঙ্গীর বিভিন্নতায় 'প্রতিভা' ধরা পড়ে যাচ্ছে। সেই বাচনভঙ্গীর শেষ কথা জানাকথাকে অজানারূপে সাজানো। বাণভট্ট গদ্যকারের জগতে 'পাকশাসনইবাপরঃ' সুবন্ধু 'আনকদুন্দুভিরিব কৃতকার্য্যঃ' ।

॥ শ্রীঃ ॥

বাসবদত্তা

—*—

মূলঃ—

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতযঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥ ১ ॥
'খিন্নোঽসি, মুঞ্চ শৈলং, বিভৃমো বয়'মিতি বদৎসু শিথিলভুজঃ।
ভরভুগ্নবিততবাহুষু গোপেষু হসন্ হরির্জয়তি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ—(গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য গ্রন্থকার সুবন্ধু ইষ্ট-দেবতার স্মরণ করিতেছেন। 'আশীর্নমস্ক্রিয়া বাপি তন্মুখম্' এই আলঙ্কারিক-দের নির্দ্দেশ এখানে রহিয়াছে।)

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কবিগণ যাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত সংসারকে হাতের তালুর উপর বদরফলের (=কুলের) মত দেখিয়া থাকেন সেই দেবী সরস্বতী জয়লাভ করেন (সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন)। (হাতের বদরফল যেমন ভালভাবে দেখা যায়, তেমনই সংসারের সমস্ত রহস্য কবিদের নিকট প্রতিভাদৃষ্টিতে প্রতিভাত)।১।

'ক্লান্ত হ'য়েছে, (গোবর্ধন) পর্বত ছেড়ে দাও, আমরা ভার বহন করছি,' এই কথা বলায় যিনি বাহু শিথিল করা মাত্র গোপগণের বাহু ভারে বক্র হওয়ায় (তাহা দেখিয়া) হাসিতে হাসিতে হরি জয়লাভ করেন ॥ (বদৎসু গোপেষু—ভাবে সপ্তমী। বদৎসু—ক্রিয়ালক্ষণ বুঝাইতে শতৃপ্রত্যয়।) ॥২॥

কঠিনতরদামবেষ্টনলেখাসন্দেহদায়িনো যস্য।
রাজন্তি বলিবিভঙ্গাঃ স পাতু দামোদরো ভবতঃ ॥ ৩ ॥
স জয়তি হিমকরলেখা চকাস্তি যস্যোময়োৎসুকান্নিহিতা।
নয়নপ্রদীপকজ্জলজিঘৃক্ষয়া রজতশুক্তিরিব ॥ ৪ ॥

সাধুপ্রশংসা

ভবতি সুভগত্বমধিকং বিস্তারিতপরগুণস্য সুজনস্য।
বহতি বিকাশিতকুমুদো দ্বিগুণরুচিং হিমকরোদ্দ্যোতঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহার ত্রিবলী (পেটের খাঁজ) রজ্জুদ্বারা শক্তভাবে (কষি টানার) বাঁধার দাগের সন্দেহ জন্মায় সেই দামোদর (কৃষ্ণ) আপানাদের রক্ষা (বা পালন) করুন। (কৃষ্ণের পেটে পরপর তিনটি বলিরাখা আছে। হঠাৎ সেগুলি দেখিলে মনে হয় যেন বসন শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধার ফলে দাগ পড়িয়া গিয়াছে।) ॥৩॥

যাঁহার (মস্তকে) চন্দ্রকলা (যেন) (তৃতীয়) নয়নরূপ প্রদীপের (শিখার) উপর কাজল ফেলার জন্য খেলাচ্ছলে উমার ধরা রূপার পাতের মত শোভা পায়, সেই তিনি (শিব) জয়লাভ করেন (সর্বশুভ বিতরণ করেন)। (মেয়েরা প্রদীপ-শিখার উপর রূপার পাত ধরিয়া কাজল তৈয়ারী করেন। উমা যেন সেইরূপ কাজল ফেলার চেষ্টা করিতেছেন। এখানে শিবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়নটি প্রদীপ, এবং চাঁদের কলাটী যেন একটি রূপার পাত। এইজন্যই কবির এই কল্পনা। এখানে প্রথম পাদদ্বয়ে উৎপ্রেক্ষাবাচকের উল্লেখ না থাকায় প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা ও নয়ন ও প্রদীপের অভেদারোপে রূপক অলঙ্কার) ॥৪॥

(সজ্জনপ্রশংসা ও দুর্জ্জননিন্দা প্রায়ই কথা নামক গদ্যকাব্যের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সেইজন্য দুর্জ্জননিন্দা, সাধু প্রশংসা করা হইতেছে।)

অপরের গুণাবলী যিনি বিস্তার করেন সেই সুজনের সৌভাগ্য (পূর্ব হইতে) অধিকতর হয়। চন্দ্রের কিরণ কুমুদবিকাশ করিয়া দ্বিগুণশোভা ধারণ

দুর্জ্জননিন্দা

বিষধরতোঽপ্যতিবিষমঃ খল ইতি ন মৃষা বদন্তি বিদ্বাংসঃ।
যদয়ং নকুলদ্বেষী সকুলদ্বেষী পুনঃ পিশুনঃ ॥ ৬ ॥
অতিমলিনে কর্ত্তব্যে ভবতি খলানামতীব নিপুণা ধীঃ।
তিমিরে হি কৌশিকানাং রূপং প্রতিপদ্যতে চক্ষুঃ ॥ ৭ ॥

করে। (এখানে সুজনকৃত পরগুণপ্রচার চন্দ্রের কুমুদবিকাশের মত।' বাক্যদ্বয় পরস্পর নিরপেক্ষ কেবল 'ধর্ম্মগত সাদৃশ্য-রূপ সম্বন্ধে এই বাক্যদ্বয় বাঁধা আছে সুতরাং দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। অথবা, সুজনকৃত পরগুণবর্ণনরূপ সামান্য চন্দ্রকৃত—কুমুদবিকাশরূপ-বিশেষ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, অতএব অর্থান্তরন্যাস।) ॥৫॥

বিদ্বদ্‌বৃন্দ যে বলেন বিষধর (সর্প) অপেক্ষাও খল (হিংসুক) পুরুষ অধিকতর ক্রূর তাহা মিথ্যা নয়। কারণ, এইটি (সর্প) নকুলের (বেজীর) শত্রুতা করে, খল আবার (অপরাধির) সবংশ ক্ষতি করে। (এখানে 'কুল' কথাটী দুইক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া দুর্জ্জনের ব্যবহাররূপ সামান্য সর্পের ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং এখানে সভঙ্গশ্লেষ ও অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার একত্রে মিশিয়া সংকর অলঙ্কার হইয়াছে। সর্পাপেক্ষা দুর্জ্জনের আধিক্য বুঝাইতেছে বলিয়া ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনিও এখানে উপলব্ধ হয়) ॥৬॥

অতিনিন্দনীয় কাজে দুর্জ্জনের বুদ্ধি অতীব নিপুণ। পেচকের চোখ অন্ধকারেও (দ্রষ্টব্য) বিষয়গ্রহণ করে (অর্থাৎ, দেখিতে পায়)। (পেচক যেমন দিনে যখন আলো থাকে তখন দেখে না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে দেখিতে পায়; তেমনই ভাল কাজের বেলা খলের বুদ্ধি স্ফুরিত হয় না বটে, কিন্তু মন্দ কাজ করার সময় তাহাদের বুদ্ধি বেশ স্ফুরিত হয়। বাক্যদ্বয়ের অর্থের সাদৃশ্য থাকায় এখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। ॥৭॥

বিধ্বস্তপরগুণানাং ভবতি খলানামতীব মলিনত্বম্।
অন্তরিতশশিরুচামপি সলিলমুচাং মলিনিমাঽভ্যধিকঃ ॥৮॥
হস্ত ইব ভূতিমলিনো যথা যথা লঙ্ঘয়তি খলঃ সুজনম্।
দর্পণমিব তং কুরুতে তথা তথা নির্মলচ্ছায়ম্ ॥ ৯ ॥

যে সব দুর্জ্জন অপরের গুণ (নিন্দা দ্বারা) কলুষিত করে, তাহাদের অতীব কলঙ্ক হয়। চন্দ্রের কিরণাবলীকে ঢাকিয়া ফেলে যে মেঘ তাহার কৃষ্ণতা গাঢ়তরই হয়। (অলঙ্কার পূর্ববৎ) ॥৮॥

(নিজের) কাজের জন্য মলিন দুর্জ্জন যেমন যেমন সজ্জনের নিন্দা করে তেমনি সেই সজ্জনের যশ উজ্জ্বলতর করে যেমন ভস্মমাখা হাত যেমন যেমন আয়নাকে ঘর্ষণ করে, আয়নার ঔজ্জ্বল্যও বৃদ্ধি পায়। (ভূতি=(1) ভস্ম বা ছাই ; (2) কর্মকৌশল। তাহার জন্য মলিন, ভূতিমলিন। ইহা হস্ত ও দুর্জ্জন উভয়েরই বিশেষণ। ঘর্ষণের দ্বারা অপরের ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি করা-রূপ কাজটী এখানে ছাইমাখা হাত ও দুর্জ্জনের মধ্যে সামান্যধর্ম রূপে কাজ করিতেছে। সুতরাং এখানে উপমা অলঙ্কার হইয়াছে।) ॥৯॥

সা রসবত্তা বিহতা, নবকা বিলসন্তি, চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥ ১০ ॥

কবিগণসহ বিদ্যমান (রাজা) বিক্রমাদিত্য কীর্ত্তি অর্থাৎ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে (অর্থাৎ যশঃ মাত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে) (তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে) সেই রসবত্তা অর্থাৎ সহৃদয়তা অন্তর্হিত হইল ; যেমন সরোবর নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে (অর্থাৎ, মজিয়া শুকাইয়া গেলে কেবল সরোবর নামটী অবশিষ্ট থাকিলে) সারসত্তাও (=সারস+মতুপ্ =সারস পক্ষীর সংযোগ অর্থাৎ সারস উপবিষ্ট থাকিলে সরোবরটি সারসবান্ হয়, এবং সারসবৎ+তল্ = তাহার ভাব হয় সারসবত্তা) অন্তর্হিত হয়। নূতন নূতন (ভোগ পরায়ণ বলিয়া)

কুৎসিত রাজা বিলাস করিতেছেন। (এই অবস্থায়) কাহাকে আশ্রয় করিবে (অর্থাৎ, কোন কবি কোন রাজার কাছে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যাইবে)?

টীকা—রসন্তি অর্থাৎ কাব্যসৃজনালোচনায় প্রমুদিত হইয়া থাকেন যাঁরা এই অর্থে রস্ + ক্বিপ্ = রস্ = কবি বা সহৃদয়। রসৃভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ যঃ সঃ সরস্ = সহৃদয় বা কবিগণের সহিত বিদ্যমান। সরস্ + ৭ম্য ১ বচন = সরসি + ইব = সরসীব (সহৃদয়ের সঙ্গে থাকিলে যেমন)। সরস্ = সরোবর। সরসি = ভাবে সপ্তমী—সরসি কথাটি সুতরাং শ্লেষযুক্ত। শ্লোকের শেষার্ধে শ্লেষানুপ্রাণিত পূর্ণোপমা। সরসি = উপমান; বিক্রমাদিত্যে = উপমেয়; সামান্য ধর্ম = কীর্ত্তিশেষগমনম্, ঔপম্যবাচক = ইব।

সারসবত্তা কথাটিতে সভঙ্গশ্লেষ হইয়াছে। রাজপক্ষে কথাটিকে ভাঙ্গিয়া দুইটি শব্দ করিতে হইবে: 'সা রসবত্তা' অর্থাৎ সেই রসবত্তা। রসবত্তা অর্থাৎ কাব্যাস্বাদগ্রাহিতা। সরোবরপক্ষে, সারসবত্তা অর্থাৎ সারস নামক জলচর-পক্ষিযুক্ততা।

নবকাঃ = নব + কন্ কুৎসিতার্থে। ইহা ইদানীংতন নবীন রাজগণকে বুঝাইতেছে। ভোগপরায়ণতার জন্য তাহাদের নিন্দা করা হইতেছে বলিয়া কুৎসিতার্থে কন্ প্রত্যয় করা হইয়াছে।

কঙ্কঃ = মহাবক। নবকা বিলসন্তি = বকাঃ ন বিলসন্তি = বিক্রমাদিত্যে = সূর্য্যের মত দীপ্তিমান্ ও (জলচর) বিহগসমূহের সঞ্চারযুক্ত* (সরোবরে) এইরূপ অর্থও করা চলে। বি = পক্ষী, বীনাংক্রমঃ যস্মিন্ সঃ, বিক্রমঃ = বিহগসঞ্চারযুক্ত। আদিত্য কথাটি লাক্ষণিক। ইহার অর্থ হইবে আদিত্যের মত দীপ্তিযুক্ত। অতএব কেবল সরোবরপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে শ্লোকটির অন্বয় হইবে:—বিক্রমাদিত্যে সরসি ভুবি কীর্ত্তিশেষং গতবতি সারসবত্তা বিহতা, বকাঃ ন বিলসন্তি, কঙ্কঃ ন চরতি। ইহার বাংলা হইবে (জলচর) পক্ষি-সঞ্চারযুক্ত সূর্য্যের মত দীপ্তিমান্ সরোবর (জল শুষ্ক হইয়া গেলে) পৃথিবীতে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে সেখানে সারসযুক্ততা থাকে না, বকসমূহও বিরাজ করে না, মহাবকও বিচরণ করে না।) ॥ ১০ ॥

অবিদিতগুণাঽপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাঽপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥ ১১ ॥
গুণিনামপি নিজরূপপ্রতিপত্তিঃ পরত এব সম্ভবতি।
স্বমহিম-দর্শনমক্ষ্ণোর্মুকুরতলে জায়তে যস্মাৎ॥ ১২ ॥

মহাকবিগণের সূক্তিতে (মাধুর্য্যাদি কি কি) গুণ আছে তাহা না জানা থাকিলেও তাহা কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে। সুগন্ধ আঘ্রাত না হইলেও মালতী-মালা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। মহাকবিদের বাণীর মধুধারা বর্ষণ ও দৃষ্টিহরণ এই ধর্ম দুইটি এক নয়, কিন্তু উহাদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য (যেরকম সাদৃশ্য থাকে কায়ার সঙ্গে আয়নায় প্রতিফলিত ছায়ার। ছায়া কায়া এক নয়, তেমনি সাদৃশ্য) আছে ; উপরন্তু বাক্যদ্বয়ঘটিত হওয়ায় এখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥১১॥

সাধুগণেরও নিজরূপের জ্ঞান পরের নিকট হইতে লাভ করিতে হইতে পারে, যেহেতু নয়নযুগলের ও নিজের মহিমার (বিশালতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি) দর্শন দর্পণতলেই হয়।

সামান্যকে বিশেষদ্বারা সমর্থন করায় এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে ॥ ১২ ॥

সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।
প্রত্যক্ষর-শ্লেষময়-প্রবন্ধ-বিন্যাস-বৈদগ্ধ্য-নিধির্নিবন্ধম্॥ ১৩ ॥

সজ্জনের একমাত্র বন্ধু সুবন্ধু, যাঁহাকে সরস্বতী বরদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি প্রতি অক্ষরে শ্লেষের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ যে বিষয়বস্তু তাহার বিন্যাসের জন্য যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল, তিনি একটী নিবন্ধ নির্মাণ করিয়াছেন।

বৈদগ্ধ্য = বিদগ্ধের ভাব। বিদগ্ধ = কাব্যনাটকাদির সদসদ্বিচারে পটু ব্যক্তি। তাহার ভাব অর্থাৎ কাব্যনাট্য প্রভৃতির বিচারের নৈপুণ্য ; তাহা হইতে লক্ষণার সাহায্যে নৈপুণ্যমাত্রকে বুঝাইতেছে।

নিধি = নি – ধা + কি। যাহাতে ধৃত হয় অর্থাৎ যাহা আধার বা আশ্রয়।

শ্লেষ = অলঙ্কার বিশেষ। ইহাতে একই শব্দ প্রসঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়া দুইটী ভিন্ন অর্থ বুঝাইতে পারে। শ্লেষ তিনপ্রকার—শব্দশ্লেষ, অর্থশ্লেষ এবং শব্দার্থোভয়শ্লেষ। যে ক্ষেত্রে শ্লেষটী একটী বিশেষ শব্দের উপর নির্ভরশীল সেখানে শব্দশ্লেষ এবং যেখানে শব্দটী পরিবর্তনের পরও একাধিক অর্থ পাওয়াতে কোন বিঘ্ন ঘটে না, সেখানে অর্থশ্লেষ। যেখানে শব্দের সংগঠনের কোন অংশ পরিবর্তন সহ্য করিতে পারে এবং কোন অংশে পরিবর্তন সম্ভব নয়, সেখানে শব্দার্থোভয়শ্লেষ। তাহাছাড়া যেখানে দুইটী ভিন্ন অর্থ শ্লিষ্ট শব্দটীকে বিভিন্ন উপায়ে ভাঙ্গিলে পাওয়া যায়, সেখানে সভঙ্গশ্লেষ, এবং যেখানে শব্দটি না ভাঙ্গিয়াই একাধিক অর্থ পাওয়া যায় সেখানে অভঙ্গশ্লেষ। সভঙ্গশ্লেষ প্রায়শঃ শব্দগত শ্লেষ। যেমন 'দশরথ ইব স রাজা সুমিত্রোপেতঃ' এখানে সুমিত্রোপেত কথাটী দশরথপক্ষে ভাঙ্গিতে হয়—সুমিত্রয়া (এতন্নাম্ন্যা পত্ন্যা) উপেতঃ ; এবং অন্যরাজার পক্ষে—সুমিত্রৈঃ (সদ্বন্ধুভিঃ) উপেতঃ, এইরূপে। এখানে সভঙ্গশ্লেষ। ইহার উদাহরণ—'নবকা বিলসন্তি' এখানেও পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ শ্লেষপ্রয়োগ সংস্কৃত গদ্যকাব্যের একটী বৈশিষ্ট্য।

অভূদভূতপূর্বঃ[1] সর্বোর্বীপতিচক্রচারু[2]-চূড়ামণি[3]-
শাণ-কোণ-কষণ-নির্মলী[4]-কৃত-চরণ[5]-নখ-মণি-নৃসিংহ ইব দর্শিত-
হিরণ্যকশিপুক্ষেত্রদানবিস্ময়ঃ কৃষ্ণ ইব কৃতবসুদেবতর্পণো
নারায়ণ ইব সৌকর্য্যসমাসাদিতধরণি[6]-মণ্ডলঃ কংসারাতিরিব
জনিত-যশোদানন্দ-সমৃদ্ধি-রানকদুন্দুভিরিব কৃতকাব্যাদরঃ,
সাগরশায়ীবানন্দভোগিচূড়ামণিমরীচি[7]-রঞ্জিত-পাদপদ্মো,[8]
বরুণ ইব

(অভূৎ = এই ক্রিয়ার কর্তা চিন্তামণি নাম রাজা) চিন্তামণি নামে এক অভূতপূর্ব রাজা ছিলেন। সকল রাজমণ্ডলের মস্তকস্থিত রত্নরাজির অগ্রভাগরূপ শাণযন্ত্রের ঘর্ষণদ্বারা যাঁহার নখশ্রেণী উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। নৃসিংহাবতার যেমন হিরণ্যকশিপুর (দৈত্যবিশেষের) ক্ষেত্র (=দেহ) দান(=বিদারণ) করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি হিরণ্য (=স্বর্ণ, ও) কশিপু (=অন্নবস্ত্রাদি) দান (=বিতরণ) করিয়া (সকলের) বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বসুদেবের (=স্বপিতার) তর্পণ (=প্রীতি উৎপাদন) করিয়াছিলেন তিনিও তেমনি বসু (=ধনদ্বারা) দেবগণের তর্পণ (যাগানুষ্ঠান করিয়া প্রীতি উৎপাদন) করিয়াছিলেন। নারায়ণ যেমন সৌকর্য্য (=সূকররূপে) ধরামণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সৌকর্য্য (=অনায়াসে) ধরামণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কংসারি (=কৃষ্ণ) যেমন যশোদাও নন্দের সমৃদ্ধি উৎপাদন করিয়াছিলেন (অথবা, যশোদার আনন্দরূপ সমৃদ্ধি উৎপাদন করিয়াছিলেন) তিনিও তেমনই যশোদা (=কীর্ত্তিপ্রদা), আনন্দদায়িনী (=আনন্দা) সমৃদ্ধি উৎপাদন করিয়াছিলেন। আনকদুন্দুভি (=কৃষ্ণের পিতা বসুদেব ; 'বসুদেবোঽস্য জনকঃ স এবানকদুন্দুভিঃ' ইত্যমরঃ) যেমন কাব্যা (=পূতনা নাম্নী রাক্ষসীর অপর নাম) হইতে ভীত (=দর) ছিলেন. এই রাজাও তেমনি কাব্যদর (=কাব্যের সমাদর বা কবিগণের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন) করিতে (অর্থাৎ তিনি

ইবা-শান্তরক্ষণো,হগস্ত্য ইব দক্ষিণাশাপ্রসাধকো, জলনিধিরিব
বাহিনী-শত-নায়কঃ সমকরপ্রচারশ্চ, হর ইব মহাসেনানুগতো[9]
নিবর্তিতমারশ্চ,[10] মেরুরিব বিবুধালয়ো বিশ্বকর্মাশ্রয়শ্চ,
রবিরিব ক্ষণদানপ্রিয়শ্ছায়াসন্তাপহরশ্চ, কুসুমকেতুরিব[11]
জনিতানিরুদ্ধসম্পদ্ রতিসুখপ্রদশ্চ,

কাব্যরসিক ছিলেন। রাজপক্ষে = কাব্য + আদর, বসুদেব পক্ষে, কাব্যা (পূতনা) + দর (ভীতি বা দ্বেষ)—এইভাবে ভাঙ্গিতে হইবে)। প্রলয়সমুদ্রে শয়নকারীর (= বিষ্ণুর) চরণকমল যেমন অনন্তের (এই নামের সর্পরাজের) শিরঃস্থ মণিসমূহের কিরণের দ্বারা রঞ্জিত, এই রাজারও চরণকমল তেমনি অনন্ত (= বহু) ভোগির (= রাজগণের) শীর্ষস্থ মণিরাশির রশ্মিদ্বারা রঞ্জিত ছিল। বরুণের মত তিনি ছিলেন চতুর্দিকের রক্ষাকার্য্যে নিরত (অথবা অবিরত রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত। ইব + আশান্ত + রক্ষণঃ অথবা ইব + অশান্তরক্ষণঃ। আশা = দিক্, তাহার অন্ত অর্থাৎ দিগন্ত, তাহার রক্ষণ-কার্য্য যাহার সে আশান্তরক্ষণ। অথবা অশান্ত = অবিরত রক্ষণরূপ কাজ যাহার)। অগস্ত্য যেমন দক্ষিণদিকের প্রসাধনকারী (= অলঙ্কার স্বরূপ) ছিলেন, ইনিও তেমনি দক্ষিণ (= বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের) আশাপ্রসাধক (= আশা পূরণকারী) ছিলেন (অর্থাৎ গুণিজনের প্রার্থনার পূর্বের মনের ভাব বুঝিয়া তাহাদের আশাপূরণ করিতেন)। সমুদ্র যেমন (শত) শত-বাহিনীর (= নদীর) নায়ক (= পতি) এবং তাহাতে যেমন মকরের (জলজন্তুবিশেষ; বস্তুতঃ কাল্পনিক জলচরপ্রাণী) ইতস্ততঃ প্রচার (= গমনাগমন) দেখা যায়, এই রাজাও তেমনই (শত)শত-বহিনীর (সেনাদলের) নায়ক (= নেতা) ও সম-কর-প্রচার (= সমানভাবে করের ব্যবস্থা করিয়াছেন)। মহাদেব যেমন মহাসেনানুগত (= মহাসেন অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় যাঁহার অনুগত) এবং তিনি যেমন নিবর্তিতমার (মার অর্থাৎ কামদেবের শাসনকারী), এই রাজাও তেমনই মহাসেনানুগত ও নিবর্তিতমার (বিশাল সেনাবাহিনী তাঁহার অনুগমনকারী এবং মার অর্থাৎ বিঘ্নকে নিবৃত্ত

করিয়াছিলেন। মেরুপর্বত যেমন বিবুধগণের (দেবগণের আলয় এবং (দেবশিল্পী) বিশ্বকর্মার আশ্রয়স্থল, ইনিও তেমনই বিবুধগণের (জ্ঞানিজনের) আলয় (=আশ্রয়স্থল) এবং বিশ্বকর্মাশ্রয় (=সকল প্রকার কর্মের অনুষ্ঠাতা)। রবি যেরূপ ক্ষণদার (=রাত্রির) অপ্রিয় এবং (স্বপত্নী) ছায়ার (বিয়োগজনিত) দুঃখ হরণ করে, এই রাজাও তেমনই ক্ষণদাপ্রিয় (=উৎসবাদির শুভমুহূর্ত্তে দান করা যাঁহার নিকট প্রিয়) এবং (নিজ) ছায়া (=আশ্রয়) দান করিয়া আর্ত্তের সন্তাপ হরণ করিতেন। কামদেব যেমন (স্বপুত্র) অনিরুদ্ধের সম্পৎ (বিত্ত) উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং (স্বপত্নী) রতির সুখবিধানকারী, তিনিও তেমনই অনিরুদ্ধ (অজস্র ধারায়) সম্পৎ (ঐশ্বর্য্য) উৎপাদনকারী ও সুরতলীলায় (সঙ্গিনীর) সুখদানকারী।

বিদ্যাধরোঽপি সুমনা ধৃতরাষ্ট্রোঽপি গুণপ্রিয়ঃ ক্ষমানুগতোঽপি সুধর্মাশ্রিতো[12] বৃহন্নলানুভাবোঽপ্যন্তঃসরলো মহিষীসংভবোঽপি বৃষোৎপাদী, অতরলোঽপি মহানায়কো রাজা চিন্তামণির্নাম ॥ যত্র চ শাসতি ধরণী[13] মণ্ডলং ছলনিগ্রহপ্রয়োগো বাদেষু,[14] নাস্তিকতা চার্বাকেষু, কণ্টকযোগো নিয়োগেষু,[15] পরীবাদো বীণাসু, খলসংযোগঃ[16] শালিষু,

[—নখমণিনৃসিংহ ইব রতিসুখপ্রদশ্চ এই অংশ রাজা চিন্তামণির বর্ণনা শ্লেষানুপ্রাণিত পূর্ণোপমার সাহায্যে করা হইয়াছে। বিদ্যাধরোঽপি - মহানায়কো পর্য্যন্ত শ্লেষগর্ভ বিরোধাভাস অলঙ্কার এর সাহায্যে বর্ণনা করা হইতেছে। বিরোধাভাস অলঙ্কারের লক্ষণ হইতেছে, "বিরোধঃ সোঽবিরোধেঽপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ," অর্থাৎ প্রকৃত বিরোধ নাই, অথচ আপাততঃ বিরোধ আছে বলিয়া বাক্য শুনিয়া যদি মনে হয়, তাহা হইলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়।]

তিনি বিদ্যাধর=বিদ্যা+অধর=বিদ্যা যিনি ধারণ করেন না; ইওয়া

সত্ত্বেও সুমনা (=অষ্টাদশবিদ্যার ধারক, বা দেব) (যিনি বিদ্যাহীন তাঁহাকে অষ্টাদশবিদ্যার ধারক বলায় বিরোধ। তাহার পরিহার—যিনি বিদ্যাধর নামক দেবযোনিজাত ও অষ্টাদশবিদ্যার ধারক; অথবা যিনি অর্থাৎ দেবযোনিবিশেষ, বিদ্যাধর, সুতরাং দেবাপেক্ষা হীন হইয়াও সুমনাঃ অর্থাৎ দেবতা বলায় বিরোধ; এবং পরিহার, সুমনাঃ অর্থাৎ শোভন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট বা উদারহৃদয়), তিনি ধৃতরাষ্ট্র হইয়াও গুণপ্রিয় (ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ কুরুপিতা গুণ অর্থাৎ ভীমকে ভালবাসিতেন না; অথচ এখানে তাঁহাকে গুণ-প্রিয় অর্থাৎ ভীম যাঁহার প্রিয় এইরূপ বলায় বিরোধ হইয়াছে; কিন্তু এখানে অর্থ—তিনি রাষ্ট্রশাসন-কারী এবং সদ্‌গুণরাজি তাঁহার প্রিয়; সুতরাং বিরোধ নাই), তিনি ক্ষমা অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকিয়াও সুধর্মা অর্থাৎ দেবসভাস্থিত (এইরূপ বলায় বিরোধ। পরিহার—ক্ষমাযুক্ত বা ক্ষমাশীল ও (প্রজাপালন রূপ) শোভন ধর্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্যে পরায়ণ), আবার বৃহন্নলের (দীর্ঘতৃণ-বিশেষের) মত অনুভাব অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় বর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে সরল (এই নামের বৃক্ষবিশেষ) বিদ্যমান, (পরিহার—বৃহন্নলা অর্থাৎ অর্জ্জুনের মত অনুভাব অর্থাৎ পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট), তিনি মহিষী (জন্তুবিশেষ) হইতে উদ্ভূত হইয়াও বৃষ (ষণ্ড) উৎপাদন করেন (যিনি মহিষীজাত, তিনি নিজেও মহিষ, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বৃষোৎপাদন

দ্বিজিহ্বসঙ্‌গৃহীতি[17]-রাহিতুণ্ডিকেষু,[18] করচ্ছেদঃ
কৃপ্ত[19]করগ্রহণেষু, নেত্রোৎপাটনং মুনীনাং,

অসম্ভব বলিয়া বিরোধ হইতেছে। পরিহার—তিনি অভিষিক্ত রাজপত্নীর গর্ভসম্ভূত এবং বৃষভরূপ ধর্ম উৎপাদন করেন।); তিনি আবার তরল (=হারের মধ্যমণি) না হইয়াও মহানায়ক (=হারের মধ্যমণি) ছিলেন (এইরূপ বলায় বিরোধ স্ফুট; পরিহার—তিনি অতরলমতি অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি ছিলেন বলিয়া শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন)।

[ইহার পর পরিসংখ্যা অলঙ্কারের সাহায্যে রাজা চিন্তামণির শাসনে রাজ্যের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। এখানে পরিসংখ্যা অলঙ্কারে সর্বত্র শ্লেষ বীজভূত হইয়া আছে। 'পরিসংখ্যা' একটী মীমাংসাশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। ইহার লক্ষণ 'একস্য অনেকত্র প্রাপ্তস্য অন্যতো নিবৃত্ত্যর্থম্ একত্র পুনর্বচনং পরিসংখ্যা।' কোনকিছু বহুস্থলে প্রাপ্ত হইলে, কোন একটী স্থলে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট করার জন্য অন্যস্থল হইতে নিবারণ কবা হইলে পরিসংখ্যা হয়। যেমন শাস্ত্রে বলা হইল পঞ্চনখবিশিষ্ট পঞ্চ প্রাণী ভক্ষণের অযোগ্য। এখন পঞ্চনখ-বিশিষ্ট সকল প্রাণীকে ভক্ষণ করার বিধি থাকা সত্ত্বে যদি বলা হয়—'পঞ্চনখ-বিশিষ্ট শশকপ্রভৃতি ভক্ষণযোগ্য', তাহা হইলে পরিসংখ্যা হয়; কুকুরপ্রভৃতিতে পঞ্চনখত্ব থাকায় ভক্ষণযোগ্যতার প্রাপ্তি ছিল, তাহা নিবৃত্ত করিয়া মাত্র শশকাদিভক্ষণে নিয়ম করা হইতেছে। আলঙ্কারিকগণ মূলতঃ পারিভাষিক সংজ্ঞাটি মনে রাখিয়া পরিসংখ্যা অলঙ্কারের লক্ষণ করিয়াছেন "প্রশ্নাদপ্রশ্নতো বাপি কথিতাদ্বস্তুনো ভবেৎ। তাদৃগন্যব্যপোহশ্চেৎ আর্থোঽথবা তদা পরি-সংখ্যা।" এখানে প্রশ্ন ছাড়াই কেবল একটি বস্তুকে তাদৃশ অন্যবস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া 'তাহাই আছে' এইরূপ বলিয়া নিয়ম করা হইয়াছে।]

যিনি রাজ্যশাসন করিতে থাকার সময়, বাদেই অর্থাৎ শাস্ত্রবিচার কালেই ছল ও নিগ্রহ*(ন্যায়দোষ) ছিল (প্রয়োজন না থাকায় প্রজামধ্যে ছল অর্থাৎ বঞ্চনা করার জন্য নিগ্রহ অর্থাৎ শাস্তি কাহাকেও পাইতে হইত না। এমনই ছিল রাজার মহিমা) ; পরলোক নাই এই মত প্রচারকারী (চার্বাকের) দর্শনাদিতেই কেবল নাস্তিকতা‡ দেখা যাইত (প্রজাগণের কাহারও কোন অভাব না থাকায়

* ন্যায়শাস্ত্রে ষোড়শপদার্থের মধ্যে বাদ, ছল ও নিগ্রহ তিনটি পদার্থ। এইগুলি ন্যায় অর্থাৎ তর্কপ্রয়োগের শুদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিতে হইত। বাদ হইল "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ"। ছল হইল "বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্," এবং নিগ্রহস্থান "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্।"

‡ নাস্তিকতা—যাহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করে না, বা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের নাস্তিক বলা হয়। চার্বাকদর্শন প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মানে না; সুতরাং এই দর্শনের মতে স্বর্গ, পরলোক বা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব কিছুই নাই। এই স্থলে 'নাস্তিকতা' কথাটি শ্লিষ্ট। প্রজাপক্ষে 'নাস্তি' এই কথা বলার ভাব।

নাস্তিকতা (ন+অস্তি যাহার, তাহার ভাব) অর্থাৎ 'কিছু নাই' এই কথা বলার অবকাশ ছিল না। এমনই সুবর্ণ যুগ ছিল এই রাজার রাজত্ব কালে), পারস্পরিক সুরতলীলায় মাত্র কণ্টক অর্থাৎ পুলকাঙ্কুর দেখা যাইত (প্রজাগণের মধ্যে অপরাধের একান্ত অভাব থাকায় শাস্তি হিসাবে কাহারও অঙ্গুলিতে কণ্টক বিদ্ধ করা হইত না) ; বীণাতেই কেবল পরীবাদ অর্থাৎ ছড়সংযোগ হইতে (প্রজারা নিন্দাবাদে লিপ্ত হইত না) ; শালিধানেই কেবল খলের (আছড়াইয়া ধান ছাড়ানোর জায়গা) সহিত সংযোগ দেখা যাইত (প্রজাগণের কোন্ দুর্জ্জন-সংসর্গ ছিল না, কারণ দুর্জ্জনের তৎকালে একান্ত অভাব ছিল) সাপুড়েদের

দ্বিজরাজবিরুদ্ধতা পঙ্কজানাং সার্বভৌমযোগো

দিগ্ গজস্যা[20] গ্নিতুলাশুদ্ধিঃ[21] স্বর্ণানাং

মধ্যেই দ্বিজিহ্ব (=সর্প) সংগ্রহ করার প্রথা ছিল (প্রজাদের মধ্যে কাহার দ্বিজিহ্বত্ব অর্থাৎ একমুখে দুই কথা বলার অভ্যাস ছিল না) ; নির্ধারিত কর (tax) আদায় করার সময়েই মাত্র করচ্ছেদ (=করের পরিমাণ হ্রাস) করা হইত, (অপরাধবশতঃ কোন প্রজার করচ্ছেদ অর্থাৎ হাত কাটিয়া দণ্ড দেওয়া হইত না) ; মুনিগণেরই মাত্র নেত্রোৎপাটন অর্থাৎ জটা মুণ্ডন হইত (প্রজাদের মধ্যে অপরাধী না থাকায় কাহাকেও চোখ উপড়াইয়া শাস্তি পাইতে হইত না) ; পদ্মগুলিরই মাত্র দ্বিজরাজ অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতি বিরূপতা ছিল, (কোন প্রজার দ্বিজরাজ=শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রতি বিরূপতা ছিল না। অর্থাৎ রাজার শাসন এমনই ছিল যে প্রজাগণ দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ থাকিতে বাধ্য হইত) ; দিগ্‌গজের ক্ষেত্রেরই মাত্র 'সার্বভৌম' এই নামের সংযোগ পাওয়া যাইত (অন্য কোন রাজার 'সার্বভৌম' উপাধি ছিল না, কারণ এই রাজার প্রতাপের তাঁহার নিকট অন্যান্য সকল রাজাই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং সার্বভৌম উপাধি একমাত্র তাঁহারই ছিল, এই তাৎপর্য্য)। অগ্নি ও তুলার সাহায্যে একমাত্র স্বর্ণের শুদ্ধি অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধাতুর মিশ্রণ নিরূপণ বা ওজনের তারতম্য নির্ধারণ করা হইত (অন্য কোন কোন বস্তুর আদানপ্রদানের জন্য তুলাযন্ত্র ব্যবহার

করা হইত না, কারণ সম্পদের এত প্রাচুর্য্য ছিল যে আদানপ্রদানে অল্প কমবেশির জন্য কেহ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি মনে করিত না ; অথবা প্রজাগণের মধ্যে এমন কোন গোপন অপরাধ কাহারও ছিল না যে তাহা নির্ধারণ করার জন্য অগ্নিপরীক্ষা বা তুলাযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে হইত। প্রাচীন কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের নিরপরাধত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিত, বা তুলাযন্ত্রে আরোহণ করিত। বিশ্বাস ছিল যে অপরাধী হইলে অগ্নিদগ্ধ হইবে বা তুলাদণ্ডে ওজন অধিকতর হইবে। সেই রাজাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইত যাহার প্রভাবে প্রজারা পাপকার্য্যের কল্পনা হইতেও নিবৃত্ত থাকিত। তুলনীয়

"অকার্য্যচিন্তাসমকালমেব · · অন্তঃশরীরেষ্বপি
যঃ প্রজানাং প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥"

(রঘু ৬।৩৯)

সূচীভেদো[22] মণীনাং, শূলভঙ্গো যুবতি[23]-প্রসবে,[24]
দুঃশাসনদর্শনং[25] ভারতে, করপত্রদারণং[26] জলজানাম্।
[27]মহাবরাহো গোত্রোদ্ধরণপ্রবৃত্তোঽপি গোত্রোদ্দলনমকরোৎ। রাঘবঃ[28] পরিহরন্নপি জনকভুবং জনকভুবা সহ বনং বিবেশ। ভরতো রামে দর্শিতভক্তিরপি রাজ্যে বিরামমকরোৎ।

মণিসমূহেরই সূচীদ্বারা বেধ ছিল (একত্রে গাঁথিবার জন্য ছুঁচ দিয়ে ছিদ্র করা হইত ; কিন্তু প্রজাদের কোন অপরাধ না থাকায় তাহাদের চোখ সূচীর দ্বারা বিদ্ধ করা হইত না ; অথবা, সূচী অর্থাৎ খলের দ্বারা কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি সম্ভব হইত না ; অথবা সূচী নামক স্ত্রীনৃত্যবিশেষে নৃত্যকারিণীর মানসিক উদ্বেগের অভাব থাকায় 'ভেদ' অর্থাৎ তালভঙ্গ হইত না) প্রসবকালে যুবতিদেরই মাত্র শূলভঙ্গ অর্থাৎ উদরপীড়া হইত, (প্রজাগণের কাহাকেও অপরাধবশতঃ শূলে চড়িতে হইত না) ; দুঃশাসনের (দুর্যোধনের ভ্রাতা) দেখা পাওয়া যেত কেবল

মহাভারতে, (রাজ্যে । দুঃশাসন অর্থাৎ কুশাসন ছিল না) ; পদ্মগুলিরই মাত্র (রবির) করের (=রশ্মির) দ্বারা পত্রের (=পাঁপড়ির) বিদারণ অর্থাৎ উন্মোচন হইত, (প্রজাগণের মধ্যে অপরাধাভাব থাকায়, কাহাকেও করপত্র (=করাত, saw) দ্বারা বিদারণ করা হইত না) ।

[আবার, শ্লেষমূলক বিরোধাভাস অলঙ্কার দ্বারা অন্যান্য রাজার নিকৃষ্টতা বর্ণনার দ্বারা রাজা চিন্তামণির মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে এবং তজ্জন্য ব্যতিরেক অলঙ্কারের ধ্বনিও হইতেছে ।]

মহাবরাহ অর্থাৎ বরাহাবতার বিষ্ণু গোত্রের (=পৃথিবীর) উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বস্তুতঃ গোত্রের (=পর্বতের) বিনাস সাধনই করিয়াছিলেন, (যাহার উদ্ধারে প্রবৃত্ত তাহারই দলন অনুচিত—সুতরাং বিরোধ। 'গোত্রোদ্দলন' কথাটির পর্বতবিনাশরূপ অর্থ করায় বিরোধ পরিহৃত হইতেছে) ।

রামচন্দ্র জনকভূ (পিতার ভূ অর্থাৎ রাজ্য) পরিত্যাগ করিয়াও জনকভূ এর সহিত বনপ্রবেশ করিয়াছেন (রামচন্দ্র যেন দত্তগ্রাহী অর্থাৎ যাহা দান করিয়াছেন তাহাই পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন—সুতরাং বিরোধ । পরিহার—জনকভূ অর্থাৎ রাজা জনকের কন্যা সীতা ; তাহার সহিত বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন) ।

ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলেও রাজ্যে অর্থাৎ রাজকার্যে বিরাম ((১) রামশূন্য, (২) বিরত) করিয়াছিলেন (যাহার প্রতি ভক্তি দেখান হইতেছে তাহাকে রাজ্যছাড়া করা অনুচিত ; এইরূপ যে করে তাঁহার চরিত্র দুষ্ট । এই বিরোধের পরিহার—ভরত স্বয়ং রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করা হইতে বিরত ছিলেন ; তিনি রামের পাদুকাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রামের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন) ।

[৩৮]নলস্য দময়ন্ত্যা মিলিতস্যাপি পুনর্ভূ-পরিগ্রহো জাতঃ। পৃথুরপি গোত্রসমুৎসারণবিস্তারিতভূমণ্ডলঃ। ইত্থং[৩৯] নাস্তি বাগবসরঃ পূর্বতনেষু[৪০।৪০ক] রাজসু[৪১]। স পুনরন্য এব দেবো ন্যক্কৃত-সর্বোর্বী-পতিচরিতঃ। তথাহি স পর্বত্র: কটকসঞ্চারিণো গন্ধর্বান্ দর্শিতশৃঙ্গোন্নতিঃ সুখয়ন্ ন বিররাম।

নল দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইলেও পুনর্ভূকে (=অক্ষতযোনি অথচ বিবাহিতা কন্যা) বিবাহ করিয়াছিলেন (দময়ন্তী পূর্ববিবাহিতা ছিলেন না, তথাপি নল পুনর্ভূ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এই কথা বলায় বিরোধ হইতেছে। তাহার পরিহার—নল পুনর্বার ভূ অর্থাৎ রাজ্য গ্রহণ করেন)। পৃথুও গোত্র [(১) স্ববংশজ (২) পর্বত] নির্মূল করিয়া রাজ্যসীমা বিস্তারিত করিয়াছিলেন (স্ববংশীয়ের উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যবিস্তার অনুচিত। পরিহার—রাজ্যসীমান্তর্বর্তী পর্বত নির্মূল করিয়া রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন)। এই প্রকারে পূর্ব পূর্ব রাজাদের কথার অবকাশ নাই। সেই রাজা ছিলেন অন্য প্রকার, সকল মহীপতির চরিত্র (স্বীয় চরিত্রের মহিমায়) তিনি ধিক্কৃত করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই রাজা যেন পর্বত (সতত উৎসবে প্রবৃত্ত। পর্ব=উৎসব। পর্ব যাহার আছে এই অর্থে পর্ব+তপ্=পর্বত, 'তপ্‌পর্বমরুদ্ভ্যাম্' এই বার্ত্তিক অনুসারে তপ্ প্রত্যয়) সেই রাজা নিজপ্রভুত্বের উন্নতি (জগৎকে) দেখাইয়াও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিচরণশীল অশ্বগুলিকে আরাম দেওয়া হইতে কখনও বিরত হন নাই, যেমন সুমেরু পর্বত স্বীয় শিখরের উন্নতি জগৎকে দেখাইয়াও স্বীয় মধ্যভাগে বিচরণকারী দেবগায়ক-(গন্ধর্বগণ)-দের আহ্লাদিত করার ব্যাপারে কখনও নিরস্ত হন না, (অলোকসামান্য উন্নতি পাইয়াও সেই রাজা তুচ্ছ অশ্বগুলির দেখাশোনা করার ব্যাপারে বিরত হইতেন না। সুমেরু পর্বতও তেমনি উন্নত হইয়াও গন্ধর্ব-কিন্নরদের অবজ্ঞাও করিতেন না-ই, বরঞ্চ তাহাদের যাহাতে সুখ হয় সেইদিকে মনোযোগী। উভয়ের মধ্যে এইজন্যই সাদৃশ্য। সাদৃশ্যমূলকতার জন্য এখানে শ্লেষানুপ্রাণিত

রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।. সেইজন্য রাজাকে পর্বত বলা হইয়াছে। অবশ্য, পর্বত পদটী শ্লিষ্ট। তেমনি গন্ধর্ব কটকসঞ্চারী" এই পদদ্বয়ও শ্লিষ্ট। গন্ধর্ব পক্ষে (১) অশ্ব (২) দেবগায়ক। রাজপক্ষে কটক=(১) সৈন্যবাহিনী (২) পর্বতের নিতম্বভাগ।)

স হিমালয়ো নাবশ্যায়োচ্ছলিতো নো মায়াজন্মনে হিতশ্চ। স হিমানী গিরি স্থিতো বৃষধ্বজঃ[১২]। অসৌ[১৩] সদাগতির[১৩a]বধূতাখিল কান্তারঃ পাবকাগ্রেসরী নভোগোৎসুকঃ সুমনোহরশ্চ।

সেই (রাজা চিন্তামণি) ছিলেন মালয় অর্থাৎ মা=লক্ষ্মীর আলয় অর্থাৎ আশ্রয়। তিনি অবশ্যায়োচ্ছলিত (অবশ্যায়=গর্ব, তাহার দ্বারা উচ্ছলিত=অতিক্রান্ত অর্থাৎ স্বমর্যাদা লঙ্ঘনকারী) ছিলেন না। এবং কপটপ্রবৃত্তির (=মায়াজন্মা) প্রতি অনুকূল ছিলেন না। অথবা তিনি (যেন) হিমালয়, (কারণ) হিমালয় যেমন স্বীয়মর্যাদা লঙ্ঘন করে না, তিনিও তেমনই আত্ম-মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না; এবং পার্বতীর জন্মের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, তিনিও তেমনই লক্ষ্মীর অর্থাৎ সম্পদের উৎপত্তির পক্ষে উপযুক্ত স্থল ছিলেন (মায়াঃ অর্থাৎ লক্ষ্ম্যাঃ=লক্ষ্মীর বা পার্বতীর, জন্মনে হিতঃ অর্থাৎ জন্মের জন্য অনুকূল)। সেই (রাজা চিন্তামণি) হিমানীগিরিস্থিত অর্থাৎ হিমালয় পর্বতে অবস্থিত (সাক্ষাৎ) বৃষধ্বজ (=শিব) যেন, কারণ (=হি) তিনি ছিলেন মানধন (=মানী) স্বপ্রতিজ্ঞাপালক (গিরি=কথায়, স্থিতঃ=স্থির, অর্থাৎ নিজে যাহা বলেন তাহাই করেন, অতএব তিনিও গিরিস্থিতি, মহাদেবের ন্যায়) এবং ধর্মের ধ্বজের মত (বৃষধ্বজ=ধর্মের কেতু বা চিহ্ন। অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিয়া লোকে ইনি ধর্মাত্মা এইরূপ মনে করিত)। সেই (রাজা) সদাগতি (=সজ্জনের পোষক, বা সততসঞ্চরণশীল বাতাস) কারণ তিনি অবধূতাখিল-কান্তার (অর্থাৎ অখিল=সকল, কান্তার=দুর্ভিক্ষ; তাহা অবধূত অর্থাৎ দূরীভূত যাহার দ্বারা করা হইয়াছে। অর্থাৎ সকলদুর্ভিক্ষের অবসানকারী—ইহা

রাজপক্ষে ব্যাখ্যা। সদাগতি অর্থাৎ পবন পক্ষে হইবে যে সকল বন আন্দোলিত করে ; কান্তার — বন। উভয়েই সেইজন্য অবধূতাখিলকান্তার), পাবকাগ্রেসরী (পাবক = পবিত্রকারী, তাহার অগ্রেসরী = পুরোভাগে গমনকারী ; বায়ুপক্ষে, —পাবক = অগ্নি, তাহার অগ্রেসরী = আগে আগে গমনশীল। বাতাস আঁগুনের সামনে সবসময় প্রবাহিত হয়—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য), নভোগোৎসুক (রাজপক্ষে—ন + ভোগোৎসুক অর্থাৎ ভোগে অনুৎসাহী ; বায়ুপক্ষে নভঃ = আকাশ ; নভোগ = যে আকাশে সঞ্চরণ, তাহাতে উৎসুক) ও সুমনোহর

স রত্নাকরোঽনহিময়ঃ,[৩৬] কথমগাধঃ[৩৭] সমর্য্যাদো নোদ্রেকোঽপ্যস্য[৩৮] বিস্ময়ঃ, সদা হিমকরাশ্রয়োঽমৃতময়ঃ সপোতস্তস্যাচলো নক্রোধো মহানদীনঃ সমুদ্রঃ[১৬]।

(রাজপক্ষে,—সুমনোহর = সুমনস্ = পুষ্প, তাহার হরণকারী অর্থাৎ ধারণকারী, বায়ুপক্ষে,—শাখা আন্দোলন করিয়া যে পুষ্প ঝরায়)। তিনিই ত' রত্নাকর (= মহামূল্য বস্তুরাজির নিধি) কারণ তিনি অনহিময় (= দুর্জ্জন সংসর্গরহিত ; অহি = খল), কতই না অগাধ (গম্ভীর), সমর্য্যাদ (= ন্যায়পথ হইতে অভ্রষ্ট), উদ্রোক (= তেজস্বী, উৎ — রুচ্ + ঘঞ্ = উদ্রোক), তথাপি তাঁহার বিস্ময় (= গর্ব, স্ময় = গর্ব ; এখানে 'বি' উপসর্গটি নিরর্থক) ছিল না ; তিনি ছিলেন সর্বদা হিমকরাশ্রয় (= হিমকর = চন্দ্র, তাঁহার মত আহ্লাদের ভূমি), অমৃতময় (সবাইকে আনন্দদান করার জন্য সুধাস্বরূপ), সপোত (দশমবর্ষীয় হস্তিশাবক তাঁহার) বহু (ছিল) ; তাঁহার ক্রোধ অচল ছিল না (তস্য + অচলঃ + ন + ক্রোধঃ = এইরূপ পদবিচ্ছেদ। অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না ; উদারস্বভাব হওয়ার জন্য প্রণিপাতাদির দ্বারা তাঁহার ক্রোধের সহজেই উপশম ঘটান সম্ভব ছিল—ইহাই তাৎপর্য্য) ; তিনি ছিলেন মহানদীন (মহান্ + অদীন, অর্থাৎ মহানুভব এবং অকৃপণ) এবং সমুদ্র (রাজচিহ্নাঙ্কিত ; সামুদ্রিকশাস্ত্রে যেসকল রাজচক্রবর্তিসূচক মুদ্রার উল্লেখ আছে,

সেগুলি তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল), সমুদ্র (= সাগরও, তাঁহার মত) রত্নাকর (চতুর্দশরত্নবাজির নিধি), অনহিময় (ন + অহিময়। অহিম = সূর্য, তাঁহার দ্বারা শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় যাহা, তাহা অহিময় ; অহিম – যা + ক, 'সুপি স্থঃ' এই সূত্রকে বিভাগ করি 'সুপি' এই অংশের দ্বারা ক-প্রত্যয় ও উপপদসমাস সিদ্ধ করা যায়। ন অহিময = অনহিময় সুতরাং অনহিময় কথার অর্থ হয় যাহা সূর্যের প্রখর তাপেও শুষ্ক হয় না), কিন্তু না অগাধ (গভীর) সমর্য্যাদ (বেলাভূমি অনতিক্রমণশীল), উদ্রোক(= আলোকস্তম্ভ-সমন্বিত; উদ্রোক = উর্দ্ধে স্থাপিত আলোক, (উত্থাপিত রোক = আলোক), সেই উদ্রোক আছে যাহার এই অর্থে উদ্রোক + অচ্ 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্' সূত্রানুসারে (রাজপক্ষে, যিনি নাবিকদের সুবিধার্থে বহু আলোকস্তম্ভ স্থাপনকারী) ; অথবা উদ্রোক = শুশুক বা শিশুমার (Louis H Gray উদ্রোক এর অনুবাদ করিয়াছেন Otter অর্থাৎ শুশুক) সেই শুশুক যেখানে আছে সে ও উদ্রোক, উপযুক্ত প্রকারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া সাধন করিতে হইবে), অথচ তাহার বিস্ময় (প্রফুল্লতাসূচক

স চন্দ্র[37] ইব ক্ষণদানন্দকরঃ কুমুদবন-বন্ধুঃ,[38] সকলকলাকুলগৃহং নতারাতিবলঃ[39]। মিত্রোদয়হেতুঃ কাঞ্চনশোভাং বিভ্রদচলাধিকলক্ষ্মীঃ সুমেরুরিব[40]।

হাস্য) নাই ; সকল সময় হিমকরাশ্রয় (= শৈত্য জনকতার আশ্রয় অর্থাৎ কর্ত্তা অথবা চন্দ্রের উৎপত্তিস্থল), অমৃতময় (সমুদ্র হইতে মন্থনকালে অমৃত অর্থাৎ সুধা উঠিয়াছিল, সেইজন্য সমুদ্র অমৃতপূর্ণ এইরূপ বলা হইতেছে ; অথবা অমৃত = জল, সুতরাং জলময়শরীরবিশিষ্ট), সপোত (জাহাজ প্রভৃতি তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করে বলিয়া পোত সংযুক্ত), অচল (অর্থাৎ চিরস্থায়ী, অথবা যাহার অধঃ = অন্তে বা নিম্নে অচল = পর্বত মৈনাক অবস্থিত। ইন্দ্রকর্তৃক পক্ষচ্ছেদের ভয়ে হিমালয়সুত মৈনাক সমুদ্রের তলদেশে আত্মগোপন করিয়াছিল), নক্রযুক্ত (নক্র = কুমীর। নক্র + অচ্ = নক্রঃ অর্থাৎ যাহার নক্র

আছে। নক্রঃ+অধঃ+মহানদীনঃ এইরূপে পদব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে। অধঃ=তলদেশে—এই পদটীর 'অচলঃ' পদটীর সহিত অন্বয় করিতে হইবে।) এবং মহানদীন (=মহানদীসমূহের ইন অর্থাৎ পতি। সমুদ্রকে নদীসমূহের পতিরূপে কল্পনা করা একটি কবিপ্রসিদ্ধি)।

[ইহার পর হইতে আবার শ্লেষানুপ্রাণিত পূর্ণোপমার সাহায্যে বর্ণনা চলিতেছে]

তিনি চন্দ্রের মত ক্ষণদার (=(১) গণকের (২) রাত্রির ; রাজপক্ষে-গণকদের, চন্দ্রপক্ষে রাত্রির) আনন্দদায়ী। চন্দ্র যেমন কুমুদবনের বন্ধু, তিনিও তেমনই কুমুদবনবন্ধু (=কু অর্থাৎ পৃথিবীর ; মুদাবন=হর্ষসহকারে রক্ষণ, মুদা (=হর্ষ)+অবন (=রক্ষণ), তাহার জন্য বন্ধু ; অর্থাৎ নিরলস-ভাবে রক্ষাকরার জন্য তিনি পৃথিবীর বন্ধু) ; চন্দ্র যেমন সকল (=ষোল) কলার (=অংশের) আশ্রয়, তিনিও তেমনই সকল (চৌষট্টী) কলাবিদ্যার আগার ছিলেন। চন্দ্র যেমন ন-তারাতিবল (অর্থাৎ তারাসমূহের অতিবল থাকিতে দেন না ; আকাশে চন্দ্রোদয় হইলে তারাগুলির ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়), তিনিও তেমনি নতারাতি-বল অর্থাৎ শত্রুদের বল (অরাতিবল) নত (বশীভূত বা খর্ব) করিয়াছিলেন। সুমেরু পর্বত যেমন মিত্রোদয়ের হেতু অর্থাৎ সূর্যোদয়ের স্থান, সেই রাজাও তেমনই সুহৃদ্বর্গের উন্নতির কারণ। সুমেরু পর্বত যেমন কাঞ্চনশোভা ধারণ করিয়া অন্য (অচল=) পর্বত অপেক্ষা অধিক-শোভাশালী (=অধিকলক্ষ্মী), তিনিও তেমনই কাঞ্চন শোভা (কাম্+চন শোভা, অর্থাৎ অনির্বচনীয় শোভা) ধারণ করিয়া অচলা এবং (অন্যনৃপাপেক্ষা) অধিক সম্পদের (লক্ষ্মীর) অধিকারী ছিলেন।

যস্য চ রিপুবর্গঃ সদাপার্থোঽপি ন মহাভারতরণযোগ্যঃ। ভীষ্মোঽপ্য-শান্তনবেহিতঃ, সানুচরোঽপি ন গোত্রভূষিতঃ। অপিচ[41] ত্রিশঙ্কুরিব[42] নক্ষত্রপথস্খলিতঃ, শঙ্করোঽপি[43] ন বিষাদী, পাবকোঽপি ন কৃষ্ণবর্ত্মা, আশ্রয়াশোঽপি[44] ন দহনঃ, নান্তক ইবাকস্মাদপহৃতজীবনঃ,

যাঁহার (সেই চিন্তামণি নামক রাজার) শত্রুবর্গ সতত পার্থ (= অর্জ্জুন, তৎসদৃশ বীর, এই অর্থে লাক্ষণিক) হইলেও মহাভারতের রণের (= কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের) যোগ্য নয় (অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অকুশলী, ইহা বলায় বিরোধ ; পরিহার—মহাভার = সৈন্যচালনাদিরূপ গুরুতর কার্য্যের তরণ তর্থাৎ সম্পাদনের যোগ্য হইলেও সেই রাজার সহিত যুদ্ধে (সেই শত্রু) একেবারে অপদর্থ অর্থাৎ উৎখাত হইয়াছিল)। যিনি ভীষ্ম (শান্তনু নামক মহাভারতোক্ত রাজার পুত্র হওয়া (সত্ত্বেও) শান্তনু ভিন্ন অন্যের (অশান্তনবে অশান্তনু + ৪।১ বচন) হিত অর্থাৎ মঙ্গলকারী, (বিরোধ স্পষ্ট ; পরিহার—রাজগুণে ভীতিজনক অর্থাৎ প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হওয়ায় সাধারণের সম্ভ্রম উৎপাদনকারী এবং অশান্তনবেহিত অর্থাৎ অশান্ত + নব + ঈহিত = নিত্যনূতন কর্ম্মে উদ্যোগী—)। তিনি (পর্বতের) সানু (দেশে) বিচরণ করিয়াও পার্বত্যভূমিতে বাস করিতেন না (গোত্রভূ-উষিতঃ। গোত্র = পর্বত, তাহার ভূ = ভূমি, তাহাতে উষিত অর্থাৎ বাসকারী ; বস্ + নপুংসকে ভাবে ক্ত- উষিত - বাস। বিরোধ স্ফুট। পরিহার—অনুচরযুক্ত এবং গোত্রভূ অর্থাৎ সদ্বংশজাত লোকের) সংসর্গে অলঙ্কৃত ছিলেন না ; অর্থাৎ তিনি স্ববংশীয় অপরের গৌরবচ্ছটায় গৌরবী ছিলেন না ; বরঞ্চ নিজেই স্ববংশজের গৌরবস্থল ছিলেন)। তাহা ছাড়া, ত্রিশঙ্কু যেমন নক্ষত্র-পথস্খলিত (আকাশমার্গচ্যুত) ছিলেন, তিনিও তেমনই ন-ক্ষত্রপথস্খলিত (= ক্ষত্রিয়গণের সমুচিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। উপমান হইতে আধিক্য বোঝানর জন্য এখানে ব্যতিরেকালঙ্কার)। তিনি শঙ্কর হইয়াও বিষাদী (= বিষ – অদ্ + ণিনি, বিষ বা হলাহল ভক্ষণকারী) ছিলেন না (মহাদেব সমুদ্রমন্থনোত্থিত হলাহল জগদ্ধিতের জন্য পান করিয়াছিলেন, সুতরাং শঙ্কর

অর্থাৎ মহাদেব হইয়াও বিষভক্ষণ করেন নাই বলায় পৌরাণিক বৃত্তান্তবিরোধী হওয়ায় বিরোধ; পরিহার—তিনি শঙ্কর অর্থাৎ শুভঙ্কর হইয়াও বিষণ্ণ বা বিষদাপন্ন ছিলেন না। যিনি মঙ্গল করেন, তিনি পূর্বে অমঙ্গল দেখেন এবং ক্রমাগত তাহা দেখিতে দেখিতে বিষণ্ণতা বোধ করেন। এখানে বিরোধাভাস। শঙ্করত্ব ও বিষাদিত্ব সমনিয়তধর্ম না হওয়ায় বা তাহাদের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ না থাকায় এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার বলা চলে না; কিন্তু পরের বাক্যটিতে বিশেষোক্তি অলঙ্কারই হইবে), তিনি পাবক হইয়াও কৃষ্ণবর্ত্মা (বর্ত্মন্ = পথ; সংসারযাত্রা নির্বাহের পথ মলিন) ছিল না, (পাবক—আগুন; আগুন যে পথ দিয়া প্রসর্পিত হয় সেই পথ পথিমধ্যস্থ যাবতীয়পদার্থ

ন রাহুরিব মিত্রমণ্ডলগ্রহণ[45]-বিবর্দ্ধিতরুচিঃ। ন নল ইব কলিবিঘটিতঃ,[46] ন চক্রীব শৃগাল-বধ-স্তুতি-সমুল্লসিতঃ। নন্দগোপ ইব যশোদানুগতঃ[47]। জরাসন্ধ ইব ঘটিতসন্ধিবিগ্রহঃ। ভার্গব ইব সদানভোগঃ।

পুড়িয়া যায় কালো হইয়া যায়। সুতরাং পাবক অথচ কৃষ্ণবর্ত্মা নয় একথা বলায় বিরোধ হইতেছে;' পরিহার-সেই রাজা পাবক অর্থাৎ পবিত্রতা-সম্পাদক ছিলেন, এবং তাঁহার জীবনযাত্রার পথ পাপের দ্বারা কলুষিত ছিল না; পাপকে কৃষ্ণবর্ণ বলা একটি কবিপ্রসিদ্ধি বা poetic conceit এখানে পাবকত্ব রূপ হেতু থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ত্মত্ব রূপ কার্য্য নাই বলার জন্য শ্লেষানুপ্রাণিত বিশেষোক্তি)। তিনি আশ্রয়ভক্ষণকারী (= অগ্নি; আগুন কাষ্ঠাদি দাহ্য-পদার্থকে আশ্রয় করে এবং তাহাকেই পোড়ায়; ইহার তাহার স্বভাব) হইয়াও দাহক ছিলেন না (আগুন অথচ দাহজনক নয় একথায় বিরোধ; পরিহার—আশ্রয়াশী =(১) আশ্রয়কে যে ভক্ষণ করে, (২) আশ্রিতে আশার স্থল; দহনঃ =(১) দাহক; কর্তৃবাচ্যে দহ্ + ল্যুট্, "কৃত্যল্যুটোবহুলম্; (২) সন্তাপজনক। অতএব রাজপক্ষে—আশ্রিতদের আশার স্থল ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সন্তাপজনক ছিলেন না। এই সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে আশ্রয়দাতা আশ্রিতকে

গঞ্জনা দিযা থাকেন। রাজা তদ্রূপ ছিলেন না)। যমেব মত তিনি জীবন অপহবণ কবিতেন না (অর্থাৎ জীবিকা বিনষ্ট কবিতেন না)। বাহুব মত মিত্র মণ্ডল গ্রাস কবিবাব প্রতি তাঁহাব রুচি ছিল ন। (বাহু যেমন মিত্রমণ্ডল অর্থাৎ সূর্যবলয গ্রাস কবিবাব জন্য সদা উৎসুক তিনি তেমন মিত্রমণ্ডল অর্থাৎ বন্ধুবর্গেব মণ্ডল গ্রাস কবিবাব কোন ঔৎসুক্য পোষণ কবিতেন না)। নল যেমন কলিব দ্বাবা ব্যাপ্ত ছিলেন, তিনি কলি অর্থাৎ কলহেব দ্বাবা বন্ধুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। বিষ্ণু (=চক্রী, সুদর্শন চক্র যাঁহাব অস্ত্র) যেমন শৃগালকে (এই নামেব কুপ্রকৃতিব বাজাকে) বধ কবাব জন্য স্তুতি পাইযা উল্লসিত হইয়াছিলেন, (সেই বাজা কিন্তু) শৃগাল অর্থাৎ ভীরুপ্রকৃতিব অথচ শত্রুতাকাবীকে বধ কবার জন্য কেহ স্তুতি কবিলে উল্লসিত হইতেন না। [উপযুক্ত তিনটী বাক্যে ব্যতিবেকালঙ্কাব। বাহুব মত পবাক্রমী কিন্তু তদপেক্ষা গুণশালী নলের মত মহান বাজা কিন্তু কলিপববশ নন, বিষ্ণুব মতই তিনি কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুবধে অনুল্লসিত—এইভাবে তাৎপর্য্য হওযায সর্বক্ষেত্রে উপমান হইতে বাজার আধিক্য বোঝাইতেছে—সুতবাং শ্লিষ্টবিশেষণ বশতঃ ব্যতিবেক অলঙ্কাব। গোপজাতীয় নন্দ যেমন যশোদাকে আশ্রয কবিযাছিল তিনিও তেমনি যশোদা (অর্থাৎ কীর্ত্তি দান কবিতে পাবে এমন কর্ম কবিবাব ইচ্ছা) পোষণ কবিতেন। জবাসন্ধেব (এই নামেব মহাভাবতোক্ত বাজাব) বিগ্রহ (=দেহ) যেমন সন্ধি (=সংযোজন দ্বাবা অর্থাৎ পাটিত অংশদ্বয জবানাম্নী বাক্ষসাব দ্বাবা যোগ করার ফলে) নির্মিত হইযাছিল ইনিও তেমনি সন্ধি (=বিবদমান পক্ষদ্বযেব শান্তি) ও বিগ্রহ (=যুদ্ধ) সুবিধামত সংঘটিত কবিতেন। ভার্গব (শুক্রাচার্য্য) যেমন সদা (=সর্বদা) নভোগ (=আকাশচাবী) ইনিও তেমনি সর্বদা (বিপ্রাদিকে) দান করিয়া ও (সুখ) ভোগ কবিতেন (সদা ঃ নভঃ+গঃ, স—দান ভোগঃ)। দশরথ যেমন সুমিত্রোপেত অর্থাৎ সুমিত্রাকে (এই নামেব পত্নী) পাইয়াছিলেন, এবং সুমন্ত্র (দশবথেব সারথি ও বন্ধু) কর্তৃক পবামর্শেব দ্বারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন, এই বাজাও তেমনি সুমিত্রোপেত (=সদ্বন্ধু পাইয়াছিলেন) এবং সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত অর্থাৎ সৎপরামর্শেব দ্বারা (বাজ্যে) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দিলীপ (রামায়ণোক্ত

দশরথ ইব সুমিত্রোপেতঃ সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতশ্চ, দিলীপ ইব সুদক্ষিণানুরক্তো[৪৭] রক্ষিতগুশ্চ, রাম ইব জনিতকুশলবয়োরূপচ্ছায়ঃ।

রাজবিশেষ, রাজা রঘুর পিতা) যেমন সুদক্ষিণাতে (তাঁহার পত্নী) অনুরক্ত ও রক্ষিতগু (অর্থাৎ নন্দিনী নামক কামধেনু রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই (যজ্ঞাদিশেষে) সুদক্ষিণানুরক্ত অর্থাৎ উত্তম দক্ষিণা দানে অনুরাগী ও পৃথিবীর (=গো) রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন (রক্ষিতা গৌঃ যেন সঃ রক্ষিতগুঃ বহুব্রীহিঃ। উপসর্জ্জন-সংজ্ঞক হওয়ায় গো-শব্দটি—'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য' সূত্রানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে। গো কথার অর্থ (১) পৃথিবী (২) গোরু)। রামচন্দ্র যেমন (স্বীয় পুত্র) কুশলবের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন, তিনিও তেমনই কুশল-বয়ো-রূপে (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন (রামচন্দ্রপক্ষে-কুশালবয়োঃ+উপচ্ছায়ঃ= কুশলবের মধ্যে যাঁহার উপচ্ছায় অর্থাৎ বৃদ্ধি; পুত্রের দ্বারা বংশবৃদ্ধি ও জনকের অভীষ্ট পূরণাদি হয় বলিয়া এখানে কুশ ও লবের মধ্যে রামচন্দ্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল এইরূপ বলা হইতেছে। রাজপক্ষে—কুশলবয়ো (রূপোচ্ছায়ঃ কথাটীকে একটী সমস্তপদ ধরিতে হইবে। কুশলশ্চ বয়শ্চ রূপং চ = কুশলবয়োরূপং, তস্য উচ্ছায়ঃ বৃদ্ধিঃ যস্মিন্ ইত্যর্থঃ)

[নন্দগোপ হইতে উপচ্ছায়ঃ পর্য্যন্ত অংশটী শ্লেষানুপ্রাণিত পূর্ণোপমা হইয়াছে। উপমেয় এখানে প্রক্রান্ত বলিয়া তাহার লোপে লুপ্তোপমা এইরূপ বলা চলে না।

এই পর্য্যন্ত রাজা চিন্তামণির বর্ণনা।]

তস্য চ রাজ্ঞঃ[৪৮] পারিজাত ইবাশ্রিতনন্দনঃ, হিমালয় ইব জনিতশিবঃ, মন্দর ইব ভোগিভোগাঙ্কিতঃ, কৈলাস ইব মহেশ্বরোপভুক্তকোটিঃ, মধুরিব নানারামানন্দকরঃ, ক্ষীরোদমথনোদ্ধতমন্দর ইব মুখরিতভুবনঃ, রাগ[৫০] ইবোল্লসিতরতিঃ, ঈশানভূতিসঞ্চয় ইব সন্ধ্যোচ্ছলিতঃ; শরন্মেঘ ইবাবদাতহৃদয়ো বিষ্ণুপদাবলম্বী চ,

(এইরকম চিন্তামণি নামে) সেই রাজার কন্দর্পকেতু নামে এক পুত্র ছিল। এই কন্দর্পকেতু ছিলেন পারিজাতের মতই আশ্রিতনন্দন (আশ্রয়কারীর আনন্দের কারণ; নন্দন নামে স্বর্গোদ্যান যাহার আশ্রয়। দ্বিতীয় অর্থটি পারিজাতপক্ষে)। হিমালয় যেমন জনিতশিব (= শিবা অর্থাৎ পার্বতীর জনক) তিনিও তেমনই জনিতশিব (অর্থাৎ, মঙ্গলজনক কর্মের সম্পাদক) ছিলেন। মন্দর (পর্বত বিশেষ) যেমন ভোগিভোগাঙ্কিত (= ভোগী = সর্প, ভোগ = বেষ্টন; অতএব সর্পের বেষ্টনের চিহ্ন সমন্বিত; ক্ষীরোদধি মন্থন কালে মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও অনন্তনাগকে মন্থনরজ্জু হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল; মন্থনকালে মন্দরপর্বতে ঘর্ষণজনিত একটি দাগ নিশ্চয় পড়িয়াছিল বলিয়া কবি কল্পনা করিতেছেন) সেই কন্দর্পকেতুও তেমনি ভোগিভোগাঙ্কিত অর্থাৎ ভোগী = বিলাসী; তাহাদের ভোগ অর্থাৎ বিলাসদ্রব্য; তৎসমন্বিত ছিলেন। কৈলাস (পর্বত) যেমন মহেশ্বরোপভুক্তকোটি (= যাহার কোটি = শিখরদেশ মহেশ্বরকর্তৃক উপভুক্ত = সুখে অধিষ্ঠিত) তিনিও তেমনি মহেশ্বরো-পভুক্তকোটি (= মহারাজগণের কোটিসংখ্যক ধনের উপভোগকারী)। মধু (বসন্ত ঋতু) যেমন নানারামানন্দকর (= নানা = বহু রামা = রমণী; বহু-রমণীর আনন্দজনক) তিনিও তেমনি নানারামানন্দকর (= বহুরমণীর আনন্দ-বিধানকারী)। ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনকারী মন্দর (পর্বত) যেমন মুখরিতভুবন (= মন্থনোত্থিত শব্দে পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছিল) তিনিও তেমনই মুখরিত-ভুবন (= আপনজয় ঘোষণার দ্বারা মুখরিত করিয়াছিলেন। • (প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক) অনুরাগ যেমন রতিকে (কামক্রীড়াকে) উদ্দীপ্ত করে, তিনিও তেমনই (= প্রজাগণের তাঁহার প্রতি) অনুরাগ (= অনুরক্ততা) উল্লসিতরতি (= প্রজাগণের প্রতি তাঁহার প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল), মহাদেবের ভূতিসঞ্চয় (= ভস্মরাশি) যেমন সন্ধ্যোচ্ছলিত = সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়। তিনিও তেমনি সন্ধ্যোচ্ছলিত [সন্ধ্যা = (সম্ – ধ্যা + ক) সম্যগ্ বিচার-শালিতার জন্য উচ্ছলিত = বৃদ্ধিপ্রাপ্ত] হইয়াছিলেন। শরতের মেঘ যেমন অবদাতহৃদয় অর্থাৎ মাঝখানে শাদা এবং বিষ্ণুপদ অর্থাৎ আকাশকে

অবলম্বন করিয়া থাকে তিনিও তেমনি অব্যাতহৃদয় অর্থাৎ নিষ্পাপ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ও বিষ্ণুপদাবলম্বী অর্থাৎ হরিচরণের ভক্ত। পার্থ (= অর্জ্জুন) যেমন সমরসাহসোচিত অর্থাৎ যুদ্ধে উৎসাহী, তিনিও তেমনই যুদ্ধে উৎসাহসম্পন্ন।

পার্থ ইব সমরস্সাহসোচিতঃ, কংস ইব কুবলয়া[51]-পীড়ঃ,[51a] তার্ক্ষ্য ইব বিনতাহহনন্দকরঃ[52] সুমুখনন্দনশ্চ, বিষ্ণুরিব ক্রোড়ীকৃতসুতনুঃ, শান্তনব ইব স্ববশস্থাপিতকালধর্ম্মঃ,[53] কৌরবব্যূহ ইব সুশর্মাধিষ্ঠিতঃ, জলধরসময়[54] ইব বিমলতরবারিধারাত্রাসিতরাজমণ্ডলঃ,[55] সুবাহুরপি রামানন্দী,

কংস যেমন কুবলয়াপীড় (= কু - পৃথিবী, তাহার বলয়কে ভূষণরূপে ব্যবহার করিতেন) তিনিও তেমনই কুবলয়াপীড (কুবলয় = উৎপল তাহার দ্বারা নির্মিত ভূষণ ধারণ করিতেন)। গরুড় যেমন বিনতার গরুড়ের মাতার নাম বিনতা) আনন্দবিধানকারী ও সুমুখনন্দন (সুমুখ নামে পু সম্পন্ন), তিনিও তেমনই বিনতানন্দকর (বিনত = নম্র, তাহাদের আনন্দদানকারী) ও সুমুখনন্দন (সুমুখ = পণ্ডিত ; তাঁহাদের আনন্দদানকারী)। বিষ্ণু যেমন ক্রোড়ীকৃতসুতনু (সুতনু - সুন্দর দেহ ; ক্রোড = শূকর ; যিনি নিজের শোভন-দেহকে শূকররূপে পরিণত করিয়াছেন তিনি ক্রোড়ীকৃতসুতনু। শ্রীবিষ্ণু মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন), তিনি তেমনি ক্রোড়ীকৃতসুতনু (= সুতনু = সুন্দরী রমণী ; তাহাকে ক্রোড়ীকৃত অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়াছিল)। শান্তনুনন্দন (ভীষ্ম) যেমন কাল (অর্থাৎ মৃত্যুরূপ মরণশীলের) ধর্মকে স্বেচ্ছাধীন করিয়াছিলেন তিনিও তেমনই কাল ও ধর্মকে নিজের ইচ্ছার অধীন করিয়াছিলেন। কৌরবগণের সেনাবাহিনী যেমন সুধর্মাধিষ্ঠিত (=নায়ক ছিল সুশর্মা নামক ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা), তাঁহার সেনাবাহিনীও তেমনি সুশর্মাধিষ্ঠিত (সুশর্মা = শোভন সুখ, তাহার দ্বারা অধিষ্ঠিত ; অর্থাৎ সুখযুক্ত) ছিল। বর্ষাকালে যেমন রাজমণ্ডল অর্থাৎ চন্দ্রবিম্ব অতিনির্মল জলধারার

দ্বারা ত্রাসিত অর্থাৎ বিভীষিত হয়, তেমনি তাঁহার বিমল অর্থাৎ তীক্ষ্ণতাবশতঃ উজ্জ্বল তরবারির ধারের দ্বারা বিভীষিত হইয়াছিল রাজমণ্ডল অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্বস্থ নৃপমণ্ডল।

তিনি (সেই কন্দর্পকেতু) সুবাহু হইয়াও রামানন্দী (বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে সুবাহু নামক এক রাক্ষস রামের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সুতরাং সে রামের শত্রু; অতএব সে রামানন্দী অর্থাৎ রামকে আনন্দ দান করেছিল, এইকথা বলায় বিরোধ হয়। তাহার পরিহার—কন্দর্পকেতু সুবাহু অর্থাৎ সুন্দর বাহু-বিশিষ্ট ছিলেন এবং তিনি রামানন্দী অর্থাৎ রামা = সুন্দরীরমণীদের আনন্দ বিধান করিতেন)।

সমদৃষ্টিরপি মহেশ্বরঃ,[৫৬] মুক্তাময়োঽপ্যতরলমধ্যঃ, বংশপ্রদীপোঽপ্যক্ষতদশঃ, তনয়োঽভূৎ কন্দর্পকেতুর্নাম।

যেন চ[৫৭] চন্দ্রেণেব সকলকলাকুলগৃহেণ, শর্বরীতিহারিণা, দলিত-কৈরবেণ,[৫৮] প্রসাধিতাশেন বিলোকিতাঃ, জলধয় ইব সমুল্লাসিত-গোত্রাঃ,[৫৯] সুদূরবিবর্দ্ধিতজীবনাঃ,[৬০] প্রসন্নসত্ত্বাঃ সন্তঃ, পরামৃদ্ধিমবাপুঃ[৬১]।

তিনি সমদৃষ্টি অর্থাৎ সমসংখ্যকচক্ষুর্বিশিষ্ট হয়েও সত্ত্বেও মহেশ্বর (মহাদেবের তিনটি নয়ন থাকায় তিনি বিষমবিলোচন। সুতরাং সমদৃষ্টি হইয়া মহেশ্বর বলায় বিরোধ; পরিহার – কন্দর্পকেতু সকলপ্রকার প্রজার প্রতি পক্ষপাত-বিহীন এবং মহান্ শাসনকারী। তাৎপর্য্য—তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন; প্রিয়জন দোষী হইলেও শাস্তি দেন এবং কোন প্রজা তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে অপ্রিয় হইলেও তাহার গুণের সমাদর করেন।) তিনি মুক্তাময় অর্থাৎ মৌক্তিকমণির প্রাচুর্য্য তাঁহার থাকিলেও তিনি অতরল মধ্য অর্থাৎ হারের মধ্যমণিবিহীন (পরিহার—মুক্তাময় = রোগমুক্ত; আময় = রোগ। তরল = (১) চঞ্চল (২) হারের মধ্যমণি। অতএব অর্থ হইতেছে—নীরোগ ও অচঞ্চল হৃদয়)।

সকল কলার (=অংশ) আশ্রয় অর্থাৎ ষোড়শ কলায় পূর্ণ শর্বরীর (=রাত্রির) ঈতি [=(অন্ধকাররূপ) উপদ্রব] হরণ যিনি করেন, কৈরব অর্থাৎ কুমুদের (যিনি) শত্রু, সকল আশার (=দিকের) (যিনি) প্রসাধন (=শোভা) সম্পাদনকারী (সেই) চন্দ্র যেমন দৃষ্টিপাত করিলেই জলধি যেমন পর্বতের (=গোত্রের) তটভাগে আছড়াইয়া পড়ে, তাহার জীবন (=জল) যেমন অনেক দূর পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, এবং যাহার মধ্যে (জলচর) প্রাণিগণ প্রসন্ন চিত্তে অবস্থান করে (এটী জলধির বিশেষণ), তেমনি সকল (চৌষট্টী) কলাবিদ্যার আশ্রয়স্থল, শর্বের (=মহাদেবের) রীতির (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও তাহাতে যেমন মহাদেব অনাসক্ত, সেইরূপ ভোগৈশ্বর্য্যে অনাসক্তির রীতির) অনুকরণপরায়ণ, সকল কৈরব (=শত্রুর) বিনাশকারী, অর্থিজনের আশা (=অভিলাষ) পূরণ-কারী (সেই কুমার) দৃষ্টিপাত করিলেই সাধুগণের (=সন্তঃ) বংশ (=গোত্র) উল্লাসিত হয়, জীবিকা (=জীবন) সুদূরপ্রসারিণী হয়, মানস (সত্ত্ব) প্রসন্ন হয় এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধিলাভ করে।

যস্য চ[62] জনিতানিরুদ্ধলীলস্য, রতিপ্রিয়স্য, কুসুমশরাসনস্য মকর-কেতোরিব দর্শনেন বনিতাজনস্য হৃদয়মুল্ললাস।

যস্মৈ চানুগতদক্ষিণসদাগতয়ে, নেত্র[63]-শ্রুতি-সুখদায়,[64] কোমল[65]-কোকিল-রুতায়, বিকসিতপল্লবায়,[66] কৃতকান্তারতরঙ্গায় সুরভিসুমনোঽ-ভিরামায়, সর্বজনসুলভপদ্মায়,

মকরকেতুর (কামদেবের) মত যে কন্দর্পকেতুর দর্শনে সকল রমণীজনের হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিত। [বস্তুতঃ কন্দর্পকেতু ও কামদেবের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক] উভয়ে (১) জনিতানিরুদ্ধলীল, (২) রতিপ্রিয় ও (৩) কুসুমশরাসন, [কামদেবপক্ষে—(১) যিনি নিজপুত্র অনিরুদ্ধের খেলা জোগাইয়াছেন, (২) যিনি (স্বীয়পত্নী) রতির প্রিয় ও (৩) যাঁহার শরাসন কুসুমনির্মিত। কন্দর্প-কেতুপক্ষে—(১) যাঁহার লীলাবিলাস অনিবারিত ছিল, (২) কামক্রীড়া

(= রতি) যাঁহার প্রিয় (৩) যিনি কুসুমশর অর্থাৎ কামদেবকে (স্বীয় সৌন্দর্য্যে) তিরস্কার করিয়াছেন; কুসুমশর—অস্ + ল্যুট্ – কুসুমশরাসন, √অস্ = নিক্ষেপ করা বা পরাভূত করা ; তাহা হইতে তিরস্কার করা]।

দক্ষিণ পবন যাহার অনুগত সেবকের মত, নেত্রশ্রুতির (= সর্পের) যিনি সুখ দেন, (যাহার থাকার সময়) কোকিলের স্বর কোমলতর হয়, পল্লব বিকসিত হয়, যে প্রেমিকজনের রতিরঙ্গ-উৎপাদনকারী, সুরভি কুসুমে সুন্দর, যে সকলের কাছে পদ্মকে সুলভ করে থাকে, চম্পকরূপ সম্পৎ যে বৃদ্ধি করে থাকে, যে দমনকায় (= একপ্রকার সুগন্ধিলতার) ছাইয়া যায়, সেই বসন্তকে সহস্র-কোরকে ভরা, ভ্রমরপরিগতা নবকিসলয় শোভিতা, বিহগভূষিতা উপবনলতা যেমন স্পৃহা করে, তাহাদেরই মত উৎকণ্ঠাকুলা, ভ্রমর অর্থাৎ কামিজন পরিবৃতা (হইয়াও), বিদ্রুমমণি নির্মিত হারে শোভিতা বহু তরুণী বয়সোচিত বিলাস সহকারে বসন্তের মত কন্দর্পকেতুকে পাইবার জন্য স্পৃহা করিত ; (করিবেই না কেন ? কন্দর্পকেতুও বসন্ত ঋতুর মত) দক্ষিণ অর্থাৎ সাধুজনের অনুগত, নেত্রশ্রুতিসুখপ্রদ অর্থাৎ দেখিতে ও সুখকর, তাঁহার কীর্ত্তি শুনিতেও সুখ, কোকিলের কোমল স্বরের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর, তাঁহার পল্লব অর্থাৎ বল ও বিকাসিত অর্থাৎ প্রখ্যাত। তিনিও কৃত-কান্তা-রঙ্গ অর্থাৎ কান্তাদের (প্রমদাদের) রঙ্গ অর্থাৎ মদনবিকার উৎপাদন করিতেন (অর্থাৎ তাঁহাকে দেখা মাত্র প্রৌঢ়কামা রমণীদের কামবিকার উপস্থিত হইত)। তিনি বসন্তেরই মত সকলজনের নিকট পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীকে সুলভ করিয়া দিয়াছিলেন (প্রার্থি-মাত্রেই তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিত), এবং (তাঁহার) সুবর্ণসম্পৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, দমনক অর্থাৎ বীরকুলকে তিনি স্বীয় শৌর্য্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

বিস্তৃতকনকসম্পদে, অতিক্রান্তদমনকায় বসন্তায়েব, উপবনলতা ইবোৎকলিকাসহস্রসঙ্কুলা,[৬৭] ভ্রমরসঙ্গতাঃ, প্রবালহারিণ্যঃ[৬৮] বিলসদ্-বয়সস্তরুণ্যঃ স্পৃহয়াঞ্চক্রুঃ।

যস্য চ সমরভুবি ভুজদণ্ডেন কোদণ্ডং, কোদণ্ডেন শরাঃ, শরৈররিশিরঃ, অরিশিরসা ভূ-মণ্ডলং, ভূমণ্ডলেনানুভূতপূর্বো নায়কঃ, নায়কেন কীর্ত্তিঃ, কীর্ত্যা চ সপ্তসাগরাঃ, সাগরৈঃ কৃতযুগাদিরাজচরিতস্মরণম্, স্মরণেন"" স্থৈর্য্যম্,, স্থৈর্য্যেণ প্রতিক্ষণমাশ্চর্য্যমাসাদিতম্।

ভ্রমরপরিব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, সহস্রকোরকে আকীর্ণা, প্রবালমালিনী (=কচিপাতার মালা-ধারিণী) বিলসদবয়সা (নানা রঙের পাখী বসায় সমুজ্জ্বলা) উপবনলতাগুলি যেমন বসন্তের কামনা করে, তেমনই বিলসদ্বয়স (=যৌবনপ্রদর্শনকারিণা) (কন্দর্পকেতুকে বহু) ভ্রমর (=কামুক) পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকা সত্ত্বেও কন্দর্পকেতুর জন্য উৎকণ্ঠায় পুলকাঙ্কুরে আকীর্ণ, প্রবাল (=পলা) মালাধারিণা তরুণীরা কন্দর্পকেতুকে স্পৃহা করিতেন। (শ্লেষানুপ্রাণিত উপমা)।

(যস্মৈ, বসন্তায়, এবং ইহাদের চতুর্থ্যন্ত বিশেষণগুলির চতুর্থীর কারণ 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদানত্ব)।

এবং রণক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ভুজদণ্ড লইত ধনুঃ, ধনুঃ লইত শর, শর লইত শত্রুশির, শত্রুশির আবার লইত ভূতল, ভূতল লইত অননুভূতপূর্ব নায়ক, নায়ক পাইত কীর্ত্তি, কীর্ত্তি ছড়াইত সপ্তসাগরে, সাগর স্মরণ করিত সত্যযুগের রাজগণের কীর্ত্তি, আর স্মরণ পাইল স্থিরতা, স্থিরতাও বিস্মিত হইল।

[উপরের বাক্যটিতে মালাদীপক নামক অলঙ্কার হইয়াছে; মালাদীপকের লক্ষণ "তন্মালাদীপকং পুনঃ।

ধর্ম্মিণামেকধর্ম্মেণ সম্বন্ধো যদ যথোত্তরম্।।" সাহিত্যদর্পণ ১০।৭৭

এখানে আসাদনক্রিয়ারূপ ধর্ম্মের দ্বারা ভুজদণ্ডাদি বহু ধর্ম্মীর পর পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে, সেইজন্য এখানে মালাদীপকের লক্ষণ সঙ্গতি হইতেছে। বস্তুতঃ সাহিত্যদর্পণে ধৃত উদাহরণটী যেন উপযুক্ত বাক্যটীর সারসংগ্রহ—

"ত্বয়ি সঙ্গরসংপ্রাপ্তে ধনুষাহংসাদিতাঃ শরাঃ।
শরৈররিশিরস্তেন ভূস্তয়া ত্বং ত্বয়া যশঃ॥"

হে রাজন! তুমি রণক্ষেত্রগত হইলে ধনুক পায় শর, শর পায় শত্রুশির, শত্রুশির পায় ভূতল, ভূতল পায় তোমাকে, আর তুমি পাও যশঃ।]

যস্য চ প্রতাপানলদগ্ধদয়িতানাং রিপুসুন্দরীণাং করতল[70]তাড়ন-ভীতৈরিব মুক্তাহারৈঃ পয়োধরপরিসরো[71] মুক্তঃ।

যস্য চ নিশিত-নারাচ-জর্জ্জরিত-মত্ত-মাতঙ্গ-কুম্ভস্থল-বিগলিত-নিস্তল[72]-মুক্তাফল-নিকর[73]দন্তুরিত-পরিসরে, পতৎ[74]-পত্ররথে রক্তবারি-সমুড্ডয়মান-দ্বিরদ-পদ-কচ্ছপে, বিলসদুৎপল[75]-পুণ্ডরীকে, বাহিনীশত-সমাকুলে, নৃত্যৎ[76]-কবন্ধ-বিধুরে[77] সুরসুন্দরী,[78]-সমাগমোৎসুক-ভটা-হুঙ্কার ভাষণরবভীষণে, সাগর ইব সমরশিরসি,[80] ভিন্নপদাতিকরিতুরগ-রুধিরার্দ্র[81]-জয়লক্ষ্মীপাদালক্তক-রাগরঞ্জিত ইব খড়্গো ররাজ।

যাঁহার প্রতাপরূপ অগ্নিতে দয়িতগণ (প্রেমিক পতিগণ) দগ্ধ হওয়ায় শত্রুরমণীদের (বৈধব্যদুঃখে বক্ষে করাঘাত হানিবে) করতলের আঘাতের ভয়ে যেন মুক্তাহারগুলি তাহাদের স্তনপ্রান্ত হইতে খসিয়া পড়িত। (এখানে 'করাঘাতের ভয়ে'—ইহার পর 'ইব' = যেন কথাটি না প্রয়োগ করিলে বাক্যার্থ-বোধে ব্যাঘাত হয়, সেইজন্য 'ইব' কথাটী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। এইজন্য গুণোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়াছে। রিপুসুন্দরীরা বিধবা হইয়া দুঃখে বুক চাপড়াইয়া বিলাপ করিত, কারণ তাহাদের পতিগণ কন্দর্পকেতুর সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইরূপে কন্দর্পকেতুর যুদ্ধে অসহ্যবিক্রমের বর্ণনা ঘুরাইয়া বোঝানর জন্য এখানে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হইয়াছে। পর্য্যায়োক্তের লক্ষণ—"পর্য্যায়োক্তং যত্র গম্যং ভঙ্গ্যাভিধীয়তে।" পর্য্যায়োক্ত ও উৎপ্রেক্ষা এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত হওয়ায় সঙ্করালঙ্কার)।

মৃত সৈনিক, গজ ও অশ্বের রুধিরে সিক্ত জয়শ্রীর চরণের অলক্তরাগে (আলতায়) যেন রাঙানো যাঁহার তরবারি সমরাগ্রে বিরাজ করিত। আর (সেই সমরক্ষেত্র সমুদ্রের মত, (কেননা) ধারাল সর্বলৌহময় বাণে বিদীর্ণ হস্তীর গণ্ডদেশ হইতে খসিয়া পড়া গোলাকার (= নিস্তল) মুক্তাফলের জন্য সমরাঙ্গন যেমন বন্ধুর, তেমনি মুক্তাফলকণ্টকিত সাগরের তলদেশ।

রণাঙ্গনে যেমন (চারিদিকে) পত্ররথ (=বাণের পশ্চাদ্ভাগে গ্রথিত পাখীর পালক) পড়িতে থাকে, তেমনি সাগরে পত্ররথ (=পক্ষিসমূহ জলপানের জন্য) অবতরণ করে। সমরাঙ্গণে হস্তিপদ-রূপ কচ্ছপ রুধিররূপ জলে যেমন লাফিয়ে চলে, তেমনি সাগরেও হস্তিপদসদৃশ (বৃহদাকার) কচ্ছপকুল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন পড়ে থাকে উৎপল (=মাংসবিহীন) পুণ্ডরীক (=মৃত-পুরুষের হৃৎপদ্ম) সাগরেও তেমনি থাকে কুমুদ (=উৎপল) ও শ্বেতপদ্ম(=পুণ্ডরীক)

অথ স[৪২] কদাচিদ্ অবসন্নায়াং যামবত্যাংদধি-ধবল[৪৩]-কাল-ক্ষপণক-গ্রাস[৪৩a]-পিণ্ড ইব, নিশাযমুনাফেনপুঞ্জ[৪৪] ইব মেনকানখমার্জন-ধবল[৪৫]-শিলা-শকল ইব, মধুচ্ছত্রচ্ছায়মণ্ডলোদরে, পশ্চিমাচলোপধানসুখনিষণ্ণ-শিরসো রাজত-তাটঙ্ক-চক্র[৪৬] ইব, শ্যামশ্যামায়াঃ,[৪৭] শেষমধুভাজি চষক ইব বিভাবরীবধ্বাঃ, অপরজলধিপয়সি শঙ্খকান্তিকামুক ইব মজ্জতি কুমুদিনী-নায়কে,

সাগরে যেমন শত শত নদীর সমাবেশ, আহবাঙ্গনেও তেমনি সেনাদের কত দল ; সাগর যেমন উচ্ছল তরঙ্গবিভঙ্গিমায় মনোহর, সমরক্ষেত্রেও তেমনি মস্তকহীন শবদেহের আক্ষেপে ভয়ঙ্কর। সুরসুন্দরী (মৎস্যবিশেষের নাম) ধরিতে পারিয়া ভটেদের (=ধীবরদের) অহঙ্কার (দ্যোতক) শব্দে ভীষণ যেমন সমুদ্র, তেমনি সমরস্থল ও অপ্সরসমাগমের জন্য উৎসুক ভট-(=সৈন্য)-দিগের পরস্পরকে (স্পর্দ্ধাভরে) আহ্বানের শব্দে ভয়ঙ্কর।

(অথ স কদাচিৎ অবসন্নায়াং যামবত্যাং কন্যামপশ্যৎ স্বপ্নে—এইটী বাক্য।)

অনন্তর একদা তিনি (কন্দর্পকেতু) নিশান্তে এক কন্যাকে স্বপ্নে দেখিলেন। ঠিক সেই সময় কুমুদিনীর পতি (চন্দ্র) অপরজলধি অর্থাৎ অস্তসমুদ্রে শঙ্খের শুভ্রকান্তি লাভ করিবার জন্য (সবেমাত্র) ডুব দিতেছিলেন। (মনে হইতেছিল) কালরূপী ক্ষপণক (জৈন সন্ন্যাসী) চন্দ্রকে যেন দধিমিশ্রিত পিণ্ড (মনে করিয়া) গ্রাস করিতে উদ্যত ;' চন্দ্রত' নয়, যেন তাহা রাত্রিরূপ যমুনার ফেনপুঞ্জ ;

যেন (সেটা) মেনকার (হিমালয়পত্নীর বা মেনকানাম্নী অপ্সরার) নখঘষার (জন্য ব্যবহৃত) শুভ্র প্রস্তরখণ্ড ; মধুচ্ছত্রের (= পুষ্পবিশেষের) ছায়ার মধ্যবর্তী অংশ যেন (সেই কলঙ্কিত চন্দ্র) ; অস্তাচলকে উপাধান (বালিস) করিয়া নিশা যেন সুখে মস্তকস্থাপন করিয়াছেন, আর চন্দ্র যেন সেই (নিদ্রিত) নিশার রৌপ্য-নির্মিত গোলাকার একটী কর্ণভূষণ (কাণে ব্যথা যাহাতে না লাগে তাহার জন্য মেয়েরা শুইবার সময় কর্ণালঙ্কার খুলিয়া বালিসের পার্শ্বে রাখিয়া দেয়, কবি সুবন্ধু—মেয়েদের সেই অভ্যাস স্মরণ করিয়া এই কল্পনা করিয়াছেন) ; চন্দ্র যেমন ষোড়শী যুবতি রাত্রিবধূর পাতাবশিষ্ট মদ্যপানের পাত্র (পীতাবশিষ্ট বলার কারণ পানান্তে অঘোরে নিদ্রিত রাত্রিবধূ এবং পাশে সেই মদের পাত্র হাত হইতে আপনা-আপনি খসিয়া পড়িয়াছে এই ভাবটী বোঝান)।

মন্তব্য ঃ—আখ্যানভাগের সহিত এইসব বর্ণনার যেমন সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ এবং তাহার জন্য সুবন্ধু যেমন আধুনিক সমালোচকের কোপকুটীল দৃষ্টিতে পড়িবেন, তেমনি ইহার স্বীকার করিতে হইবে যে এখানে সুবন্ধু হঠাৎ প্রত্যক্ষর-শ্লেষ নিবদ্ধ করার কথা ভুলিয়া গিয়া রাত্রিশেষের সৌন্দর্যাটুকু যেভাবে নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন, তাহার সার্থক এক বর্ণণায় এখানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যাহা যাহা অনুষঙ্গ রতিভাবে ভাবিত সুবন্ধুর মনে তৎকালে উদিত হইয়াছে তাহা যেন অনায়াসপটুতায় নিঃশেষে শব্দার্থের মধ্য দিয়া এখানে উপনীত।

শিশির-হিম-শী[৬৮]-কর-কর্দমিত-কুমুদ[৬৯]-মধ্য-বদ্ধ-চরণেষু ষট্চরণেষু, কলা-প্রলাপবোধিতচকিতা[৭০]-ভিতসারিকাসু সারিকাসু, প্রবুদ্ধাধ্যয়ন-কর্মঠেষু মঠেষু, বিভাস[৭১]-রাগ-মুখর-কার্পটিক-জনোপগীয়মান[৭২]-কাব্য-কথাসু[৭৩] রথ্যাসু, সকল-নিপীত-নৈশ-তিমির-সংঘাত[৭৪]-মতনীয়স্তয়া বোঢুমসমর্থেষ্বিব,[৭৫] কজ্জলব্যাজাদ্ উদ্বমৎসু, কামি[৭৬]-মিথুন-নিধুবন-লীলা-দর্শনার্থমিবোদ্গ্রীবিকাশতদানখিন্নেষু, বিবিধ-বিভ্রম[৭৭] সুরত-ক্রীড়া-

সাক্ষিষু, শরণাগতমিবাধো[৭৭] নিলীনং তিমিরবংসু, দুর্জনবচনেষ্বিব[৭৮] দগ্ধ-স্নেহতয়া মন্দিমানমুপগতেষু, অতিবৃদ্ধেষ্বিব দশান্তমুপগতেষু, বিপন্নসদী-শ্বরেষ্বিব পাত্রমাত্রাবশেষেষু, দানবেষ্বিব নিশান্তমধ্যচারিষু,

(আরো) তখন (অর্থাৎ কন্দর্পকেতুর স্বপ্ন দেখার সময়) শীতল শিশিরবিন্দু-দ্বারা কর্দমিত কুমুদের মধ্যভাগে ভ্রমরের চরণ হইয়াছিল বদ্ধ (কাদায় লোকের যেমন পা আটকাইয়া যায়, তেমনি ভ্রমরের পাও কুমুদের মধ্যে রেণু ও শিশির-বিন্দুতে মিশিয়া যে কাদা হইয়াছিল তাহাতে আটকিয়া গিয়াছিল); তখন অভিসারিকারা সারীদের (স্ত্রীশুকপাখী) প্রাভাতিক অব্যক্ত মধুর কাকলীর দ্বারা চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল; তখন ছাত্রাবাসগুলি নিদ্রোত্থিত (ছাত্রগণের) অধ্যয়নের জন্য কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; পথগুলি তখন কার্পাসবস্ত্রের যাচক-দলের বিভাসরাগে গাওয়া কাব্যকথায় মুখর হইয়া উঠিতেছিল; (রথ্যা = রাস্তা; কার্পটিক = বস্ত্রযাচক); তখন প্রদীপগুলিও যেন নৈশতিমির এত বেশি পান করিয়াছিল যে তাহা বহন করিতে না পারিয়া (শেষ পর্য্যন্ত) কাজলরূপে তাহা বমন করিয়া দিতেছিল; (আরো) প্রদীপগুলি যেন (সারারাত) যুবকযুবতির সুরতক্রীড়ার দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব (গলা বাড়াইয়া) হইয়া থাকায় (তখন ক্লান্ত হইয়া পড়ায় নিশাবসানকালে) নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল*; প্রদীপগুলি (যেন) বিভিন্ন বিলাসক্রীডার সাক্ষী; আর তাহারা তখন (কন্দর্পকেতুর স্বপ্নদর্শন কালে) নিজের নিজের তলায় শরণাগতের ন্যায় অন্ধকারকে রক্ষা করিতেছিল (রাত্রিশেষে দিবাভীত অন্ধকার যেন প্রদীপের শরণার্থী হইয়াছিল এবং প্রদীপও যেন তাহাকে নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল); স্নেহ বিনষ্ট হইলে দুষ্টের বাক্যের জোর যেমন (অন্যত্র) কমিয়া যায়, তেমনি স্নেহ (= তৈল) নিঃশেষিত হইলে প্রদীপগুলির (ঔজ্জ্বল্য) তখন হ্রাস পাইয়াছিল; সলিতা (= দশা) গুলি বাড়াইয়া দিলেও তখন শেষপ্রান্তে ঠেকিতেছিল (যেমন অতিবার্দ্ধক্যে মানুষ মানবদশার শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়), সাধুগণ ও রাজগণ

---

* মধুযামিনীদর্শকের ব্যবহার সমারোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি।

বিপদাপন্ন হইলে যেমন (স্নেহাদিহৃদ্‌বৃত্তির) ভাজন মাত্রে পরিণত হয়, তেমনি প্রদীপগুলিও তেমনি স্নেহাধার অর্থাৎ তৈলাধারমাত্রতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল ; দানবগণ যেমন নিশার মধ্য ও শেষভাগে বিচরণ করে, তেমনি প্রদীপ-গুলিও রাত্রির মধ্যভাগে ও শেষভাগে জ্বলন্ত ছিল এবং অস্তগিরিশিখরে পতঙ্গসমূহ যেমন ঝাঁপাইয়া পড়ে, এই প্রদীপগুলির উপরও তেমনি

অস্তগিরিশিখরেষ্বিব পতৎপতঙ্গেষু প্রদীপেষু, অনবরত-নিপতন্মক[100] রন্দ-বিন্দু-সন্দোহাস্বাদ[101] -মদ-মুগ্ধ-মধুকর-নিকুরম্ব-ঝঙ্কার-মুখরিতেষু, ম্লানিমানমুপগচ্ছৎসু বাসাগার-কুসুমোপহারেষু, *বিগলৎকুন্দৈরলকৈঃ প্রিয়বিরহশোকাদ্‌বাষ্পবিন্দূনিবোৎসৃজতীষু,[102] প্রিয়তম-গমন-নিষেধ-মিব কুর্বতীষু[103] বাচালতুলাকোটিভিশ্চরণপল্লবৈঃ,[104] রজনি[105]-শেষ-সুরত-ভর[106] পরিশ্রম-বিগলিত-কেশ-পাশ-দর-দলিত মাধবী[107] মালা-পরিমল-লুব্ধ-মধুকর-নিকুরম্ব[108] পক্ষানিল[109] নিপীত-নিদাঘ-জল-কণিকাসু,[110] উদ্বেল্লদ্‌ভুজবল্লি[111] কঙ্কণ-ঝণৎকার সুভগাসু,[112] নখপদ-সংসক্ত[113] কেশ-পাশ[114] বিনির্মোক-বেদনা-কৃত-সীৎকার-বিনির্গত-তুগ্ধ-মুগ্ধ-দশন-কিরণ-চ্ছটা[115] ধবলিতভোগাবাসাসু

পতঙ্গসমূহ (যখন কন্দর্পকেতু স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তখন) ফুল হইতে অবিরত ধারায় ঝরা মধুবিন্দু পানে মাতাল মুগ্ধ মধুকরগুলির ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল ; বাসরঘরের ফুলগুলি (ধীরে ধীরে) ম্লান হইয়া যাইতেছিল ; ঝরিয়া পড়িতে থাকা কুন্দকুসুম ও চূর্ণকুন্তলের জন্য (মনে হইতেছিল) কামিনীরা প্রিয়জন বিরহ বশতঃ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, যেন প্রিয়তমের গমন নিষেধ করিতেছিল চরণপল্লবের মুখর নূপুরগুলির দ্বারা ; ঈষদ্ বিকসিত মাধবী-মালার সুরভিতে আকৃষ্ট লুব্ধ ভ্রমরবৃন্দের পাখার বাতাসে স্খলিত কেশপাশ সেই রমণীদের তখন

* এখান হইতে 'কামিনীষু' পদটীর বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ সপ্তমী-বহুবচনান্ত পদগুলি।

রাত্রিশেষের সুরতের পরিশ্রম-বশতঃ ঘর্মজল শুকাইয়া গিয়াছিল। (সেই সময়) কামিনীরা চঞ্চল ভুজলতার কঙ্কনের মনোরম ঝঙ্কার তুলিতে তুলিতে নখক্ষতে জড়িয়ে যাওয়া (চূর্ণ) কুন্তল ছাড়াবার কষ্টে সীৎকার করার সময় কামিনীদের দুগ্ধধবল দাঁতগুলি (দেখা গিয়াছিল) এবং তাহার কিরণ চ্ছটায় ভোগাবাস যেন ধবলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

[সন্দোহ = বিন্দু; দর = ঈষৎ, দলিত = বিকসিত ; বাচাল = মুখর, তুলা-কোটি = নূপুর ; নিকুরম্ব = বৃন্দ, দল ; নিপীত = শোষিত ; ম্লানিমা = মলিনতা, ম্লান + ইমনিচ্ = ম্লানিমন্ (পুং) ; নখপদ = নখক্ষত ; ভোগাবাস = রতিগৃহ ; বিনির্মোক = মোচন ; বাষ্পবিন্দু = অশ্রুবিন্দু : নিদাঘজল = স্বেদ বা ঘাম ;]

পুনর্দশন-প্রশ্ন[116]-বিধুর-সখীজনানুক্ষণ-বীক্ষ্যমাণ-প্রিয়তমাসু, ক্ষণদা-গত-সুরত[117] -বৈযাত্য-বচন[118] -সম্মারক[119] -গৃহশুক-চাটুব্যাহৃতি-ক্ষণ-জনিত-মন্দাক্ষাসু, শরদ্বাসরলক্ষ্মীষ্বিব নখালঙ্কৃতপয়োধরাসু, আসন্নমরণা-স্বিব জীবিতেশপুরাভিমুখীষু, বসন্তরাজিষ্বিব উৎকলিকা-বহুলাসু, প্রিয়ৈরা-লিঙ্গ্যমানাসু কামিনীষু, আন্দোলিতকুসুমকেসরে কেশরেণুমুষি[119a] রণিত[120]-নূপুর[121]-মণীনাং রমণীনাম্, বিকচকুমুদাকরে মুদাকরে সঙ্গভাজি, প্রিয়বিরহিতাসু[122] রহিতাসু[122a] সুখেন মুর্মুরচূর্ণমিব[123] সমন্তাদর্পকে দর্পকেষু•দহনস্য,

(বন্ধুর কষ্টে) কাতর সখীরা যখন (সেই কামিনীদের) প্রিয়তমগণকে 'আবার কখন দেখা হবে', (এইরূপ) প্রশ্ন করিতেছিল তখন তাহারা (কামিণীরা) প্রিয়তমগণকে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতেছিল ; রাত্রিতে সুরতকালে যে সব (না, না ইত্যাদি) ধৃষ্টবাক্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, গৃহসারিকারা আদর পাইবার আশায় সেইগুলি স্মরণ করিয়া অনুকরণ করিয়া কামিনীদের ক্ষণকালের জন্য লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল (ক্ষণদা = রাত্রি ; বৈযাত্যবচন = ধৃষ্টবচন ; চাটুব্যাহৃতি = প্রিয় উক্তি ; মন্দাক্ষ = লজ্জা) ; শরৎকালে দিনগুলি যেমন ন-খালঙ্কৃত – পয়োধরা

(খ = আকাশ, অলংকৃত = পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিস্তৃত ; পয়োধর = মেঘ ; অতএব যখন আকাশে পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিস্তৃত মেঘ থাকে না – ন-খালঙ্কৃতপয়োধরা), সেই কামিনীরাও তেমনি স্তনে (প্রিয়তমের) নখচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল ; সেই সময় (অর্থাৎ কন্দর্পকেতু যে সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন), মৃত্যু যাহার নিকটবর্তী সে যেমন জীবিতেশের (= যমের) পুরীর অভিমুখী হয়, তাহারাও তেমনি জীবিতেশপুরাভিমুখী (জীবিতেশ = প্রাণেশ, প্রিয়তম, তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতেছিল ; অল্পক্ষণের মধ্যে বিচ্ছেদ হইবে এই আশঙ্কায়, আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে ছিল) ; বসন্তকালের বনবাজি যেমন বহুকোরকে আকীর্ণ, তাঁহারাও তেমনি (শিহরণের জন্য) রোমাঞ্চকন্টকে আকীর্ণ ছিল (উৎকলিকা = (১) কোরক, (২) পুলকাঙ্কর ; দর্পক = কামদেব ; দর্পযতি ইতি দর্প + ণ্বুল্ দর্পক) ;

(ইহার পর হইতে প্রভাতসমীরণের বর্ণনা হইতেছে। 'ভাবে সপ্তমী' প্রয়োগের দ্বারা প্রাভাতিক সমীরণের অবস্থা বর্ণনা দ্বারা কন্দর্পকেতুর স্বপ্ন দেখার সময় নির্ধারণ করা হইতেছে।) সেই সময় প্রভাতসমীরণ পুষ্পকেসর আন্দোলন করিতে করিতে নূপুরমণির নিক্কণকারিণী রমণীদের কেশপাশ হইতে

দূরপ্রসারিত-কোকপ্রিয়তমারুতে মারুতে বহতি, জঘন-মদন-[124] নগর-তোরণ-নগরতোরণস্রজা, মন্মথমহানিধি-জঘন[125]-কোশ-মন্দির-কনক-প্রাকারেণ, রোমরাজি-লতালবা[126]-লবলয়েন, জঘন চন্দ্রমণ্ডল পরিবেষণ, মদনত্রিভুবন[127] বিজয়প্রশস্তি-বর্ণাবলী[128]-কনকপত্রেণ

পরাগরেণু হরণ করিতেছিল, হর্ষজনক বিকসিত কুমুদের সংসর্গ-বশতঃ সুবভিত (সেই সমীরণ) প্রিয়বিরহিণী (এবং সেইজন্য সুখরহিতাদের মধ্যে কামদেব বাণের তুষাগ্নির মত ভস্ম চারিদিকে ছড়াইতেছিল, এবং চক্রবাকীদের (কোক = চক্রবাক, তাহাদের প্রিয়তমা, অর্থাৎ পত্নী ; মুর্ম্মুরচূর্ণম্ = তুষাগ্নিকণা) করুণ দূরপ্রসারি ক্রন্দন আরো দূরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। [কেসরে ও কেসরেণুমুষি শব্দের 'কেসরে' অংশ, 'নূপুরমণীনাং' এর 'রমণীনাং' অংশটি

ও পূরবর্তী 'রমণীনাং' পদটী, 'কুমুদাকরে' এর 'মুদাকরে' অংশটী এবং পরবর্তী 'মুদাকরে' পদটী, 'বিরহিতাসু' এর রহিতাসু এবং পরবর্তী 'রহিতাসু' পদটী, ও 'সমস্তাদপর্কে' এর 'দর্পকে' ও পরপদ 'দর্পকেষু' এর 'দর্পকে' অংশটী পৌনঃপুনিক উক্তির জন্য লাটানুপ্রাস নামক অলঙ্কার। এখানে যমক নয়,কারণ ইহাদের একত্রকটী শব্দের একদেশ হওয়ায় অনর্থক।] **(ইহার পর হইতে স্বপ্নদৃষ্টা কন্যা অর্থাৎ বাসবদত্তার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। সকল তৃতীয়ার একবচনান্ত পদগুলির সহিত 'উপশোভমানাম্' পদের অন্বয়।)** (স্বপ্নে দৃষ্টা সেই কন্যার) কোমরে ছিল মেখলা এবং তাহা বাঁধিবার জন্য দাম অর্থাৎ কাঞ্চিটী এমনই শোভিত ছিল যেন মনে হইতেছিল যে তাহা মদন-নগরীর সাক্ষাৎ তোবণ-মালা (জঘনদেশকে মদনাগার বলা হয় ; কটীদেশের বিপরীতভাগ জঘন ; তোরণ = নগরের প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য বৃহৎ দ্বার), যেন জঘনরূপ পেটিকায় মন্মথরূপ মহামূল্য সম্পৎ রক্ষা করার জন্য স্বণপ্রাচীর, আর তাহাকে ঘিরিয়া আছে রোমাবলীর আলবালবলয় যেন। (এখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হইয়াছেন। কবি প্রস্তুত বিষয়কে অপ্রস্তুতবিষয় বলিয়া মনে

সকল-হৃদয়-বন্দি[129]-জন-নিবাস-গৃহ[130]-পরিখা-বলয়েন, সকল-জগল্লোচন[131]-লাসক-বিহঙ্গমাবাস-কনকশলাকাগুণেন, মেঘলানাম্না[132] পরিকলিত[133]-জঘনস্থলাম্, উন্নতপয়োধরভারান্তরিতমুখচন্দ্রদর্শনাপ্রাপ্তি-খেদেনেব,[134] গুরুতর[135]-নিতম্ববিম্ব-কুচ[136] -কুম্ভ-নিরুদ্ধোভয়-[137] পার্শ্বজনিতায়াসেনৈব,[137a] মম[138] মূর্দ্ধ্নি স্থিতয়োরিয়ংপ্রমাণয়োঃ পয়োধর[138a]-কলসয়োঃ কথং ময্যেব পাতো ভবিষ্যতীতি চিন্তয়েব, গৃহীত[139]-গুরু-কলত্রানুশয়েনেব, বিধাতু-রতিপীড়য়তো হস্ত-পরামর্শ-জনিত-পরিক্লেশেনেব, ক্ষীণতামুপগতেন-মধ্যভাগেন অলঙ্কৃতাম্।

করিতেছেন)। জঘনরূপী চন্দ্রমণ্ডলের যেন পরিধি, বা, ত্রিভুবন জয় করার জন্য কামদেবের প্রশস্তি'রচনার সুবর্ণময়ী একটী পত্রিকা, অথবা যেন সকল পুরুষের'

হৃদয়কে বন্দী করিয়া রাখার বন্দিশালার পরিখাবলয় (গড়খাই বা moat) অথবা যেন সর্বজগতের লোচনরূপ ময়ূরের পিঞ্জরের মধ্যস্থিত (বসিবার) দাঁড়। এখান হইতে পরপর বাক্যগুলি মধ্যভাগের বিশেষণ। উন্নত পয়োধরের (চন্দ্রপক্ষে মেঘ ও কন্যাপক্ষে, স্তন) দ্বারা আড়াল হইয়া যাওয়ার জন্য মুখরূপচন্দ্রকে দেখিতে না পাওয়ার দুঃখেই যেন, অতিভার নিতম্বমণ্ডল ও স্তনকলসের দ্বারা উভয়পার্শ্ব আক্রান্ত হওয়ায় অতিপরিশ্রমের কষ্টেই যেন, এবং 'আমার মাথার উপর অবস্থিত এই পরিমাণ স্তনকলস দুইটীর ভার কখন যে আমার উপরই পড়িবে' এই চিন্তাতেই যেন, গৃহীতগুরুকলত্র [(১) যে ওজনে ভারী স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে (২) ভারী নিতম্ব যে গ্রহণ করিয়াছে] হওয়ার জন্য অনুশয় (= অনুশোচন) হওয়ায় যেন (যে ব্যক্তির পত্নী ওজনে বেশ গুরুভার তাহার যেমন অনুশোচনা হয়, সেই কন্যার মধ্যভাগও গুরুভার শ্রোনিদেশ গ্রহণ করার জন্য যেন অনুশোচনা করিতেছিলেন ; কেনন্য একে ত' মুখচন্দ্র দেখা সম্ভব হইতেছিল না। কারণ মুখচন্দ্র স্তনের দ্বারা আড়াল হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মাথার উপর স্তনকলসের গুরুভার বহন করিতে হইতেছিল ; কখন যে সেই ভার তাহারই উপর পড়িবে তাহার দুশ্চিন্তা ছিল, এমন অবস্থায় আবার অতিবৃহৎ নিতম্ব না লওয়াই যেন ভাল ছিল ; অথচ গুরুনিতম্ব গ্রহণ করা হয়েছে, সেইজন্যই এই অনুশোচনা), অতিপীড়নকারী বিধাতার হস্তের ঘর্ষণের জন্যই যেন ক্লেশবশতঃ (সেই কন্যার) মধ্যভাগ (অর্থাৎ কটিদেশ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া (সেই কন্যাকে) বিভূষিত করিয়াছিল।

অনুরাগ-রত্ন পূরিত[140] -কনকময়[141] -পরুবকাভ্যাম্, চুচুক-মুদ্রা-সনাথাভ্যাম্, অতিগুরু-পরিণাহতয়া পতনভয়াৎ[141a] চুচুকচ্ছলেন বিধিনা গিরিসারেণেব কীলিতাভ্যাম্,[142] সকলাবয়বনির্মিতিশেষ-লাবণ্যপুঞ্জাভ্যামিব, হৃদয়তটাক-কমল-মুকুলাভ্যামিব, হৃচ্ছয়[143]-বিলাস চাতুরক-বিভ্রমাভ্যামিব, রোমাবলী-লতা-ফলভূতাভ্যাম্, কন্দর্প-দর্প-বর্ধন[144]-চূর্ণ-

পূর্ণ-কনক[145]-কলশাভ্যামিব, অশেষজন-হৃদয়-পতনাদিব সঞ্জাতগৌরবাভ্যাম্, সংসারতরুমহাফলাভ্যাম্,

[ইঁহার পর কন্যার স্তন বর্ণিত হইতেছে ; তৃতীয়া দ্বিবচনান্ত পদগুলি সবই পয়োধরাভ্যাম্ এর বিশেষণ , সমুদ্ভাসমানাম্—এইটী ক্রিয়া ; ইহা সুবন্তক্রিয়া হওয়ার জন্য 'কন্যাম্' এই পদের বিশেষণ ।] অনুরাগরূপ রত্নে দুইটী পরুবক অর্থাৎ মঞ্জুষা (অর্থাৎ পেটিকা বা ঝাঁপি) যেন, চূচুকদুইটী (স্তনবৃন্ত) যেন তাহাদের উপরকার মোহর (seal) (মহামূল্য-রত্নাদি রাখিয়া লোকে যেমন সেই পাত্রে বা ঘরে সীলমোহর করিয়া দেয়, ফলে অক্ষত সীল দেখিয়া পাত্র বা গৃহের অভ্যন্তরের রত্নাদি সুরক্ষিত আছে জানা যায়, তেমনি চূচুকরূপ-মোহরাঙ্কিত থাকায় সেই কন্যার স্তনদ্বয়রূপ মঞ্জুষায় অনুরাগসুধা নিরাপদে অন্য কোন নায়ক দ্বারা অগৃহীত অবস্থায় আছে—ইহাই ব্যঙ্গ্যার্থ), অথবা অতিবিশালতার জন্য পাছে খসিয়া পড়ে এই ভয়েই যেন বিধাতা চূচুকের ছলে লৌহময় দুইটী পেরেক দিয়া স্তনদুইটী যথাস্থানে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন , (অথবা) সকল অবয়ব নির্মাণ করার পর যে লাবণ্যটুকু উদ্বৃত্ত ছিল তাহাই যেন স্তূপাকারে রাখা আছে, যেন হৃদয়রূপ তড়াগে ঐ দুইটী পদ্মকোরক ; অথবা (স্তনদুটী) যেন কামদেব দুইটী তাকিয়ার (চাতুরক - তাকিয়া)—বিলাস ; (অথবা) রোমাবলী যেন লতা আর তাহারই দুইটী ফল (স্তন দুইটী) (নাভিমণ্ডল হইতে সূক্ষ্মরোমরেখা উদরদেশে উঠিয়া আছে—সেই রোমলেখাটীকে লতা, এবং স্তনদ্বয়কে তাহার ফলরূপে উৎপ্রেক্ষা করা হইতেছে) ; অথবা কামদেবের গর্বের চূর্ণের দ্বারা পূর্ণ যেন এই দুইটী সোনার কলস ; তাহাদের গৌরবের (গুরুতা অর্থাৎ ওজনের ভারিত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে (যেন) কারণ বহু পুরুষের হৃদয়পাত ; সংসাররূপ মহীরুহের (যেন) দুইটি ফল ; (মনে হয় যেন দুইটী চক্রবাক (পক্ষী) হারলতারূপ মৃণাল পাইবার লোভে বসিয়া আছে ; (অথবা) হারলতা ও রোমরেখা মিলিত হওয়ায় (মনে হইতেছিল যেন) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগের দুই তট, যেন ত্রিভুবন জয় করিয়া পরিশ্রমে

হারলতা-মৃণাল-লোভনীয়[146]-চক্রবাকাভ্যাম্, হারলতা[147]-রোম-রাজি-ব্যাজ-গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে-প্রয়াগ-তটাভ্যাম্, ত্রিভুবনবিজয়-পরিশ্রম-খিন্নস্য, মকরকেতো-র্বিশ্রম[148]-বিজনাবাস[149]-গৃহাভ্যাম্, পয়োধরাভ্যাং সমুদ্ভাসমানাম্, মুখ-চন্দ্র-মণ্ডল[150]-সতত-সন্নিহিত-সন্ধ্যারাগেণ, দ্বিজ[151]-মণি-রক্ষা-সিন্দূরমুদ্রানুকারিণা, নিস্‌সরতা হৃদয়ানুরাগেণেব[152] রঞ্জিতেন, রাগ-সাগর-বিদ্রুম-শকলেনেব[153] অধরপল্লবে'নোপশোভমানাম্,[154] তরুণ-কেতক[155]-দল-দ্রাঘীয়সা, পক্ষ্মল চটুলালসেন, হৃদয়াবাসগৃহাব-স্থিতস্য[156] হৃচ্ছয়বিলাসিনো গবাক্ষ-শঙ্কাম্ উপজনয়তা, সরাগেণাপি নির্বাণং জনয়তা[157] গতি-প্রসর-নিরোধক-শ্রবণকৃতকোপেনেব উপান্ত-লোহিতেন ধবলয়তেব জগদখিলম্,[158]

ক্লান্ত কামদেবের (=মকর কেতুর) নিভৃতে বিশ্রাম করার দুইটী গৃহ, (তাদৃশ পীবরস্তন বিভূষিতা-কন্যাকে কন্দর্পকেতু স্বপ্নে দেখিলেন); (আর সেই কন্যার অধরপল্লব কেমন ছিল তাহার বর্ণনা ইহার পরবর্তী সকল তৃতীয়ৈকবচনান্ত-পদের দ্বারা হইতেছে ; 'উপশোভমানাম্' এই সবন্তক্রিয়ার সহিত অন্বয়) আবার, মুখচন্দ্রের সতত সমীপবর্তী হওয়ায় সন্ধ্যাকালের লালিমযুক্ত, দ্বিজমণি, (দ্বিজ = দন্ত, দুইবার জন্মায় বলিয়া দ্বিজ = দ্বি-জন্ + ড ; তাহাই মণি = দ্বিজমণি) রক্ষার জন্য সিন্দূরাঙ্কিত মোহরের (সীলমোহর = seal) অনুকরণকারী, যেন অনুরাগ হৃদয় হইতে বাহির হইবার সময় রাঙাইয়া দিয়াছে, যেন প্রেম-সমুদ্রের প্রবালখণ্ডের মত অধরপল্লব (অধররূপ কিসলয়) দ্বারা শোভিতা (সেই কন্যা)।

স্বপ্নদৃষ্টাকন্যার নয়ন বর্ণনা

পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কেতকীপত্রের মত বিশাল (তরুণ এই বিশেষণটী যুবাবস্থা ব্যঞ্জিত করিতেছে। যৌবনে যেমন সকল অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,

তেমনি পূর্ণবিস্তৃত ছিল সেই পল্লব ; দীর্ঘ+ঈয়সুন্+৩।১ বচন = দ্রাঘীয়সা = দীর্ঘতরেণ), হৃদয়রূপ গৃহে অবস্থানকার বিলাসী কামদেবের (বুঝিবা) দুইটি বাতায়ন (গবাক্ষ ; 'সর্বত্র গোঃ বিভাষা।' এইসূত্রে ব্যবস্থিত বিভাষা আশ্রয় করিয়া 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' সূত্রের দ্বারা ওকারের অবঙাদেশে, 'অক্ষোঽদর্শনাৎ' সূত্রের দ্বারা অচ্ সমাসান্ত যোগ করিয়া গো+অক্ষি = গ অব+অক্ষি+অচ্ = গবাক্ষ) এইরূপ শঙ্কা উৎপাদনকারী, চঞ্চল অথচ অলস দীর্ঘপল্লবযুক্ত

উৎফুল্ল-কমল-কানন-সনাথমিব গগনতলম্ অলংকুর্বতা, দুগ্ধাম্ভোধি-সহস্রাণীবোদ্বমতা, সকুন্দ[159]-কুসুম নীলোৎপল-মালা-লক্ষ্মীমুপহসতা নয়ন-যুগলেন বিভূষিতাম্।

(নাসিকাবর্ণনম্)

দশন-রত্ন-তুলাদণ্ডেনেব, নয়নামৃতসিন্ধু[160]-সেতুবন্ধেনেব, যৌবন-মন্মথ-মত্ত-বারণয়ো[161]র্বরণ্ডকেনেব নাসাবংশেন পরিষ্কৃতাম্, (ভ্রূলতা-বর্ণনম্) বিলোচন-কুবলয়[162]-ভ্রমর-পঙ্ক্তিভ্যাম্, মুখ-মদনমন্দির-তোরণ-মালিকাভ্যাম্, রাগসাগরবেণিকাভ্যাম্,[163] যৌবন-নর্তক-লাসিকাভ্যাম্, ভ্রূলতাভ্যাং বিরাজিতাম্

নয়নযুগলের দ্বারা বিভূষিতা, তাহারা (সেই নয়নদ্বয়) যেন সরাগ অর্থাৎ ভোগী হইয়াও নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষদায়ী (বিরোধের পরিহার সরাগ = আরক্তিম হইযাও নির্বাণ অর্থাৎ সুখদায়ক) কান দুইটী তাহাদের বিস্তার রোধ করায় ক্রোধবশতঃই যেন তাহাদের প্রান্তভাগ রক্তিম : এবং সর্বজগৎকে যেন সাদা করিয়াদিতেছিল (নয়নের প্রান্তভাগ লাল, কিন্তু উপান্ত পার্শ্বগুলি অতিশুভ্র ; নয়নের বিশালতার জন্য মনে হইতেছিল যেন তাহারা সারাজগৎ ব্যাপ্ত করিযা আছে এবং তজ্জন্য সর্বজগৎ সাদা বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এইরূপে বর্ণনা করায় লোকসীমাতিক্রম হওয়ায় দণ্ডীর মতে এখানে বৈদর্ভমার্গ লঙ্ঘিত হইতেছে ;) মনে হইতেছিল যেন আকাশতলে দুইটী ফুল্লকমল শোভা-

পাইতেছে ; যেন সহস্রদুগ্ধসমুদ্র উদ্‌গীরণ করিতেছে। উদ্‌গীরণ বমন প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও জুগুপ্সাব্যঞ্জক, তথাপি গৌণবৃত্তিতে তাহারা প্রয়োগার্হ ; তখন তাহারা দণ্ডীর মতে সমাধি নামক গুণের আধায়ক হয়,—"নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণ-বান্তাদি গৌণবৃত্তিব্যাপাশ্রয়ম। অতিসুন্দরমন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে॥" কাব্যাদর্শ/১ম অধ্যায়।) ; তাহারা যেন শুভ্র কুন্দযুক্তনীলপদ্মের মালার শোভাকেও উপহাস করিতেছিল। চক্ষুর তারকাগুলি নীল এবং তাহার চারিপাশ্ব শ্বেতবর্ণের হওয়ায় কুন্দযুক্ত নীলোৎপলের সহিত সাদৃশ্যের উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে।, (এইরূপ নয়নযুগলবিভূষিতা ছিল সেই স্বপ্নদৃষ্টা কন্যা।)

(নাসিকাবর্ণনা, পরিষ্কৃতাং পদের সহিত অন্বয় তৃতীয়ৈকবচনান্ত পদগুলি নাসাবংশের বিশেষণ) (সেই কন্যা) নাসাদণ্ডের দ্বারা সমুজ্জ্বল। আর সেই

ঘনসময়াকাশলক্ষ্মীমিব উল্লসচ্চারুপয়োধরাম্,[164] জয়-ঘোষণাপন্নজন-মূর্ত্তিমিব[165 166]তুলাকোটিপ্রতিষ্ঠিতাম্, সুযোধনধৃতিমিব কর্ণবিশ্রান্ত-লোচনাম্, বামনলীলামিব দর্শিত-বলি-বিভঙ্গাম্,[167] বৃশ্চিক-রাশি-স্থিতিমিব অতিক্রান্ত-কন্যা-তুলাম্, উষামিব অনিরুদ্ধদর্শনসুখাম্, শচীমিব নন্দনে-ক্ষণরুচিম্,

নাসাদণ্ড ছিল যেন দন্তরাজিরূপ রত্নের তুলাদণ্ড (=দাঁড়িপাল্লা), নয়নামৃত-সাগরের যেন সেতু, যৌবন এক, অপরটা মন্মথ, এই দুই মত্তহস্তীর বরণ্ডক (=আগড়, আটাইয়া রাখিবার জন্য আড়াআড়ি রাখা কাষ্ঠবিশেষ)

(ভ্রূলতার বর্ণনা)

আবার, (তিনি ছিলেন শোভিত ভ্রূযুগলের দ্বারা, এবং সেই ভ্রূযুগল ছিল) নীলোৎপলরূপ দুই নয়নের উপর একজোড়া ভ্রমর, যেন মদনদেবের মুখরূপমন্দিরের তোরণমালা, যেন অনুরাগ-সাগরের দুই প্রবাহ, যেন যৌবন-রূপ নটের দুই নর্ত্তকী :

(কন্যার নিজের বর্ণনা)

(কন্দর্পকেতু যাহাকে দেখিলেন স্বপ্নে) সেই কন্যা যেন বর্ষাকালের আকাশের শোভা। বর্ষার আকাশে যেমন মনোহর পয়োধরের (= মেঘের) শোভা, তাঁহাতেও তেমনি মনোহর পয়োধর অর্থাৎ স্তনের শোভা ; জয়ঘোষণা-যুক্ত জনের মূর্ত্তির মত তিনিও তেমনি সকল তুলনার উর্দ্ধে। দুর্যোধনের ধৈর্য্য যেমন কর্ণবিশ্রান্তলোচন (অর্থাৎ মহাভারতখ্যাত বীর মিত্র কর্ণ কি কর্ত্তব্য বলিয়া ইঙ্গিত করিবেন তাহা দেখিবার জন্য কর্ণের প্রতি সদাই দৃষ্টি রাখেন) সেই কন্যাও তেমনি কর্ণবিশ্রান্তলোচনা (অর্থাৎ আকর্ণবিস্তৃত নয়নবিশিষ্টা), বামনাবতারে (বামনরূপ ধারণকারী বিষ্ণুর অবতার) যেমন বলির (এই নামের সত্যপরায়ণ দৈত্যরাজ) বিনাশ (= ভঙ্গ) দেখাইয়াছিলেন, তিনিও তেমনি দর্শিতবলিবিভঙ্গা (উদরে ত্রিবলির বৈচিত্র্য দেখাইয়াছিলেন)। বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থানকারী রবি অর্থাৎ সূর্য্য যেমন কন্য এবং তুলারাশি অতি-ক্রম করিয়াছেন, তিনিও তেমনি কন্যাতুলারাশি (কন্যা = কিশোরী ; তাহার তুলা = তুলনা বা সাদৃশ্য) অতিক্রম করিযাছেন অর্থাৎ পূর্ণযুবতি হইয়াছেন

পশুপতিতাণ্ডবলীলামিব উল্লসচ্চক্ষুঃশ্রবসম্, বিন্ধ্যাটবীমিব[১৬৮] উত্তুঙ্গ-শ্যামলকুচাম্, বানরসেনামিব সুগ্রীবাঙ্গদশোভিতাম্, ভাস্বতা-লঙ্কারেণ শ্বেতরোচিষা[১৬৯] স্মিতেন, লোহিতেনাধরেণ, সৌম্যেন দর্শনেন, গুরুণা নিতম্ববিম্বেন, সিতেন[১৭০] হারেণ, শনৈশ্চরেণ পাদেন, তমসা[১৭১] কেশপাশেন, বিকচেন[১৭২] লোচনোৎপলেন, গ্রহময়ীমিব, সংসারভিত্তি-চিত্রলেখামিব ত্রৈলোক্যচিত্ত-রঙ্গস্য[১৭৩] রসায়নসমৃদ্ধিমিব[১৭৪] যৌবনমহা-যোগিনঃ,[১৭৫] সঙ্কল্পসিদ্ধিমিব[১৭৫] শৃঙ্গারস্য, নিধানমিব কৌতুকস্য, ।বজয়[১৭৬]পতাকামিব

ঊষার যেমন অনিরুদ্ধদর্শনেই (স্বপতি অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইলেই) সুখ, তাঁহার তেমন অনিরুদ্ধদর্শন (অর্থাৎ অনিবারিত দর্শনই লোকের কাছে)

সুখপ্রদ ; শচীর (ইন্দ্রপত্নী) যেমন নন্দন (এই নামের স্বর্গোদ্যান) দেখাতেই আনন্দ, তিনিও তেমনি নন্দনদর্শনরুচি (অর্থাৎ তাঁহার চক্ষুঃদুইটির শোভা আনন্দজনক ; দর্শন = চোখ, রুচি = শোভা ; নন্দন = যাহা আনন্দ জন্মায়), মহাদেবের তাণ্ডবের (নৃত্য বিশেষ) লীলা যেমন চক্ষুঃশ্রবাদের (সর্পগণ) উল্লসিত (= ফণা তুলিয়া উঠিতে থাকে) করে, তিনিও তেমনি উল্লসচ্চক্ষঃশ্রবা (= চক্ষু ও কর্ণের উল্লাস দান করিতে থাকেন) ; বিন্ধ্যারণ্যে যেমন উত্তুঙ্গ-শ্যামলকুচ (উত্তুঙ্গ = উচ্চ, শ্যাম = তমাল, লকুচ = লিকুচ নামক বৃক্ষ, অর্থাৎ উচ্চ তমাল ও লিকুচ বৃক্ষে) পরিপূর্ণ, তিনিও তেমনি উত্তুঙ্গশ্যামলকুচা অর্থাৎ অত্যুন্নত ও শ্যামল কুচ অর্থাৎ স্তনের দ্বারা শোভিতা ছিলেন (পোড়াকাপড় বলিতে যেমন কিয়দংশে পোড়া কাপড়কে বোঝায়, এখানেও তেমনি চুচুকের কৃষ্ণতার জন্য সমগ্র স্তনকে কৃষ্ণ বলা হইতেছে। অথবা শ্যাম = তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ; সুতরাং কাঞ্চনবর্ণ স্তন শোভিতা এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে ;) বানরসেনা যেরূপ সুগ্রীব (কপিরাজ) ও অঙ্গদের (বালীর পুত্র) সহিত যুক্ত ছিল, তিনিও তেমনই সুগ্রীবাঙ্গদ-শোভিতা (সুগ্রীব = সুন্দর গ্রীবা ও অঙ্গদ = কেয়ূর দ্বারা

আজিভূমিমিব[178] মদনস্য,[179] সংকেতভূমিম্ ইব লাবণ্যস্য, বিহার-স্থলীমিব সৌন্দর্যস্য, একায়তনশালামিব[180] সৌভাগ্যস্য, উৎপত্তিস্থানমিব কান্তেঃ[181] স্তম্ভনচূর্ণমিব ইন্দ্রিয়াণাম্, আকর্ষণমন্ত্রসিদ্ধমিব মনসঃ,[182] চক্ষুর্বন্ধনমহৌষধিমিব[183] মন্মথেন্দ্রজালিনঃ, ত্রিভুবন-বিলোভন-সৃষ্টিমিব প্রজাপতেঃ,

বিভূষিত) ছিলেন। তিনি ছিলেন যেন গ্রহময়ী (অর্থাৎ তাঁহার সর্বাঙ্গে যেন গ্রহগুলি বিরাজ করিত) কারণ তাঁহার ভাস্বৎ (= উজ্জ্বল) অলঙ্কারগুলিই তো দীপ্তিমান অলঙ্কার = সূর্য্য (জনগণের কাজ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা যিনি বুঝাইয়া দেন : অলং = পর্য্যাপ্ত, কারযতীতি কৃ + ণিচ্ + অচ্ = কার) শ্বেত-রোচিঃ (= শুভ্র কান্তি) স্মিত (ঈষদ্ধাস্যই) ত' স্মিত অর্থাৎ চন্দ্র (সূর্য্যাপেক্ষা অল্প প্রকাশ পায় বলিয়া চন্দ্রকে স্মিত বলা যায়), তাঁহার রক্তিমাধর ত'

সাক্ষাৎ মঙ্গলগ্রহ, কেননা লোহিতই ভৌম (মঙ্গলগ্রহ) এবং অধর অর্থাৎ অন্য গ্রহাপেক্ষা নিম্নে অবস্থানকারী, তাঁহার সৌম্যদর্শনই (মনোরম সৌন্দর্য্যই ত') সৌম্য অর্থাৎ সোমপুত্র বুধ, তাঁহার নিতম্ববিম্ব অর্থাৎ শ্রোণিমণ্ডলই ত' গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি, হারই (= মুক্তামালা) ত' সিত অর্থাৎ শুক্র, শনৈশ্চর অর্থাৎ ধীরগমনই ত' শনৈশ্চর অর্থাৎ শনিগ্রহ, কৃষ্ণ কেশপাশই তমস অর্থাৎ রাহু ; নয়নরূপ উৎপলই বিকচ অর্থাৎ কেতু। ত্রিভুবনের জনচিত্তরূপ নাট্যশালার সংসাররূপী দেওয়াল গাত্রের চিত্রের মত, যৌবনরূপ মহাযোগীর ঔষধ (অর্থাৎ যৌবন ঔষধ পান করিয়া জরা ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে—অর্থাৎ তাঁহার যৌবনেই যৌবন আত্মলাভ করিয়াছে ;) শৃঙ্গার-রসের যেন প্রতিজ্ঞাব পূর্ণতা (শৃঙ্গাররস যেন তাঁহার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে) ; কৌতুকের নিধি (আশ্রয়স্থল, নি – ধা + কি) যেন, কামদেবের যেন তিনি বিজয়পতাকা ; মদনের যেন রণাঙ্গন (= আজিভূমি), লাবণ্যের যেন সঙ্কেতভূমি, সৌন্দর্য্যের যেন ক্রীড়াক্ষেত্র (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমবিন্যাস ও স্নিগ্ধসন্ধিস্থলকে সৌভাগ্যের

অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াং[184] কন্যামপশ্যৎ[185] স্বপ্নে ! ইতি

সুবন্ধুকবিকৃতায়াং বাসবদত্তাখ্যাংকথায়াং

স্বপ্ন-দৃষ্টা-বাসবদত্তা-বর্ণনা

সমাপ্তা

যেন একমাত্র আশ্রয়, কান্তি অর্থাৎ রমণীয়তার যেন উৎপত্তিক্ষেত্র (অলঙ্কার-প্রসাধনাদির দ্বারা বর্ধিত ও উজ্জ্বলতর স্বাভাবিকরূপের শোভাকে কান্তি বলা হইতেছে—**beauty brightened and heightened by appropriate use of costumes, cosmetics & ornaments**) ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যক্ষমতা রোধকারী চূর্ণ (ঔষধ) যেন (তাহাকে দেখামাত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি স্বস্ব কর্ম ক্ষমতা যেন হারাইয়া ফেলে) মনকে আকর্ষণ করার মন্ত্রের সিদ্ধি যেন, মন্মথ যেন ঐন্দ্রজালিক (magician), আর তিনি যেন সেই ঐন্দ্রজালিকের জন-চক্ষুর্নিরোধের জন্য মহৌষধি ; ত্রিভুবনকে প্রলুব্ধ করার জন্যই যেন প্রজাপতির সৃষ্টি প্রায় আঠারো বছর বয়সের (এক কন্যাকে স্বপ্নে দেখিলেন) ।

সুবন্ধুকবি বিরচিত বাসবদত্তা নামক কথাকাব্যে স্বপ্নে দৃষ্টা বাসবদত্তার বর্ণনা এইখানে সমাপ্ত হইল ।

Appendix I

বাসবদত্তা গ্রন্থে বহু পাঠান্তর বা Variant readings দেখা যায়। এই পুস্তকে অর্থবহ পাঠ যথাসাধ্য গ্রহণ করা হইয়াছে ঃ অন্যান্য পাঠগুলি ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল ; সীমিত স্থানের জন্য প্রত্যেকটি পাঠের জন্য মূলের কি অর্থ দাঁড়াইতে পারে তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না। কতকগুলি পাঠান্তর নিতান্তই লিপিকরপ্রমাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকর হস্তলিখিত পুঁথিপাঠ করিবার সময় অক্ষরমাত্র পরিবর্তন করিয়াছেন ; আমি Hall-এর, Louis-এর, Telegu manuscript ও মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কারধৃত পাঠগুলির পর্য্যালোচনা করিয়াছে ঃ

পাঠান্তর

1. অথর্ববিভাবঃ—
2. }
3. } বহুগ্রন্থে নাই
4. }
5. পাদ
6. নাই
7. শ্রেণি
8. নাই
9. যাতো
10. নির্জ্জিত
11. আয়ুধ ইব
12. আশ্রয়ো
13. নাই
14. ন্যায়শাস্ত্রেষু

14. (a) নৈয়ায়িকবাদেষু

14. (b) ন্যায়েষু

পাঠান্তর

15. নাই
16. প্র
17. নাই
18. অহি
19. কুট্মল
20. নাই
21. নাই
22. 'সূচী' নাই
23. নব
24. যু
25. মহা
26. বি
27. পরমেবব্যবহিতাম্
28. রাঘবঃ···অকরোৎ পর্য্যন্ত নাই
29. তদ্

পাঠান্তর

30. পূর্বতনেষু/30.(a) পূর্বতরেষু
31. অপি তু বচনীয়তায়াঃ
32. শ্চ
33. স
33. (a) শ্চা/33 (b) ন তিময:
34 নাই
35. নাই
36 শ্চ
37. 'চন্দ্র ইব' নাই
38. কুমুদবমৈক
39. 'চন্দ্রশ্চ সঃ' এই অংশটি 'বল.' পর গঠিত
40. 'ইব' নাই
41. 'অপিচ' নাই
42 'ত্রিশঙ্কুরিব' ইহার পূর্বে 'স' এই শব্দটি পঠিত
43. নাক্ষত্রপথচ্যুতঃ
44. 'অপি' নাই
45. সংবির্বর্দ্ধিত
46. কলিবিজিতবিগ্রহঃ"
47. যশোদয়ান্বিত'/যশোদানুগতঃ
47. (a) যশোদয়াহংশ্রিতঃ
48. সুদক্ষিণান্বিতঃ/সুদক্ষিণানুগতঃ
49. 'রাজ্ঞঃ' নাই
50. রাগরজ্জুরিবোল্লসিতবর্তিঃ
51. কুবলয়াপীড়ভূষিতঃ
51. (a) কুবলয়াপীড়ভূষণঃ

পাঠান্তর

52. 'বিনতানন্দকরঃ' নাই
53. স্থাপিত নাই
54. জলধরসময় ইত্যাদির পূর্বে 'সুবাহুরিব ···অতরলমধ্যো' ইত্যাদি পঠিত
55. রাজহংসমণ্ডলঃ
56. কোন কোন গ্রন্থে" সুবাহু···মহেশ্বরঃ পর্যন্ত অংশ পূর্বে পঠিত
57. 'চ'—নাই
58. কৈরববিবন্ধুনা
59. 'সম' নাই
60. 'বি' নাই
61. ঋদ্ধি নাই
62. 'চ' নাই
63. 'নেত্র' নাই
64. 'প্রদায়' নাই
65. শ্রুতিসুখদকোমলকোকিলকতায়
66. বিপল্লবায়
67. সঙ্কুলা
68. প্রবাসহারিণ্যো
69. নাই
70. করতল-রচিত-তাড়ন-ভীতৈ
71. পয়োধরপরিসরামুক্তাঃ
72. নিস্তল নাই
73. নিকর নাই
74 ত্বরৎপত্রয়থে
75. কোন কোন গ্রন্থে 'বিলসদ্‌...সমাকুলে' ইহার পরিবর্তে শুধু 'উৎপল-বাহিনী-শতসমাকুলে' এই পাঠান্তর

পাঠান্তর

76 'সমাকুলে' এবং 'নৃত্যাৎ'-এর মধ্যে এই অংশ রক্তবারি-সঞ্চরদনেকচ্ছায়োৎপলপুণ্ডরীকবাহিনীশতসমাকুলে

77 কেবল 'নৃত্যাৎকবন্ধে'

78. নৃত্যাৎকবন্ধবন্ধুরে

79 সুরসমাগমোৎসুকভটভীষণে

79 (a) সুরনারীসমাগমোৎসুকচরদ্ভটহুঙ্কারভীষণবরভীষণে

80 সমগ্র পদটি নাই

81 আদ্র নাই

82 নাই

83. নাই

83. (a) নাই

84. স্তবক

85 স্ফটিক

86 নাই

87 কোথাও নাই, কোথাও বা কেবল "শ্যামাযাঃ"

88 হিমশীকব নাই

89. কুমুদপরাগবদ্ধ

90. চকিতা নাই

91 হাস

92 জন নাই

93. কথাসু নাই

94 সংঘাত নাই

95 সোঢ়ুম্

96 ইব

পাঠান্তর

97. বিবিধ-বিলাস-চিত্র-সুরত-সাক্ষিষু

97 (a) বিবিধ-বন্ধ-সুরত-ক্রীড়া-সাক্ষী।

98. অধোলীন-ভীরু-সঞ্চরবৎসু

99 বচনেষু নাই

100. নিপতন নাই

101. সান্দ্রামোদমদমুগ্ধ নাই

102 বিসরুদাতঃ

103 কুবদাভ

104 (a) বাচালিত-তুলাকোটিভিঃ

(b) তুলাকোটিভিঃ

105 রক্ত ইত্যাদির পূর্বে 'বিলাসিনীষু' দেখা যায়

106 ভগ নাই

107. মাধবী নাই

108. নিকুরম্ব নাই

109 নিল নাই

110. শীকরাসু

111 বাল নাই

112 সুভগাসু নাই

113. সংদষ্ট

114. পাশ নাই

115. ছটা নাই

116. পৃষ্ঠা (প্রশ্নের পরিবর্তে)

117 সুরত নাই

118. বচনের পর 'অন্ত'

119. সম্মারক নাই

119. (a) কেশ

পাঠান্তর

120. 'বর্ণিত' এর পূর্বে 'বর্তি'

121 নূপুর নাই

122. বিবহিতাসু

122 (a) সমন্তাদ ইত্যাদির পূর্বে 'বর্ধতি'

123. চূর্ণ নাই

124 নগর ''মন্মথ পর্যন্ত নাই; কোন কোন পুস্তকে 'মন্মথমন্দির' পাঠ আছে

125. 'জঘন' নাই

126 রোমালিকাপলতাললবালবলযেন

127. বিভক্ত

128 বর্ণপঙক্তিকনকপত্রেণ /বর্ণরোমাবল'/ রো'মবর্ণাবলী

129. বন্দী

130. নাই

1 1. 'মকরকেতোঃ' এই পদটি 'সকল-' ইত্যাদির পূর্বে এবং জগল্লোচনাবিহঙ্গম (জঘনবাস) লাসক-কনক-শলাকা-গুণেন ইত্যাদিও দেখা যায়।

132. নবমেঘলাদাম্না

133 কলিত নাই

134. বেদনায়েব

135. তর নাই

136. পযোধর

137. নিকষোভয়পার্শ্ব নাই

137. (a) জনিত-এর পূর্বে পীড়া

138. (a) স্তন

138. মম মূর্ত্তি ''ভবিষ্যাতীতি অংশটুকু নাই

139. 'গুরু' স্থানে 'বৃহৎ'

পাঠান্তর

140 পূরিত নাই

141. কনকময়সমুদগাভ্যাম/কনককুচকাভ্যা ম

141. (a) 'পতনভযাৎ কীলিতাভ্যামিব চুচু-কচ্ছলেন বিধিনা গিবিসারেণেব' ও 'বিধিনা গিরিসারেণেব চুচুকচ্ছ-লেনাতিগুরু পাবণাহতয়া পতনভয়-কীলিতাভ্যামিবহৃচ্ছয়কপোলচাতুরিকা তিরাভ্যাম্' এই দুইটি পাঠ দেখা যায়

142. কোন কোন গ্রন্থে ''সকলা ' মিব" অংশটুকু নাই

143. 'হৃচ্ছয়বিলেপনচাতুর ক

144. দর্পবর্ধন' নাই

145. নাই। 'অশেষ ' মহাফলাভ্যাম্' এই অংশটি অনেকগ্রন্থে 'ত্রিভুবন' ইত্যা দর পূর্বে

146. লোভালনলীনচক্রবাকাভ্যাম্

147. হারলতারোমাবলী

148 'বিশ্রম' নাই

149. আবাস নাই

150. মণ্ডলসতত নাই

151. দন্তমণি

152. 'নিসৃস্বরতা ' ণেব' এর পরিবর্তে নিস্মবদাভাস্তবরাগেণেব

153. সকলেনেব নাই

154. 'টুপ' নাই

155. তরুণকৈতক

156 আবাস নাই

157. নাই

পাঠান্তর

158. অখিলং নাই

159. কুন্দকুসুমনিলীনামুৎপলম লা' লক্ষ্মী-মিব উপহসন্তা

160. অমৃতসিন্ধু নাই

161. মত্তবারণপরস্পরকেশেন

162. নাই

163. নাই

164. উদ্দসন্ধারণযোধবাম

165. নবপাতি

166. 'তুল ' ইত্যাদির পূর্বে 'উল্লসৎ'

167. 'বিভঙ্গাম্' এবং 'বি' নাই

168. 'বিন্ধ্য' নাই, কেবল 'অটবীমিব' আছে

169. কোন কোন গ্রন্থে ইহা 'লোহিত' ইত্যাদির পরে পঠিত

170. নাই

171. নাই

পাঠান্তর

172. নাই

173. নাই

174. সমৃদ্ধির পরিবর্তে 'সিদ্ধি'

175. যৌবনস্য

176. সিদ্ধি স্থলে বৃত্তি

177. 'ত্রিভুবনবিজয়

178. নাই। আছে মনসোঽভিভূতামিব

179 ইহার পূর্বে সর্বেন্দ্রিয়াণাং মোহন-শক্তিমিব

180. মিত্রবিলাসালয়শালাম্

181. লাবণ্যস্য

182 মনসিজস্য

183. চক্ষুর্বন্ধইব

184 বর্ষীয়াং

185. দদর্শ

Appendix II

Questions

1. Describe in your own sanskrit, following Subandhu, the reign of Chintamani.

2. Give a description of the onset of dawn.

3. Give a graphic description of the maiden dreamt of by Kandarpaketu.

4. Describe KandarpaKetu in your own Sanskrit.

5. Compare Subandhu's style with that of Bāṇa's.

(see introduction)

6. Write an exhaustive note on Subandhu's style.

(see introduction)

7. Give in brief, in your own sanskrit, the story of the romance Vāsavadatta. (see introduction)

8. What type of composition is the Vasavadatta of Subandhu ? Enumerate and illustrate its characteristic.

(see introduction)

10. Do you think tht Subandhu resorts this highly ornate style instead of telling the story in a straight forward manner he is under the influence of current literary tendency of his time ?

or

'Subandhu was the prisoner of his own style' Discuss.

Q 1. Describe, in your own sanskrit, following Subandhu, the reign of Chintamani : (সুবন্ধুকৃতবর্ণনমনুসৃত্য রাজ্ঞশ্চিন্তামণেঃ সৌরাজ্যং বর্ণ্যতাং শ্রীমদ্ভিঃ)।

অনষ্টানুভাবেন সর্বপ্রবরনৃপতিমুকুটমণিরঞ্জিতচরণেন, হিরণ্যদানেন বিশ্বং চমৎকারং প্রাপয়তা দেবদ্বিজপ্রণতিনিপুণেন, বুধজনৈঃ পরিতঃ পরীতেন

যশস্বিনা, সর্বকলাশ্রয়েণ, বিদ্যাসু অন্তঃপ্রবীণতা কাব্যনাট্যানুশীলন প্রসন্নহৃদয়েন অতএব কবিষু নটেষু চাদরং দর্শয়তা দেবদ্বিজাদিষু-ভক্তিমতা চিন্তামণিনাম রাজ্ঞা রাজন্বতী বভূব কাচিৎ পুণ্যবতী ভূমিঃ। তস্মিংশ্চ রাজনি শাসতি ইয়ানস্যানুভাবোঽনুভূয়তে স্ম সর্বৈ সর্বতঃ রাজ্যে নৈয়ায়িকানাং বিচারে এব ছলনিগ্রহৌ প্রযুজ্যেতে নতু কেচিজ্জনাঃ অন্যান ছলেন বঞ্চয়ন্তি, নিগৃহ্ণন্তি বা, কোঽপি জনঃ করচ্ছেদনেন, নেত্রোৎপাটনেন, কণ্টকবেধনেন, শূল-রোপণেন বা কস্যচিদপরাধস্য কৃতে রাজ্ঞা দণ্ডিতঃ। সর্বে জনা রাজপ্রভাবাৎ ধর্মপথে নিশ্চলাং তিষ্ঠন্তি নহি কেঽপি ব্রাহ্মণান অতিক্রামন্তি, স্বপ্নেঽপি পাপচিন্তাং কুর্বন্তি, তস্মাৎ তেষাম অস্তু অগ্নিপ্রবেশেন আত্মশুদ্ধিপ্রমাপণম্, ন বা কচিদ অন্যায়গ্রাহিতা, অতো তুলারোহণেন নাস্তি নিষ্পাপত্বপ্রতি পাদনম্। খলানাম অত্যন্তাভাবাৎ তত্র কাপি প্রজা খলৈঃ সহ চরন্তী ন খলু স্বভাবং দুষ্টতাং নয়তি স্ম, পরনিন্দা একত একবিধা ভাষণমনুষ্যোনাবিরম ইত্যেবং ন জাতু কেনাপি জনেন কৃতম। এবঞ্চ দুঃশাসনবৃত্তান্তো কেবলং ভারতাৎ এব জ্ঞাতো ন তু প্রত্যক্ষতঃ। অতএব তস্মিন চিন্তামণিনাম্নি রাজ্ঞি শাসতি রাজ্যে সর্বত্র শান্তিঃ সম্পৎ, পাপাভাবঃ, নিরপরাধত্বং চ বিরাজন্তে তত্রত্যা জনাশ্চ সুখিনঃ, অনুৎপাতিনঃ অন্তর্বাহ্য শত্রুপতনভয়হীনাঃ সন্তঃ নিশ্চিন্তং নিবসন্তি স্ম।

O 2. Give a description of the dawn as found in the Vasava-datta of Subandhu (বাসবদত্তায়ামুপনিবদ্ধ নিশাশেষস্য বর্ণনমুপাদায়তাম্।)

অথ কদাচিৎ প্রভাতপ্রায়ায়া নিশায়াং জৈনসন্ন্যাসিনঃ দধিপিণ্ড ইব কৃষ্ণায়াং নিশায়াং যমুনায়াঃ পুঞ্জীভূতঃ ফেন ইব, নিশাবধ্বাঃ রাজতপানপাত্রম ইব, শঙ্খকান্তিং লিপ্সুরিব চন্দ্রঃ অস্তসমুদ্রং নিমজ্জতি ইব, ভ্রমরাশ্চ মধোঃকুমুদ পরাগশিশিরসঞ্জাতকদমে বদ্ধপাদাঃ, ভবনসারিকাঃ প্রবুদ্ধা সত্যো মুখরাঃ, ছাত্রাশ্চ মঠেষু বেদাধ্যয়নপরায়ণাঃ, কাপটিকজনা বিভাসরাগেণ কাব্যকথা গায়ন্ত আসন্ রথ্যাসু, নিশাপ্রদীপাশ্চ কজ্জলম্ উদ্বমন্তীব ; ভোগাবাসেষু

ক্ষীণতায়ামুপগতায়াং বিভাবর্য্যাং নেতি-বচনপরায়ণা নায়িকা ভবনসারিকাভিঃ নিশাকালে উক্তবচনানি অনুকুর্বন্তীভিঃ স্মারিতাঃ লজ্জামনুভবন্ত্যোঽপি নায়কসমীপং পরিত্যজ্য নান্যত্র গন্তুং শক্নুবন্তি। বাসরসজ্জার্থানি পুষ্পাণি ইদানীং বিকসিতানি, তেষাং মধুলোভিনশ্চ মধুকরাঃ গৃহমধ্যং প্রবিশ্য ঝঙ্কাররুতেন সর্বা দিশঃ পূরয়ন্তি স্ম। রজনীশেষকৃতসুরতজনিতস্বেদবিন্দবঃ পুষ্পরেণূন্ মুষ্ণতা, তরুপল্লবানবধুন্বতা প্রাভাতিকেনানিলেন শোষিতাঃ পরং নখক্ষতেষু সংসক্তান্ কেশান্ বিমোচয়ন্তী নবীনা নায়িকা অনিচ্ছন্ত্যপি সীৎকারং কুর্বন্তী দন্তমুক্তান্ দর্শয়তি। 'কদা পুনর্দর্শনং তে ভবিষ্যতি, বন্ধো' ইতি পৃচ্ছ্যমানায়াং সখ্যাং নায়িকা নির্নিমেষং নায়কং চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তীব তেন চ পুনঃপুনঃ আলিঙ্গ্যতে।

Q 4. Give a description of Kandarpaketu in your own Sanskrit, following Subandhu. (সুবন্ধুদিশা কন্দর্পকেতোর্বর্ণনং স্বদেবগিরা সম্পাদ্যতাম্)

রাজ্ঞশ্চিন্তামণেস্তনয়োঽভূৎ কন্দর্পকেতুর্নাম। আশ্রিতানাম্ নন্দনঃ স বিলাসিনাং বিলাসসামগ্রীদানেন, রামাণাং ভোগ্যদানেন, সদৈব নন্দয়ন্নাসীৎ। তস্য পরাক্রমশ্চ সামন্তনৃপাণাং কোটিসারং ধনং কোষগতং চকার। ভোগ্যদ্রব্যপরীতোঽপি মহাদেবানুকারী অনাসক্তঃ স বিষ্ণুভক্ত উদারহৃদয়ো বশ্যেষু অতীবাদরবান্ অসীৎ। স ভীষ্ম এব, স্ববশস্থাপিতকালধর্মত্বাৎ। রাজমণ্ডলস্তস্মিন্ অনুরক্তঃ, হৃদয়ে তস্য তরলহারঃ স্থিতস্তথাপি নিতরাং অচঞ্চলমতিঃ সঃ। সকলকলাবিদ্যাস্তস্মিন্ আশ্রয়ং লেভিরে; সর্বতো গুণাস্তস্য গীয়মানা আসন্ অতএব স্ববংশস্য প্রদীপ ইবাসীৎ সঃ। নাসন্ তাদৃশা জনাঃ যান্ নূনং স প্রসন্নান্ ন চকার।

মনোহরবপুরসৌ কন্দর্পকেতুর্বনিতাজনানাং হৃদয়ানি নিতরাং আচকর্ষ, উল্লাসিতবাংশ্চ। নাসন্ তাদৃশ্যস্তরুণ্যো যা হি তস্মৈ নেত্রশ্রুতিসুখপ্রদায় রতিপ্রিয়ায় রূপেণ মনোভবং তিরস্কুর্বতে ন স্পৃহয়াঞ্চক্রে।

স কন্দর্পকেতুর্ন খলু রমণীবল্লভো ভোগী, ভোগিজনপ্রিয় আসীৎ কেবলম্,

অপিতু সমরাগ্রে স কৃতান্ত ইব ভয়ঙ্কর আসীৎ। রণাঙ্গনে তস্য ভুজদণ্ডো জগ্রাহ ধনুঃ, ধনুশ্চ জগ্রাহ বাণান, বাণাশ্চ অরিশিরাংসি, অরিশিরাংসি চ ভূতলং, ভূতলং চাভূতপূর্বনায়কান্, নায়কাশ্চ যশাংসি, যশাংসি চ সপ্তসাগরান, সপ্ত-সাগরাশ্চ স্মরণং, স্মরণং চ স্থৈর্যং, স্থৈর্যাং চ বিস্ময়ং লেভে। এবংবিধে কন্দর্পকেতৌ আগচ্ছতোব অরিবনিতা মুক্তাহারান্ বিসৃজ্য নিঃসৃতানি অশ্রুবিন্দুমালাানি স্তনদেশেষু স্থাপয়মাসুঃ; তস্যাসিঃ নিত্যং সমরাগ্রে বিপুরক্তরঞ্জিতঃ (সন্) জয়লক্ষ্যা অলক্তকরাগরঞ্জিত পাদপাত ইব বভ্রাজ।

Q 7. Give in simple sanskrit the story of the Vasavadatta.
(সরলসুবগিরা বাসবদত্তেতি কথায়া বৃত্তান্ত উপনিবধাতাম)

Ans. আসীৎ সকলনৃপমৌলিভূতঃ অনুরক্তপ্রজামণ্ডলঃ, সার্বভৌমো নর-পতিঃ চিন্তামণির্নাম। তস্য পুত্রঃ পিতৃসমানধর্মা কন্দর্পকেতুর্নাম নবযৌবনস্থঃ কদাচিৎ প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং স্বপ্নেঽলোকসামান্যাং সকলত্রিভুবনললামভূতাং কন্যাং কাঞ্চিৎ দদর্শ। অথ প্রবুদ্ধো নির্জ্জনে দত্তকপাটে শয়নাগারে শয়ন পরিহৃতাহারাদিকং দিবসং নিনায়।

অথ তস্য প্রিয়সখো মকরন্দো নাম কথমপি তত্র লব্ধপ্রবেশঃ তং মন্মথা-ক্রান্তং দৃষ্ট্বাহ 'সখে কিমিদমসাম্প্রতম্ করোষি। এবং দত্তকপাটে শয়নমন্দিরে অবতিষ্ঠমানে ত্বয়ি দুষ্টজনাঃ মৃষাভাষিতৈঃ কলঙ্কং নিবেশয়েয়ু'রিতি। ততঃ কন্দর্পকেতুঃ তং স্বপ্নবৃত্তান্তং বিবৃত্য তদানীমেব মকরন্দেন সহ স্বপুরাৎ রহসি কন্যান্বেষণায় নির্জগাম। গত্বা চ অনেকনলশতমধ্বানং বিন্ধ্যো নাম রেবয়া-লিঙ্গিতং গিরিং প্রাপ্তঃ। তত্রত্যাটব্যাং কস্যচিদ্ জম্বুতরোরধশ্ছায়ায়াং স কন্দর্প-কেতুর্বিশশ্রাম, মকরন্দশ্চ ফলান্যাদায় কথং কথমপি তমাশয়ৎ, স্বয়মপি বুভুজে।

অথ যামমাত্রাবশিষ্টায়াং যামবত্যাং জম্বূতরুশিখরে মিথঃ আলপন্ত্যোঃ শুকসারিকয়োঃ বচনাৎ শুশ্রাব কুসুমপুরংনাম নগরে শৃঙ্গারশেখরো নাম রাজ্ঞঃ তৎপত্ন্যাঃ অনঙ্গবত্যাশ্চ বাসবদত্তা নাম যৌবনবতী কন্যা পরিণয়পরাঙ্মুখী এতবতা কালেনাবতস্থে।

ইদানীং পুনঃ চিত্তবিকারকারিণি বসন্তকাল আগতে, পরিণয়াভিমুখীং কন্যাং তৎসখীজনমুখাদ বিজ্ঞায় শৃঙ্গারশেখরো স্বসুতায়াঃ স্বয়ংবরার্থং রাজপুত্রাণাং মেলনং চকার। পরন্তু স্বয়ংবরসভায়াং রাজ্ঞাং শৃঙ্গারবিক্রিয়াঃ, দৃষ্ট্বৈব মতিমতী তেষাং চরিত্রাণি সম্যগ্ বিচার্য্য সর্বে তেঽযোগ্যা ইতি মত্বা প্রত্যাবৃত্তা। অথ তস্যামেব রাত্রৌ সা স্বপ্নে স্পর্ধাগৃহমিব লক্ষ্মীসরস্বত্যোঃ ত্রিভুবনবিলোভনীয়াকৃতিং কাঞ্চদযুবানং দদর্শ, স্বপ্ন এব তস্য চিন্তামণির্নাম নৃপস্য তনয় ইতি পরিচয়মপি অবাপ। মন্মথাক্রান্তা সা ততঃ প্রভৃতি বহু প্রলপিতং কুর্বন্তী মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছন্তী চাসীৎ। অথ তস্যাস্তমালিকা নাম শারিকা তৎপ্রিয়সখীভিঃ কন্দর্পকেতোর্ভাবম্ আবিষ্কর্তুং প্রেষিতা। সা সারিকা তস্মিন্নেব তরৌ শাখান্তরে তিষ্ঠতি ইত্যুক্ত্বা স শুকো বিররাম।

তচ্ছ্রুত্বা কন্দর্পকেতুরুত্থায় তাং তমালিকামঙ্কে স্থাপয়িত্বা সর্বং বাসবদত্তাবৃত্তান্তং পপ্রচ্ছ চ তং দিবসং তত্র অতিবাহ্য তয়া মকরন্দেন চ সহ চচাল। ক্রমেণ চ নিশাকালে বাসবদত্তানগরং কুসুমপুরময়াসীৎ। ততশ্চ রাজধান্যা একদেশে সুধাধবলম্ অভ্রংলিহশিখরং সপতাকং প্রমদানামালাপংঞ্চ শৃণ্বন্ কন্দর্পকেতুস্তস্যা বাসবদত্তায়া ভবনং সমকরন্দঃ প্রবিবেশ দদর্শ চ ভুবনাতিশায়ি সৌন্দর্যং বাসবদত্তাবপুষি চ মুহুর্মুমূর্চ্ছ, বাসবদত্তাপি তথৈব দশাং গতা। অথ লব্ধসংজ্ঞং বাসবদত্তায়াঃ প্রিয়সখী কলাবতী নাম কন্দর্পকেতুমাহ. "আর্য্যপুত্র! অল্পীয়ান খলু কালোঽস্তি অতঃ সংক্ষেপেণ ময়া কথ্যতে। ত্বৎকৃতে যাঽনয়া বাসবদত্তয়া বেদনাঽনুভূতা, সা, যদি নভঃ পত্রায়তে, সাগরো মেলান্দায়তে, ব্রহ্মা লিপিকরায়তে, ভুজগপতির্বা কথকায়তে তদা কিমপি কথমপি বহুভির্যুগৈরভিলিখ্যতে, কথ্যতে বা। ভবান্ অপি দূরদেশে ভ্রাম্যন্ আত্মানং বিপন্মুখে পাতয়ন্ ইহাগতঃ। অন্যা চ বিপদত্র সমাসন্না। যৌবনাতিক্রমদোষো অস্যাং বাসবদত্তায়ামাপতেৎ ইতি শঙ্কমানোঽস্যাঃ পিতা হঠাৎ বিদ্যাধরচক্রবর্তিনো বিজয়কেতোঃ পুত্রায় পুষ্পকেতবে শ্বো দাস্যতি এনাম্। অদ্য চেত্তমালিকা ভবন্তং নানৈষ্যৎ সা নূনমাত্মহত্যামকরিষ্যৎ। সর্বং শ্রুত্বৈতং ভবান্ প্রমাণ"মিতি। কন্দর্পকেতুরপি মনোজব-নাম্না তুরগেণ বাসবদত্তয়া সহ তৎক্ষণ এব নগরান্নির্জগাম মকরন্দশ্চ বার্তান্বেষণায় তত্র স্থিতঃ।

ততঃ দীর্ঘংপন্থানমতিক্রম্য স বিন্ধ্যাটবীং প্রাপ্তবান্। লতাগৃহে সর্বরাত্র-
জাগরণবশাৎ অতিক্লান্ততয়া বাসবদত্তয়া সহ সুষ্বাপ। মধ্যাহ্নে চ নিদ্রোত্থিতঃ
লতাগৃহং বাসবদত্তাশূন্যং দৃষ্ট্বা তদন্বেষণায় বনাদ্ বনান্তরং ভ্রমন্ 'হা প্রিয়ে!
হা বাসবদত্তে! দেহি মে দর্শনম্।' ইত্যাদি প্রলপন্ ক্রমেণ সাগরবেলাভূমৌ
উপনীতঃ। প্রিয়াবিহীনং জীবনং মে বৃথা ইতি চিন্তয়িত্বা সাগরজলে আত্ম-
বিসর্জনং কর্তুমুদ্যত এব তস্মিন্ অশরীরা বাণী কাচিদশ্রূয়ত, "অয়ি
কন্দর্পকেতো! পুনরপি তব প্রিয়য়া সংগতিঃ ভবিষ্যতি চিরেণ। তদ্বিরম মরণ-
ব্যবসায়াৎ।" ইতি। সোঽপি মরণাদ্ বিরতঃ সন্ ফলমূলাদিনা অশনং কৃত্বা
কষ্টেনাপান্তরবনে কতিপয়মাসান্ অত্যবাহয়ৎ। অথৈকদা বনে পরিভ্রমন্ কাঞ্চিৎ
শিলাপুত্রিকাং মম প্রিয়ানুকারিণীতি মত্বা পস্পর্শ। অথ সা স্পর্শমাত্রৈব
শিলাভাবমুৎসৃজ্য বাসবদত্তারূপমাপেদে। ততঃ সহর্ষং কন্দর্পকেতুঃ সহর্ষম্
সুচিরমালিঙ্গ্য "প্রিয়ে বাসবদত্তে! কিমেতৎ" ইতি পপ্রচ্ছ।

সা বাসবদত্তাপি দীর্ঘমুষ্ণং চ নিঃশ্বস্য প্রাহ— আর্যপুত্র! প্রথমপ্রবুদ্ধাহং ভবতঃ
ফলমূলাদিকমাহরিষ্যামীতি বিচিন্ত্য ফলায় ন অল্পমাত্রম্ (হস্তচতুঃশতম্)
অগচ্ছম্। তত্র কঞ্চিৎ সেনানিবেশং দৃষ্ট্বা মদর্থং পিতা সৈন্যং প্রেষিতমুত আর্য্য-
পুত্রস্যানুচরা এতে ইতি চিন্তয়ন্তী এব দূরাৎ কিরাতসেনাপতিঃ দৃষ্ট্বা মামভ্যধাবৎ,
এবং তাদৃশোঽন্যা কিরাতসেনানীরপি মামুদ্দিশ্য ধাবিতঃ। অতস্তয়োর্ভীষণং
যুদ্ধমভূয়ত। তস্মিন্ আহবে দ্বা এব সেনাপতিনৌ পরস্পরং যুধ্যমানৌ
নিহতৌ অভূতাম্। যত্র চ স আহবোঽভূৎ তত্রৈব কস্যচিন্মুনেঃ আশ্রম আসীৎ।
স মুনিশ্চ ফলায়ানায়াসীৎ, প্রত্যাগতশ্চ যোগেন। প্রতিপন্নবৃত্তান্তঃ সন্ মাং
দৃষ্ট্বা "ত্বৎকৃতে মমাশ্রমো ভগ্ন," ইত্যুক্ত্বা সকোপং "শিলাময়ী পুত্রিকা ভব"
ইত্যভিশাপং মে দদৌ। ততঃ বহুশোঽনুরুধ্যমানো মুনিরসৌ শান্তকোপঃ আহ
"আর্য্যপুত্রকরামর্শাৎ শাপাবসানং ভবিতা" ইতি।

ততঃ বিদিতবৃত্তান্তঃ কন্দর্পকেতুঃ তত্র সমাগতেন মকরন্দেন, বাসবদত্তয়া চ
সহ স্বপুরং গত্বা সুখং বহুকালং নিনায়।